প্রথম বর্ষ

৬-৭ সংখ্যা

الله نزل احسن الحديث

القرآن الحكيم: ٣٩: ٢٣

ترجمان الحديث

بنگال و آسام میں تحریک اہل حدیث کا واحد ترجمان

তর্জুমানুল হাদিছ

আহলে হাদিছ আন্দোলনের মুখ পত্র

সম্পাদক- মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদিছ প্রধান কার্য্যালয়
পাবনা, পাক বাঙ্গালা

এই সংখ্যা ১৲ টাকা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদিছ

জুমাদিল আখেরা ও রজবুল-মুরাজ্জব,
১৩৬৯ হিঃ—বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৭ বাং।

বিষয়—সূচী

	বিষয় ঃ—	লেখক ঃ—	পৃষ্ঠা ঃ—
১।	ছুরত্ আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছির		২৫৩
২।	আনসার (কবিতা)	আবুল হাশেম	২৬৪
৩।	পাকিস্তানের অগ্নি-পরীক্ষা	মোহাম্মদ আবদুর্‌রহমান, বি, এ-বি, টি	২৬৫
৪।	হজরত এমাম মালেক	মুন্‌তাছির আহ্‌মদ রহ্‌মানি	২৭২
৫।	রছুলুল্লাহ্‌র (দঃ) কর্ত্তৃক নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রতি ঈমান—		২৭৪
৬।	এছলামে সামাজিক আদর্শ	মোহাম্মদ আবদুলজাব্বার	২৮১
৭।	হধ্‌রৎ বড়-পীর সাহেবের একটি "কছীদহ্‌"	মুহাম্মদ এনামুল হক, এম-এ, পি. এচ, ডি,	২৮৫
৮।	আমাদের বক্তব্য		২৮৯
৯।	ভূমির অধিকার ও বণ্টন ব্যবস্থা—		২৯৩
১০।	পাক-ভারত চুক্তি পত্রের শর্ত্তাবলী		২৯৮
১১।	জাগ্‌রে বেহুঁস নওজোয়ান (কবিতা)	আবদুল আজীজ ওয়ারেছী	৩০১
১২।	সাময়িক প্রসঙ্গ (সম্পাদকীয়)		৩০২
১৩।	সময়ের ডাক		৩০২
১৪।	কিতাব-মহল	ইব্‌নে ছিকান্দর	৩১৩
১৫।	আলহাদিছ প্রেসের হিসাব		৩১৩
১৬।	জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদিছের হিসাব		৩১৫

ছাত্র চাই! **ছাত্র চাই!!**

পাবনা যিলার অন্তর্গত কামারখন্দ মাদ্‌রাছায়ে আলিয়া মোহাম্মদীয়া।

সুদক্ষ মোদারে্ছগণ দ্বারা মাদ্‌রাছা পরিচালিত হয়। আলেম পর্য্যন্ত অনুমোদিত। পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। কোন ছাত্রের বেতন লাগেনা। অধিকন্তু প্রত্যেককে জায়গীর দেওয়া হয়। স্থান স্বাস্থ্যকর। সিরাজগঞ্জ লাইনে জামতৈল রেল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী। থানা ও দাতব্য চিকিৎসালয় মাদ্‌রাছার সহিত সংলগ্ন।

ছাখাওয়াৎ আলী তালুকদার, সেক্রেটারী।
পোঃ বৈদ্যজামতৈল : যিঃ পাবনা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদিছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদিছ আন্দোলনের মুখপত্র।

প্রথম বর্ষ	জুমাদিল-আখেরা ও রজবুল-মুরাজ্জব, ১৩৬৯ হিঃ—বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৭ বাং	ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা

تفسیر القرآن العظیم –

কোর্‌আন-মজিদের ভাষ্য

ছুরত-আল্‌ ফাতিহার তফ্‌ছির

فصل الخطاب فی تفسیر ام الکتاب

(৩)

আর্‌রহ্‌মান, আর্‌রহিম—(الرحمن ' الرحيم)—
কৃপানিধান, পরম দয়াময়।

'রহ্‌মান' শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন। অধিকাংশের অভিমত এইযে, 'রহ্‌মান' ও 'রহিম' উভয় শব্দই ক্রিয়াবিশেষ্য—'রহ্‌মত' হইতে ব্যুৎপন্ন ; অপরপক্ষ বলেন যে, 'রহ্‌মান' শব্দ ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ নয়। দ্বিতীয়পক্ষ স্বীয় অভিমত নিম্নবর্ণিত প্রমাণ সমূহের সাহায্যে প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন :—

(ক) ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ শব্দ হইলে 'রহ্‌মানুম-বে-ইবাদেহি' (رحمان بعباده) বলা অশুদ্ধ হইতনা, যেরূপ 'রহিমুম-বে-ইবাদেহি' (رحيم بعباده) বলা অশুদ্ধ নয়। অর্থাৎ রহ্‌মানকে object এর সহিত যুক্ত করিতে পারা যাইত, যেমন 'রহিম' সম্পর্কে কথিত হইতে পারে : আল্লাহ তদীয় দাসগণের প্রতি রহিম, সেইরূপ 'রহ্‌মান' সম্বন্ধেও বলা চলিত যে, তিনি তদীয় দাসগণের প্রতি 'রহ্‌মান', কিন্তু এরূপ বাক্য অশুদ্ধ।

(খ) ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ হইলে মুশ্‌রেকগণ 'রহ্‌-মান' শব্দ শ্রুত হইয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতনা। কোর্‌আনে উক্ত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে যখন বলা হইল "তোমরা 'রহ্‌মান'কে ছিজ্‌দা কর," তখন তাহারা বলিয়া উঠিল : 'রহ্‌মান' আবার কি ?—আল্‌ফুর্‌কান : ৬০ আয়ৎ। * واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن ! قالوا وما الرحمن ?

(গ) মুবার্‌রদ (——২৮৬) ও ছাআলব (——২৯১) বলেন যে, 'রহ্‌মান' হিব্রু ভাষার শব্দ, আরাবী

* বায়হাকির আল্‌আছ্‌মা ওয়াছ্‌ছিফাৎ, ৩৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

নয়। *

প্রথম পক্ষ বলেন : 'রহ্‌মান' ও 'রহিম' আরাবী শব্দ এবং ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ হইবার প্রমাণ বিশুদ্ধ—হাদিছে বিদ্যমান রহিয়াছে, সুতরাং প্রথমপক্ষের দাবী ও কাল্পনিক যুক্তিতর্ক অচল। তিরমিযি স্বীয় ছুননে আবদুর রহমান বিনে আওফের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : আলাহ বলেন : আমি আল্লাহ! আমি রহ্‌মান! আমি রহেম (জ্ঞাতিত্বের সম্পর্ক) সৃষ্টি করিয়াছি এবং স্বীয় নাম হইতে তাহার নাম ব্যুৎপন্ন করিয়াছি। যে ব্যক্তি জ্ঞাতিত্বের সম্পর্ককে অক্ষুন্ন রাখিবে আমি তাহাকে মিলাইয়া রাখিব আর যে উহা বিচ্ছিন্ন করিবে, আমি তাহাকে কর্ত্তন করিব। †

انا الله وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته –

ধাতুরূপের ব্যাখ্যা।

জওহরি বলেন : 'রহ্‌মান' ও 'রহিম' শব্দদ্বয় 'রহমত' হইতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে। ‡

الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة –

রহ্‌মতের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রাগেব বলিতেছেন—যে, উহার সাধারণ অর্থ হইতেছে মনের দ্রবীভূত ও উন্মুখ ভাব, যাহার দরুণ অনুগৃহীতের প্রতি সদয় ব্যবহার করা হয়। সদ্ব্যবহারশূন্য শুধু দ্রবীভূত মনোভাব-কেও কখন রহ্‌মত বলা হয় আর দ্রবীভূত মনোভাবশূন্য শুধু সদ্ব্যবহারের জন্যও রহ্‌মত শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ¶

والرحمة رقة تقتضى الاحسان الى المرحوم وقد تستعمل تارة فى الرقة المجردة وتارة فى الاحسان المجرد عن الرقة –

আল্লাহর দয়া ও মানবীয় দয়ার সূক্ষ্ম তারতম্য সম্পর্কে আরাবী শব্দকোষ লিছানুল আরবের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। মানুষের রহ্‌মতের তাৎপর্য্য হইতেছে মনের দ্রবীভূত ও উন্মুখ ভাব আর আল্লাহর রহমতের অর্থ হইতেছে তাঁহার সুমহান দৃষ্টি, অনুকম্পা ও দান। *

والرحمة فى بنى آدم عند العرب : رقة القلب وعطفه و رحمة الله عطفه واحسانه و رزقه –

মানুষ ও আল্লাহর রহমতের "তাৎপর্য্য-বৈষম্য" সম্পর্কে উছ্‌তায শায়খ মোহাম্মদ আবদুহু বলিয়াছেন যে, মনের যে ব্যথাতুর ও বেদনাক্লিষ্ট ভাবের জন্য মানুষ দ্রবীভূত অন্তঃকরণে অপরের প্রতি অনুগ্রহ করিতে উদ্যত হয়, তার্কিক মণ্ডলী (মুতাকাল্লেমিন) আল্লাহর জন্য সেরূপ ভাবকে অসম্ভব বলিয়াছেন। তাঁহারা মানুষের পরিচিত ব্যথা ও বেদনা, প্রতিরোধ বিহীন বশ্যতা ও প্রভাব প্রভৃতি গুণ আল্লাহর জন্য অস্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহর রহ্‌মতের প্রকৃত তাৎপর্য্য হইতেছে তাঁহার রহ্‌মতের বিকাশ অর্থাৎ তাঁহার মহান অনুগ্রহ। †

হুজ্জাতুল্লাহইছ্‌লাম ওলিউল্লাহ দেহ্‌লভীর অভিমত এই যে, কোন জ্ঞান-গোচর ও অনুভূত বস্তুর সহিত আল্লাহকে তুলনা করা অসম্ভব এবং আকস্মিক ভাবরাজী যেমন আপনাপন স্থানে প্রবিষ্ট হইতে সক্ষম সেই রূপ কোন আকস্মিক বা সাময়িক গুণের পক্ষে আল্লাহর মধ্যে প্রবেশ লাভ করার ধারণা অবৈধ। সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে তাঁহাকে

واعلم ان الحق تعالى اجل من ان يقاس بمعقول او محسوس او يحل فيه صفات كحلول الاعراض فى محالها او تعالجه العقول العامية او تتناوله الالفاظ العرفية – ولا بد من تعريفه الى الناس ليكملوا كمالهم الممكن لهم – فوجب ان تستعمل الصفات بمعنى وجود غاياتها لا بمعنى وجود مباديها – فمعنى الرحمة افاضة النعم لا انعطاف القلب والرقة –

* তফ্‌ছির-ইব্‌নে কছির (১) ৩৫ পৃঃ।
† তিরমিযি : (৩) ১১৮ পৃঃ; বায়হকি (আল্‌আছ্‌মা) ৩৭ পৃঃ।
‡ মুখ্‌তারুছ্‌ছিহাহ, ৪৭৬ পৃঃ।
¶ মুফ্‌রদাতুল কোরআন, ১৯০ পৃঃ।

* লিছানুল আরব : (১৫) ১২২ পৃঃ।
† তফ্‌ছির আল্‌মানার : (১) ৪৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ধরিতে পারা যায়না এবং প্রচলিত ভাষায় তাঁহার প্রকৃত বিবরণ প্রদান করার উপায় নাই। অথচ জনমণ্ডলী যাহাতে তাহাদের পক্ষে সাম্ভাব্য উন্নতি শিখরে আরোহণ করিতে পারে, তজ্জন্য সৃষ্টিকর্ত্তার পরিচয় তাহাদিগকে প্রদান করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। সুতরাং আল্লাহর গুণাবলীর গৌণার্থ যাহা, তাহাই জনমণ্ডলীর জন্য ব্যবহার করিতে হইবে, প্রকাশ্য অর্থ ব্যবহার করা চলিবে না। অতএব 'রহমতে'র অর্থ হইবে—অনুকম্পার বিকাশ, মনের আগ্রহান্বিত বা দ্রবীভূত হওয়া রহমতের অর্থ হইবে না। *

আল্লাহর দুইটী গুণ সকল বস্তুকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে: তাঁহার রহমত আর তাঁহার ইল্‌ম! এই করুণা ও জ্ঞান সম্বন্ধে যুগপৎ ভাবে মহিমান্বিত আর্‌শের ধারকগণের কণ্ঠনিসৃত বন্দনাগীতি নিয়ত আকাশ মণ্ডল মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে যে, হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি দয়া ও জ্ঞান দ্বারা সকল বস্তুকেই পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছেন,—আল্ মোমেন: ৭ আয়ৎ। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানের বিকাশ মানব জাতির জন্য তদীয় রহ্‌মতের কল্যাণেই সাধিত হইয়াছে। কৃপানিধান রহ্‌মান কোর্‌আন শিখাইয়াছেন, মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাকে বাক্‌শক্তি দিয়াছেন,—আর্‌রহ্‌মান: ১ ও ২ আয়ৎ।

ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلما

الرحمن، علم القرآن — خلق الانسان، علمه البيان —

পুনশ্চ তাঁহার এই রহ্‌মত বিশ্বচরাচরের জন্য মূর্ত্ত হইয়া জগদ্বাসীর উদ্দেশ্যে মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহাকেই সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে: হে রছুল (দঃ) আপনাকে সকল বিশ্বের জন্য শুধু রহমতরূপেই আমরা প্রেরণ করিয়াছি,—আল্ আম্বিয়া: ১০৭ আয়ৎ।

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين —

অতএব কৃপানিধান, দয়াময় আল্লাহর যে রহ্‌মতের ফলে কোর্‌আনের জ্ঞান বিতরিত, মানবজগত সৃষ্ট, তাহারা বাক্‌শক্তি প্রাপ্ত এবং তাহাদের—উদ্দেশ্যে আল্লাহর রছুল মোহাম্মদ (দঃ) মূর্ত্ত রহমত রূপে প্রেরিত হইয়াছেন, সেই 'রছুলে-রহ্‌মতে'র প্রতি অবতীর্ণ "কিতাবে-রহমত" কোরআনের শিরোনামায় আল্লাহর রহ্‌মতের গুণ সর্ব্বাগ্রে উল্লিখিত হওয়া সমীচীন ছিল এবং তাহাই করা হইয়াছে।

রহমান ও রহিমের অর্থ।

ইমাম বয়হকি বলেন: 'রহমান' 'রহমত' শব্দ হইতে উদ্ভূত এবং আতিশয্যার্থে ব্যবহৃত। উহার অর্থ হইতেছে—কৃপানিধান, করুণাময়, অনুকম্পাশীল, দয়াবান। এমন দয়াবান, যাহার দয়া ও কৃপার তুলনা নাই। রহমানের দ্বিবচন ও বহু বচন নাই কিন্তু রহিমের আছে। ফাঅ্‌লান্ (فعلان) এর সমগতিক আরাবী বিশেষণেয় শব্দগুলি আতিশয্যের ভাব প্রকাশক,—যেমন শাবআন: অতিশয় পেটুক, আত্‌শান: অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত, গায্‌বান: অতিশয় ক্রুদ্ধ ইত্যাদি। সুতরাং রহ্‌মানের অর্থ দাঁড়াইল,—অতিশয় দয়ালু, অত্যন্ত কৃপানিধান। *

ইমান খাত্তাবি বলেন: 'রহমান' পরম অনুকম্পাশীল, যাহার অপার অনুগ্রহে জীবজগতের খাদ্য, জীবিকা ও কল্যাণের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, সাধু ও অসাধু সকলেই সার্ব্বজনীন ভাবে তাঁহার অফুরন্ত দয়ার ভাণ্ডার হইতে অংশ পাইতেছে। আর যে দয়ার জন্য আল্লাহ 'রহিম' নামে কথিত, তাহা তাঁহার অনুগত বিশ্বাসীদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট। আল্লাহ বলিয়াছেন: এবং নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতি অতিশয় দয়াবান,— আল্‌আহ্‌যাব, ৪৩ আয়ৎ। *

وكان بالمؤمنين رحيما —

ইমাম যাহ্‌হাক, আবুআলি ফাছি'ও আয্‌রামি প্রভৃতি উক্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ক

'ফঈলুন' এর সমগতিক 'রহিমুন' এর অর্থেও আতিশয্যের ভাব রহিয়াছে, যেমন আ'লেম ও

* হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ৬৭ পৃঃ।

* আল্‌আছ্‌মা, ৩৭ পৃঃ।

ক দুররেমনছুর: (১) ৯ পৃঃ; ইব্‌নে কছির: (১) ৩৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

আলীম—বিদ্বান ও অতিশয় বিদ্বান, কাদের ও কদীর—ক্ষমতাবান ও অতিশয় ক্ষমতাবান। * কর্ত্তবী বলেন যে, 'ফাঅ্'লানুন' 'ফঈলুনে'র ন্যায় নহে, 'ফাঅ্'লানুন' এ আতিশয্যের মাত্রা থাকে বেশী আর 'ফঈলুন' 'ফাএলুনে'র স্থলেও ব্যবহৃত হয়, যেমন 'গয্বান' অতিশয় ক্রুদ্ধকে বলা হইবে কিন্তু 'কছিম' শুধু 'কাছেম'—বন্টনকারীর অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারিবে। আবু উবায়দ বলেন যে, রহমান' ও 'রহিম' একই অর্থ বোধক, যথা 'নদ্মান' ও নাদিম। ক

আল্লাহর যে দয়া অনুগত ও বিশ্বাসী জনদের জন্য নির্দ্দিষ্ট, সেই দয়ার আধাররূপে তিনি 'রহিম' নামে কথিত হইয়াছেন,— এই উক্তি আমার বিবেচনায় নির্ভর-যোগ্য নয়, কারণ আল্আহ্যাবের আয়তে যে রূপ আল্লাহকে মোমেনগণের প্রতি 'রহিম' বলা হইয়াছে সেই রূপ অন্যান্য বিভিন্ন আয়তে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয় দলের প্রতিই যে তিনি 'রহিম' তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। ছুরা আন্নহ্লে আল্লাহর বিশ্ব-জনীন নানাবিধ অনুগ্রহের আলোচনা করিয়া বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলকেই বলা হইয়াছে :— ان ربكم لرؤف رحيم — নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক স্নেহশীল দয়াবান,— ৭ আয়ৎ। ছুরা বনিইছ্রায়ীলে ব্যাপক অনুগ্রহরাজীর উল্লেখের পর উক্ত انه كان بكم رحيما — হইয়াছে : নিশ্চয় তিনি তোমাদের প্রতি অনুকম্পা-পরায়ণ,—৬৬ আয়ৎ। ছুরা হজ্জে মানব জাতির জন্য ধরিত্রীবক্ষে অবস্থিত সমুদয় বস্তুর বশ্যতা এবং সমুদ্রবক্ষে জলযান সমূহের আনুগত্য প্রভৃতি ব্যাপ্ত ও বিশ্বজনীন অনুগ্রহাবলীর উল্লেখের পর পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করা হইয়াছে ان الله بالناس لرؤف رحيم যে, নিশ্চয় আল্লাহ মানবগণের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াবান,—৬৫ আয়ৎ। কোর্আনের উল্লিখিত ঘোষণার সাহায্যে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে শুধু মোমেনগণের প্রতি আল্লাহর নির্দ্দিষ্ট অনুগ্রহের জন্য তিনি 'রহিম' নহেন। 'রহ্মান' ও 'রহিম' রূপে তাঁহার দয়া ও কৃপা সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক; স্থান, কাল ও পাত্র নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি তাঁহার অফুরন্ত অনুগ্রহ সতত বিদ্যমান রহিয়াছে ও বিতরিত হইতেছে।

وگر دردهد یک صلائے کرم
عزازیل گوید نصیبے برم !

আবদুল্লাহ বিন্নুল মোবারক বলেন, যাঁহার নিকট যেরূপ চাঞ্চাই করা হউক না কেন, যিনি তাহা পূরণ করিয়া থাকেন, তিনি 'রহমান', আর যাঁহার নিকট যাঞ্চা না করিলে তিনি ক্রুদ্ধ হন, তাঁহার নাম 'রহিম'। *

الله يغضب ان تركت سواله
وبنى آدم حين يسال يغضب !

কেহ কেহ বলেন যে, পার্থিব কৃপারাজির জন্য আল্লাহর নাম 'রহমান' আর তাঁহার পারলৌকিক অনুকম্পা সমূহের নিমিত্ত তিনি 'রহিম'। ইহাও ইমাম খাত্তাবি প্রভৃতির উক্তির অনুরূপ এবং এই উক্তি দ্বারা প্রকারান্তরে সাধু ও বিশ্বস্ত দলের প্রাপ্য বিশিষ্ট রহ্মতের জন্যই 'রহিম'কে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, কারণ পরলোকে কেবল তাঁহাদের পক্ষেই উক্ত নির্দ্ধারিত করুণার অংশভোগী হওয়া সম্ভবপর হইবে। 'রহিমে'র এই ব্যাখ্যা যে সঙ্গত ও সুষ্ঠু নয়, কোর্আনের বিভিন্ন আয়ৎ উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রদর্শন করা হইয়াছে, এক্ষণে একটী হাদিছের সাহায্যে প্রমাণিত হইবে যে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাৎ উভয় লোকের জন্যই যেমন 'রহমান', তেমনি 'রহিম'। বায্যার, হাকেম ও বায়হকি উবাইবিনে কাআবের (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়াৎ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে নিম্নলিখিত দোআ শিক্ষা দিয়াছিলেন :

اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمان الدنيا و الاخرة و رحيمهما انت ترحمنى

হে প্রভো, মনের দুশ্চিন্তা নিবারণকারী, দুঃখহারী, ব্যাকুলের আহ্বানের উত্তরদাতা, ইহকাল ও পরকালের

* আল্আছ্মা, ৩৭ পৃঃ।
ক ইব্নে কছির : (১) ৩৫ পৃঃ।
* ইব্নে কছির : (১) ৩৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

'রহমান' এবং উভয় فارحمنى رحمة تغنينى بها জগতের রহিম; তুমিই عن رحمة من سواك – শুধু আমাকে দয়া করিবে। তুমি আমাকে দয়া কর, এরূপ দয়া, যাহার কল্যাণে তোমার দয়া ব্যতীত অন্য সকল দয়ার দায় হইতে যেন আমি রেহাই পাই। *

হালিমি বলেন যে, আল্লাহর যখন এরূপ অভিপ্রায় হইল যে, দানব ও মানব তাঁহার ইবাদৎ করুক, তখন তিনি তাহাদিগকে ইবাদতের উদ্দেশ্য, তাহার নিয়ম ও প্রণালী জ্ঞাত করাইলেন এবং তাহাদের জন্য অনুভূতি-শক্তি ও ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্টি করিলেন, অতঃপর তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া তাহাদের উপর ইবাদতের বিধান বলবৎ করিলেন। সুসংবাদ, সতর্কীকরণ, সুবিধা, সুযোগ ও অবসর প্রভৃতিদ্বারা তাহাদের কর্ম্মপথ সুগম করিলেন; এইভাবে অবাধ্য ও অপরাধীদের জন্য বিচ্যুতি ও আপত্তির পথ রুদ্ধ হইল। আল্লাহর উল্লিখিত অনুগ্রহ সমূহের জন্য তিনি "রহ্মান"। আর যাহারা তাঁহার প্রবর্ত্তিত নিয়ম ও নির্দ্দেশ মানিয়া চলে তাহাদের সাধনা যে তিনি কখনো কোন অংশে ব্যর্থ করেন না, বরং সিদ্ধিদান করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে তাহাদের শ্রমের অনুপাতে অত্যধিক ভাবে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন, তজ্জন্য তিনি "রহিম"। ◆

বহু ভাষ্যকার বলিয়াছেন: যিনি বিরাট ও মহান অনুগ্রহসমূহ বিতরণ করেন, তিনি "রহ্মান" আর যিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাব পূরণ করেন তিনি "রহিম"; ♣

বায়হকি আপন ছনদ সহকারে আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের (রাযিঃ) – الرحمن وهو الرفيق উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন الرحيم وهو العاطف على যে, "রহ্মানে"র অর্থ خلقه بالرزق – وهما اسمان কৃপাময়,——আর رقيقان احدهما ارق من "রহিমে"র অর্থ: الاخر –

যিনি স্বীয় সৃষ্টিজগতকে অন্নদানের সাহায্যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। উভয় নাম কোমলতাব্যঞ্জক এবং প্রথমটী পরবর্ত্তী নাম অপেক্ষা অধিকতর কোমল। *

"রহমান" ও "রহিম" সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক ভাষ্যকারগণের উক্তির সারাংশ উদ্ধৃত হইল। এক্ষণে উল্লিখিত উক্তিসমূহের মধ্যে কোন্‌টী গ্রহণযোগ্য, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। আমার বিবেচনায় "রহ্মান" শব্দের সাহায্যে আল্লাহর দয়াগুণ প্রকাশ করা হইয়াছে অর্থাৎ তিনি যে দয়াময় ও কৃপানিধান তাহা ব্যক্ত হইয়াছে এবং তাঁহার সেই দয়া, করুণা, অনুকম্পা ও কৃপার ফল সকল সময়ে জীবজগতের জন্য কার্য্যতঃ প্রযুক্ত হইতেছে বলিয়া তিনি—রহিম। "রহিম" শব্দ কোর্‌আনে রছুলুল্লাহর (দঃ) জন্যও ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা আল্লাহ বলেন তিনি অর্থাৎ রছুলুল্লাহ (দঃ) بالمؤمنين رؤف رحيم মোমেনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ালু,——আত্‌তওবা: ১২৮।

রছুলুল্লাহ (রঃ) কে স্নেহশীল ও দয়ালু বলিয়া উল্লেখ করার কারণ উক্ত আয়তের গোড়াতেই বর্ণিত হইয়াছে: নিশ্চয় لقد جاءكم رسول من انفسكم তোমাদের নিকট রছুল عزيز عليه ما عنتم حريص তোমাদের মধ্য হইতেই عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم – আগমন করিয়াছেন, যাহাতে তোমরা বিপন্ন হও তাহা তাঁহার পক্ষে দুঃসহ এবং তোমাদের কল্যাণ-সাধনে তিনি সমুৎসুক, মোমেনগণের প্রতি তিনি স্নেহশীল ও দয়ালু। রছুলুল্লাহর (দঃ) আচরণ দ্বারা দয়ার নিদর্শনাবলী কার্য্যতঃ প্রকটিত হইয়াছে বলিয়াই তাঁহাকে 'রহিম' বলা হইয়াছে কিন্তু জীবজগতের কাহাকেও রহ্‌মান আখ্যা প্রদান করা হয় নাই, কারণ স্বয়ং দয়াময় ও কৃপানিধান একমাত্র আল্লাহ, শুধু তাঁহার আচরণেই দয়া প্রকটিত হয় না, দয়া ও কৃপা তাঁহার সত্তা ও প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। 'ফঈলুনে'র সমগতিক বিশেষণগুলির তাৎপর্য্যও ইহাই, যথা 'আলীম' মহাবিদ্বান ও 'হাকীম' প্রজ্ঞাশালী অর্থে

* দুররে মন্‌ছুর: (১) ৯ পৃঃ।
◆ আল্ আছ্‌মা, ৩৬ পৃঃ।
♣ তফ্‌ছির আল্‌মানার: (১) ৪৭ পৃঃ।

* আল্ আছ্‌মা, ৩৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ব্যবহৃত হয় কিন্তু কাহারো পক্ষে উক্ত শব্দদ্বয়ের সাহায্যে ইহা প্রমাণিত হয় না যে, বিদ্যা ও প্রজ্ঞা তাহার প্রকৃতিগত, উক্ত গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ নিবন্ধন তাহাকে বিদ্বান ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন বলা হইবে। 'ফা'লানুনে'র সমগতিক হায়্‌রাণ--ব্যস্ত, ছা'রাণ—মাতাল, আত্‌শান—পিপাসিত ইত্যাকার বিশেষণাবলীর মধ্যে একটা ঔৎসুক্য ও অধিক্যের ভাবসঞ্জাত প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, যাহা অগৌণে নিবৃত্তি সাপেক্ষ। সুতরাং আল্লাহ্ আপন পবিত্র সত্তা ও প্রকৃতির দিক দিয়া দয়াগুণে গুণান্বিত এবং সর্ব্বক্ষণ দয়ার বিকাশ সাধনে সমুৎসুক বলিয়া "রহ্‌মান" এবং তাঁহার সেই দয়া কার্য্যতঃ সৃষ্টিজগতের প্রত্যেক স্তরে প্রকটিত ও প্রকাশিত বলিয়া তিনি "রহিম"।

فدا ے شیرۂ رحمت کہ درلباس بہار
بعذر خواہی رندان قدح خوار آمد !

"বিছ্‌মিল্লাহ"—র অন্তর্গত অব্যয়পদ বে (ب) সম্পর্কে ভাষ্যকারগণ সকলেই একমত হইয়াছেন যে, উক্ত বাক্যে 'সূচনা' বা 'আরম্ভ' শব্দ উহ্য রহিয়াছে। যাহা উহ্য রহিয়াছে তাহা যদি কোন কর্ম্মের সূচনা হয়, তাহা হইলে বাক্য নিম্নলিখিতরূপ গ্রহণ করিবে : আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি। উহ্য শব্দ ابداء বাক্যের শেষাংশেও যুক্ত হইতে পারে। বিষয়বস্তুর সূচনা হইলে কথিত হইবে : ابتداء الكلام باسم الله - আমার উক্তির আরম্ভ আল্লাহর নামে। উহ্য কে শেষোক্ত করিলে বাক্যের আকার দাঁড়াইবে :— আল্লাহর নামে আমার সূচনা। - باسم الله ابتدائی

আল্লাহর সত্তা সকল সত্তার শ্রেষ্ঠতম, তাঁহার নামও সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তম এবং সেই নামের জপ ও স্মরণ সকল আলোচনার চাইতে মধুরতম। পাপ-তাপ-ক্লিষ্ট মানুষের তপ্ত ও অশান্ত হৃদয়কে কেবল এই মধুর, মহত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামের স্মরণ ও আলোচনা শান্ত, শীতল ও প্রকৃতিস্থ করিতে পারে। আল্লাহর নির্দ্দেশ এই যে : হে মানবমণ্ডলী, তোমরা অবহিত হও যে, আল্লাহর স্মরণের সাহায্যেই মনে বিমল শান্তির উদ্রেক হইয়া থাকে,— الا بذكر الله تطمئن القلوب

আর্‌রাআদ : ২৮। পুনশ্চ আল্লাহ অনাদি, তিনিই সর্ব্বপ্রথম, هو الاول তাঁহারপূর্ব্ববর্ত্তী কিছুই নাই, সুতরাং তাঁহার নামের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন নাম থাকিতে পারে না। অতএব জড় ও চৈতন্যের শান্তিবিনোদন কল্পে যে পবিত্র মহাগ্রন্থ আল্লাহর সর্ব্বশেষ পয়গাম রূপে প্রেরিত হইয়াছে তাঁহারই পবিত্র, মহান ও মধুর নাম লইয়া তাহার সূচনা করা হইয়াছে, এবং তাঁহার যে দুই নাম জীবনের সংরক্ষণ ও সাফল্যের মূলীভূত কারণ, সেই 'রহমান' ও 'রহিম' তাঁহার ব্যক্তিগত নাম 'আল্লাহ'র বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিছমিল্লাহ—র বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগ।

১। আল্লাহ আদম আলায়হিছ্‌ছালামকে সর্ব্বপ্রথম সকল প্রকার وعلم آدم الاسماء كلها — নাম শিক্ষা দিয়াছিলেন,——আল্‌বাকারাহ : ৩১। সকল নামের পুরোভাগে অনাদি আল্লাহর মহান নামের স্থান, সুতরাং হযরত আদমকে নিশ্চিতরূপে সর্ব্বাগ্রে আল্লাহর পবিত্র নাম শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল।

২। নুহ আলায়হিছ্‌ছালাম তাঁহার নৌকা 'বিছ্‌মিল্লাহ' বলিয়াই চালাইয়াছিলেন। কোর্‌আনের সাক্ষ্য এই যে, অতঃ- وقال اركبوا فيها بسم الله পর হযরত নুহ বলি- مجريها ومرسىها — লেন, নৌকায় উঠিয়া পড়, আল্লাহর নামেই ইহা গতিশীল এবং নিশ্চল হইবে,— হুদ : ৪১ আয়ৎ।

৩। ছুলায়মান আলায়হিছ্‌ছালাম সেবার রাণীকে লিখিত পত্র বিছ্‌মিল্লাহর দ্বারা আরম্ভ করিয়াছিলেন,—আন্ নমল, ২০ আয়ৎ। انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم সমগ্র কোর্‌আনে স্বতন্ত্র ভাবে এই আয়ৎটী কেবল ছুরা নমলেই উল্লিখিত আছে।

৪। ওয়াহির প্রথম আদেশ, যাহা শেষ নবী মোহাম্মদ রছুলুল্লাহ (দঃ) এর উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা, পরমপ্রতিপালকের নাম লইয়া পাঠ করার জন্য اقراء باسم ربك الذى خلق —

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আদেশ দেওয়া হইয়াছিল.— আল্আলাক : ১

৫। আল্লাহর মহত্তম নাম জপ করিবার জন্য মুছলমানগণ আদিষ্ট হইয়াছেন,— আল্আ'লা : ১। سبح اسم ربك الاعلى –

৬। আল্লাহর মহিমান্বিত নাম জপ করিবার জন্য মুছলমানদিগকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে,—আল্ওয়াকেয়া : ৭৪ ও ৯৬ ; আল্ হাক্কাহ্ : ৫২ আয়ৎ। فسبح باسم ربك العظيم –

৭। আল্লাহ স্বীয় রছুল (দঃ) কে অভিহিত করিতেছেন যে, তোমার প্রতিপালকের নাম সমৃদ্ধিশালী, প্রবলপ্রতাপান্বিত, গরীয়ান,—আর্রহ্মান : ৭৮। تبارك اسم ربك ذوالجلال والاكرام –

৮। মুছলমানগণ সতত তাঁহার নাম জপ করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন। ছুরা আল্মুয্যাম্মেলে বলা হইয়াছে : তোমার প্রভুর নাম স্মরণ করিতে থাক এবং সকল দিক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহার দিকে একাগ্র হও,—— ৮ আয়ৎ। ছুরা আদ্দহরে বলা হইয়াছে যে তোমার প্রতিপালকের নাম প্রভাতে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করিতে থাক,—২৫ আয়ৎ। واذكراسم ربك وتبتل اليه تبتيلا – واذكر اسم ربك بكرة واصيلا –

'বিছ্মিল্লাহর' আনুসঙ্গিক উল্লিখিত আয়ৎসমূহের সাহায্যে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে, সৃষ্টিকর্ত্তা পরম প্রভুকে স্মরণ করিতে হইলে তাঁহার নাম লইয়া স্মরণ করিতে হইবে। শুধু ধ্যান ও তন্ময়তার দ্বারা তাঁহাকে স্মরণ করা যাইতে পারেনা, অথবা শুধু হু—হু শব্দ দ্বারাও তাঁহাকে স্মরণ করা চলিবেনা। 'ওয়াহি'র শিক্ষা হইতে বঞ্চিত সাধকের দল সৃষ্টিকর্ত্তাকে নির্গুণ সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে তাঁহার জন্য কোন নাম নিরুপিত করা সঙ্গত মনে করেন না এবং তাহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া অদ্বৈতবাদী ফকিরের দল ভজনের জন্য 'ইয়াহু'! শব্দ জপ করিয়া থাকে। 'বিছ্মিল্লাহ্'—র মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তার নামের বিদ্যমানতা ও উক্ত নামের সাহায্যে তাঁহাকে স্মরণ করার আদেশ ভ্রান্ত দলের যাবতীয় উক্তির অসারতা প্রমাণিত করিতেছে। শাইখুলইছ্লাম ইব্নেতায়মিয়াহ বলেন :

والذكر بالاسم المضمر المفرد ابعد عن السنة وادخل فى البدعة واقرب الى اضلال الشيطان، فان من قال : ياهواو هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائداً الا ما يصوره قلبه، والقلب قد يهدى وقد يضل – وقد صنف صاحب الفصوص كتابا سماه كتاب الهو – و زعم بعضهم ان قوله وما يعلم تاويله الا الله، معناه : وما يعلم تاويل هذا الاسم الذى هو الهو – وقيل لهذا وان كان مما اتفق المسلمون بل العقلاء على انه من ابين الباطل، فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء حتى قلت مرة لبعض من قال شيئاً من ذلك : لو كان هذا كما قلته لكتبت : وما يعلم تاويل هو منفصلة –

সর্ব্বনামের সাহায্যে আল্লাহকে স্মরণ করার পদ্ধতি ছুন্নতের পরিপন্থী, বিদ্আতের দিকে আহ্বানকারী এবং শয়তানি ষড়যন্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী। যে ব্যক্তি বলে : ইয়া হু, অর্থাৎ সেই; অথবা শুধু হু-হু, সেই-সেই ; কিম্বা অনুরূপ সর্ব্বনামের সাহায্যে জপ করিয়া থাকে, তাহার হৃদয়ে যাহার কল্পনা থাকে, সর্ব্বনামের সাহায্যে তাহার দিকে ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়না আর হৃদয় কখনো সঠিক পথে চলিতে থাকে কখনো ভ্রান্ত হয়। মুহীউদ্দিন ইব্নেআরাবী এক খণ্ড পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছেন "কিতাবুল্-হু"। কেহ কেহ ধারণা করেন যে, কোর্আনের আয়ৎ : "তাহার তাৎপর্য্য আল্লাহ ব্যতীত কেহ অবগত নয়"; ইহার অন্তর্গত "হু" সর্ব্বনামের অর্থ হইতেছে— সেই, সুতরাং আয়তের অর্থ এইযে: গুণবাচক বিশেষ্য "সেই"—এর অর্থ কেহ অবগত নয়। যদিও সকল মুছলমান এমনকি বুদ্ধিমান মাত্রই উল্লিখিত উক্তির বাতিল হওয়া সম্বন্ধে একমত, তথাপি যাহারা এরূপ وما يعلم تاويله الا الله –

www.ahlehadeethbd.org

মূর্খতাব্যঞ্জক কথা উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহাদের একজনকে আমি একবার বলিয়াছিলাম যে, বর্ণিত আয়তের অর্থ তোমার কথিত মত হইলে "হু" সর্বনাম বিযুক্তভাবে লিখিত হইত। *

এই প্রসঙ্গে ইহাও অবগত হওয়া আবশ্যক যে, সৃষ্টিকর্ত্তার অনেকগুলি পবিত্র নাম রহিয়াছে, তাঁহার মহিমান্বিত সত্তা যেরূপ সন্দেহের অতীত, তাঁহার নামগুলিও সেইরূপ সুস্থির ও সুনিশ্চিত। পরিচয়ের প্রধান সূত্র হইতেছে পরিচিতের নাম অবগত হওয়া, কোর্‌আনের সূত্রপাত সেই নামের উল্লেখ ও উচ্চারণ এবং তাঁহার বিশিষ্ট গুণাবলীর পরিচয় দ্বারা সাধিত হইয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তার সুনিশ্চিত সত্তা সম্বন্ধে যাহারা অজ্ঞ বা দিশাহারা তাহারা আকারে ইঙ্গিতে, অর্দ্ধোস্ফুট ভাষায় তাঁহার কথা বলিতে চাহিয়াছে, কিন্তু কোর্‌আন ঘোষণা করিয়াছে যে আল্লাহর অনেকগুলি له الاسماء الحسنى — সুন্দর নাম বিদ্যমান আছে,— আল্‌আছ্‌রা, ১১০, তাহা, ৮, আল্‌হাশার, ২৪ আয়ৎ। অধিকন্তু কোর্‌আনের নির্দ্দেশ এই যে, সৃষ্টিকর্ত্তা পরম প্রভুকে ডাকিতে হইলে ঐ সকল সুন্দর নামের সাহায্যেই ডাকিতে হইবে, কাল্পনিক ও উদ্ভট নাম লইয়া তাঁহার জপ করা চলিবেনা। আল্লাহ বলেন : ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى اسمائه — আল্লাহর উৎকৃষ্ট ও সুন্দর নামসমূহ রহিয়াছে, তোমরা ঐ সকল নাম লইয়া তাঁহাকে আহ্বান কর, এবং যাহারা তাঁহার নাম সম্বন্ধে কুটিলতা অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের পরিহার কর,——আল্‌আ'রাফ, ১৮০ আয়ৎ।

আল্লাহর নাম সম্পর্কে কুটিলতার বিভিন্ন প্রকরণ আলোচনা করিয়া ভাষ্যকারগণ বলিয়াছেন যে, আল্লাহ যাহার অনুমতি প্রদান করেন নাই, তাঁহার জন্য সেইরূপ নাম আবিষ্কার করা কুটিলতার অন্যতম প্রকরণ। আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন যে নামে আল্লাহ নিজকে অভিহিত করেন নাই অথবা যে নাম কোর্‌আন ও ছুন্নতে উল্লিখিত হয় নাই, সেই নামে তাঁহাকে কথিত করার আচরণ হইতেছে কুটিলতা কারণ আল্লাহর নামসমূহ নির্দ্দেশিত—"তওকিফি" সুতরাং শরিআতে উল্লিখিত নামগুলি ব্যতীত অন্য নামে তাঁহাকে আহ্বান করা বৈধ নয়। *

আধুনিক মুছলমান সাহিত্যিকগণের মধ্যে—যাঁহারা অদ্বৈতবাদী ও নিরীশ্বরবাদী কবি ও দার্শনিকগণের একান্ত পক্ষপাতি, তাঁহাদের এ সম্পর্কে অবহিত হওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য।

"বিছ্‌মিল্লাহ—" পাঠকরার বিধি।

১। পানাহারের প্রাক্কালে—

ইমাম মুছ্‌লিম আম্‌র বিন্‌ আবিছালমার—(রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন : আল্লাহর নাম লইয়া খাও এবং দক্ষিণ হস্তের سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك — সাহায্যে ভোজন কর এবং তোমার নিকটতম পার্শ্ব হইতে আহার্য্য গ্রহণ কর। †

মুছ্‌লিম ও আবুদাউদ হোযায়ফার (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : 'বিছ্‌মিল্লাহ' না বলিয়া ان الشيطان يستحل الطعام ان لا يذكر اسم الله عليه — আহার করিলে সেই খাদ্যে শয়তানের অধিকার জন্মে। †

তিরমিযি ও ইব্‌নেমাজাহ ইব্‌নেআব্বাছের—(রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : উষ্ট্রের ন্যায় এক নিশ্বাসে পান করিওনা। দুই لاتشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا اذا انتم شربتم واحمدوا اذا رفعتم — তিন বারে পান কর এবং পানের প্রাক্কালে 'বিছ্‌মিল্লাহ' এবং শেষ হইলে 'আল্‌হাম্‌দোলিল্লাহ' বল। ‡

* ফত্‌হুলবয়ান; (ক) ৪১৪ ও ফত্‌হুল কদির; (৩) ২৯৫ পৃঃ।

* ফতাওয়া ইবনেতায়ামিয়াহ : (২) ৩৪২ পৃঃ।

† ছহিহ মুছ্‌লিম : (২) ১৭২ পৃঃ; আবুদাউদ : (৩) ৪০৬ পৃঃ।

‡ তিরমিযি; (৩) ১১৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

২। শয়নের প্রাক্কালে—

ইমাম বুখারী হোযায়ফার (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) রাত্রি কালে শয্যায় শায়িত হইয়া ডান হাত গালের নীচে রাখিতেন এবং পাঠ করিতেন: হে আমার আল্লাহ তোমার নামেই মরিতেছি আর তোমার নামেই জীবিত হইব। *

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك امرت واحي -

৩। সহবাসের প্রাক্কালে—

বুখারী ও মুছ্লিম ইব্নে আব্বাছের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন: তোমাদের মধ্যে কেহ আপন স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতে উদ্যত হইলে বলিবে—বিছ্মিল্লাহ.....। †

لو ان احدكم اذا اتى اهله قال: بسم الله الحديث -

৪। পায়খানায় প্রবেশের প্রাক্কালে—

ইবনে মাজাহ হয্রত আলির (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন: জিন্দের দৃষ্টিপথ হইতে মানুষের গুপ্তাঙ্গসমূহ— আবৃত করার উপায় এই যে, পায়খানায় প্রবেশ কালে বলিবে,— বিছ্মিল্লাহ.....। ‡

ستر ما بين الجن وعورات بني آدم اذا دخل الكنيف ان يقول: بسم الله !

হাফেয ইবনে হজর আবদুল আযিয বিন্নুল মুখ্তারের ছনদে রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, তোমরা যখন পায়খানায় প্রবেশ করিবে, তখন বলিবে, বিছ্মিল্লাহ.....।

اذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله !

হাফেয উল্লিখিত হাদিছের ছনদ মুছ্লিমের শর্ত্তানুযায়ী বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। ¶

৫। গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার প্রাক্কালে—

আবুদাউদ, তিরমিযি, নাছায়ী ও ইব্নেমাজাহ মুছ্লিম জননী উম্মে ছালামার (রাযিঃ) প্রমুখাৎ রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) আপন গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় বলিতেন:—বিছ্মিল্লাহ, আল্লাহর উপর নির্ভর করিতেছি। *

بسم الله، توكلت على الله الحديث -

৬। ছওয়ারীর পৃষ্ঠে আরোহনের প্রাক্কালে—

ইমাম আহ্মদ, তিরমিযি, আবুদাউদ, নাছায়ী, ইব্নেমাজাহ ও হাকেম আলি মুর্তযার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) যখন ছওয়ারীর রেকাবে আপন পা স্থাপন করিতেন, তখন বলিতেন—বিছ্মিল্লাহ, আর উহার পৃষ্ঠে ঠিক হইয়া বসার পর বলিতেন—আল্হাম্দো লিল্লাহ। †

لما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله -

৭। হাটে বাজারে প্রবেশের প্রাক্কালে—

হাকেম বোরায়দা আছ্লামির (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে রছুলুল্লাহ (দঃ) হাটে বাজারে প্রবেশ করার সময় বলিতেন বিছ্মিল্লাহ। ‡

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل السوق قال: بسم الله !

৮। ওযুর প্রারম্ভে—

ইমাম আহ্মদ, আবুদাউদ, তিরমিযি, ইব্নেমাজাহ, বয়হকি, দারকুৎনী ও বায্যার আয়শা—উম্মুলমোমেনিন, আবুহোরায়রা, ছঈদ বিনে যয়েদ, আবুছঈদ খুদ্রী, ছহল বিনে ছাআদ ও আনছ বিনে-মালেক রাযিয়াল্লাহো আন্হুমের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি ওযুর মধ্যে আল্লাহর নাম স্মরণ করিলনা, অর্থাৎ 'বিছ্মিল্লাহ' পাঠ করিলনা, তাহার

ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه -

* বুখারী (দাওয়াৎ) ৪র্থ খণ্ড, ৬৫ পৃঃ।
† বুখারী (দাওয়াৎ) ৪র্থ খণ্ড, ৭২ পৃঃ; মুছ্লিম: (১) ৪৬৩ পৃঃ।
‡ ইব্নেমাজাহ, ১২ পৃঃ।
¶ ফত্হুলবারী: (১) ২১৪ পৃঃ।

* নববীর আল্আয্কার, ১২ পৃঃ।
† তিরমিযি: (৪) ২৪৪ পৃঃ।
‡ আল্মুছ্তাদ্রক: (১) ৫৩৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ওযু সিদ্ধ হইলনা। *

তাবারানি আবুহোরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন : হে আবুহোরায়রা, يا ابا هريرة اذا توضأت فقل যখন তুমি ওযু করিবে بسم الله والحمد لله — তখন 'বিছ্‌মিল্লাহ' ও 'আল্‌হাম্‌দোলিল্লাহ' পাঠ করিবে। ক

ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল বলেন : আমি এ সম্পর্কে এমন কোন হাদিছ অবগত নই, যাহার ছনদ উৎকৃষ্ট। ইমাম আবুবক্‌র বিনো আবি শায়বা বলেন : রছুলুল্লাহ (দঃ) যে উক্ত কথা বলিয়াছেন, আমাদের নিকট তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ইমাম বুখারীর অভিমত এই যে, তিরমিযি কর্ত্তৃক বর্ণিত রবাহ বিনে আবদুর রহমানের হাদিছটীই (আমাদের উল্লিখিত প্রথম হাদিছ) এ সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। ইবনো ছৈয়েদিন্‌নাছ তিরমিযির ব্যাখ্যায় বলেন, যে সকল হাদিছে ওযুর প্রারম্ভে, 'বিছ্‌মিল্লাহ' পাঠ করা স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, সে গুলি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ না হইলেও হাছান। ইবনে-হজর আছ্‌কালানি বলেন যে, ওযুর জন্য 'বিছ্‌মিল্লাহ' পাঠ করার যতগুলি হাদিছ আছে, সমষ্টিগত ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে সে গুলির মধ্যে যে শক্তি অনুভূত হয়, তাহাতে প্রতীতি জন্মে যে, দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও হাদিছের মূলে কিছু না কিছু সত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। ক

ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও শাফেয়ী ওযুর জন্য 'বিছ্‌মিল্লাহ' পাঠ করাকে মুছ্‌তাহাব বলিয়াছেন। ¶ ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বল, ইছ্‌হাক বিনে রাহ্‌ওয়ে, দাউদ যাহেরী ও কাযী শওকানি প্রভৃতি ওয়াজেব বলিয়া নির্দ্দেশিত করিয়াছেন।

হুজ্‌জাতুল ইছ্‌লাম দেহ্‌লভী বলেন : বিছ্‌মিল্লাহ' পাঠ করা ওযুর অন্যতম অঙ্গ বা শর্ত্ত। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, হাদিছে কথিত ওযু সিদ্ধ না হওয়ার অর্থ— সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর না হওয়া, কিন্তু আমি এ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নই, কারণ উক্ত পরোক্ষ ব্যাখ্যা দ্বারা রছুলুল্লাহর (দঃ) কথিত শব্দের অন্যথাচরণ সাব্যস্ত হয়। *

৯। প্রত্যেক রাক্‌আতের প্রারম্ভে——

ইমাম আহ্‌মদ, আবুদাউদ, হাকেম, ইবনে-খুযায়মা ও দারকুৎনি জননী উম্মে ছালামার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে তিনি জিজ্ঞাসিত হইলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) নমাযে কি ভাবে আবৃত্তি করিতেন? তিনি বলিলেন : রছুলুল্লাহ(দঃ) প্রত্যেক আয়ৎ (পৃথক পৃথক ভাবে) বিচ্ছিন্ন করিয়া পাঠ করিতেন; যথা : বিছ্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম, —আলহাম্‌দো লিল্লাহে রব্বিল আলামিন,— আর্‌রহ্‌মানির্‌ রহিম,—মালেকে ইয়াওমিদ্‌দীন। ক

انها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان يقطع قراءته آية . بسم الله الرحمن الرحيم — الحمد لله رب العالمين - الرحمن الرحيم - مالك يوم الدين -

নাছায়ী, দারকুৎনি, হাকেম, ইব্‌নেহিব্বান ও ইব্‌নেখুযায়মা নঈমুল মুজ্‌মরের বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, আমি আবুহোরায়রার (রাযিঃ) পিছনে নামায পড়িলাম, তিনি 'বিছ্‌মিল্লাহির্‌রহ্‌মানির রহিম' পাঠ করিলেন, অতঃপর ছুরা ফাতিহা পড়িলেন, যখন 'গাইরিল মগ্‌যুবে— আলায়হিম, ওয়ালায্‌যাল্লিন' শেষ করিলেন,

صليت وراء ابى هريرة فقراء بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قراء بام القرآن حتى بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين — قال آمين، وقال الناس : آمين، ثم يقول اذا سلم والذى نفسى بيده انى لاشبهكم صلوة برسول الله صلى الله عليه وسلم —

* মুছ্‌নাদে আহ্‌মদ (ফৎহুর রব্বানি) ২য় খণ্ড, ২০ পৃঃ; আবুদাউদ : (১) ৩৭ পৃঃ; তিরমিযি : (১) ৩৮ পৃঃ; ছুনানে বয়হকি : (১) ৪৩ পৃঃ; দারকুৎনী : (১) ২৬ পৃঃ।

ক মাজ্‌মাউয্‌ যওয়ায়েদ (১) ২২০ পৃঃ।

ক তিরমিযি : (১) ৩৮ পৃঃ; তল্‌খিছুল হবির, ২৭পৃঃ।

¶ হেদায়া : (১) ৭ পৃঃ; আল্‌উম : (১) ২৭ পৃঃ; মিযানে কুব্‌রা, ১৩৬ পৃঃ।

* হুজ্‌জাতুল্‌লাহিল বালিগা, ১৮০ পৃঃ।

ক মুছ্‌নাদে আহ্‌মদ (ফৎহুররব্বানি) ৩য় খণ্ড, ১৮৮ পৃঃ; মুছ্‌তাদ্‌রক (১) ২৩২ পৃঃ; দারকুৎনি, ১১৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

তখন বলিলেন—আমিন! পশ্চাদ্বর্ত্তী সকলেই বলিলেন—আমিন! ছালাম ফিরাইবার পর আবুহোরায়রা (রাযিঃ) বলিলেন: যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ আছে, তাঁহার শপথ! আমার নমায তোমাদের সকলের চাইতে রছুলুল্লাহর (দঃ) নমাযের অনুরূপ।

দারকুৎনি এই হাদিছকে বিশুদ্ধ এবং ছনদের রাবীদিগকে বিশ্বস্ত বলিয়াছেন। হাকেম ইহাকে বুখারি ও মুছলিমের শর্ত্তানুসারে ছহিহ বলিয়াছেন এবং যহবী তাঁহার উক্তি সাব্যস্ত রাখিয়াছেন। *

ইমাম আবু হানিফা, ইব্নো আবি লায়লা, ছুফ্য়ান ছওরী, হাছান বিনে ছালেহ, আবু ইউছফ, মোহাম্মদ বিনুল হাছান, যুফর ও ইমাম শাফেয়ী ফাতিহার পূর্ব্বে বিছ্মিল্লাহ পাঠ করার নির্দ্দেশ দিয়াছেন কিন্তু প্রত্যেক রাক্আতে ও প্রত্যেক ছুরার প্রারম্ভে উহা পাঠ করিতে হইবে কিনা, সে সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে। কাযী আবু ইউছফ কর্ত্তৃক ইমাম আবুহানিফার দুই প্রকার—উক্তি বর্ণিত হইয়াছে: প্রথম, প্রত্যেক রাক্আতে ছুরা ফাতিহার পূর্ব্বে একবার পাঠ করিতে হইবে, কিন্তু অন্য ছুরা আরম্ভ করার সময় ছালাম ফিরান পর্য্যন্ত আর পাঠ করা হইবে না। ইমামের অন্যতম শিষ্য হাছান বিন্ যিয়াদ বলেন, প্রথম রাক্আতে কির্আতের (আবূ [illegible]) পূর্ব্বে একবার পাঠ করিলেই যথেষ্ট হইবে, উক্ত নমাযের মধ্যে পুনরায় পাঠ করা আবশ্যক হইবে না, কিন্তু যদি কেহ প্রত্যেক ছুরার প্রারম্ভে এক বার করিয়া পাঠ করে তাহা উত্তম। ইমামের দ্বিতীয় উক্তি কাযী রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক রাক্আতে ফাতিহার পূর্ব্বে পাঠ করা জায়েয। স্বয়ং কাযী আবুইউছফের অভিমত এই যে, প্রত্যেক রাক্আতে ছুরা ফাতিহার পূর্ব্বে একবার এবং অন্য ছুরা পড়িতে ইচ্ছা করিলে তাহার পূর্ব্বে একবার 'বিছ্মিল্লাহ' পাঠ করিতে হইবে। মোহাম্মদ বিনুল হাছান বলেন যে, অনুচ্চস্বরে একাধিক ছুরা পড়িতে ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক ছুরার প্রারম্ভে 'বিছ্মিল্লাহ' পড়িতে হইবে, কিন্তু উচ্চস্বরের নমাযে পড়া হইবে না। *

ইমাম মালেক বলেন, উচ্চ বা অনুচ্চ কোন ফর্য নমাযেই 'বিছ্মিল্লাহ' পাঠ করা হইবে না। নফল নমাযে ইচ্ছা করিলে পড়া চলিবে। *

ইমাম শাফেয়ী, ইমামআহ্মদ বিনে হাম্বল,—কাযী আবুইউছফ, হাফেয যায়লায়ী এবং আহ্লে-হাদিছ ইমামগণের নিকট ছুরা ফাতিহার পূর্ব্বে 'বিছ্মিল্লাহ—' পাঠ করা ওয়াজেব। মুনিয়াতুল-মুছল্লির টীকায় ইমাম মোহাম্মদের উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে যে, প্রত্যেক রাক্আতে উহা পাঠকরা—ওয়াজেব এবং ইহাই সঠিক সিদ্ধান্ত। †

১০। তওয়াফের প্রাক্কালে—

ইব্নে আছাকির আবদুল্লাহ বিনুছ্ছায়েবের (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) কা'বা শরিফের তওয়াফ আরম্ভ করার সময় বলিতেন:— بسم الله والله اكبر — 'বিছ্মিল্লাহ'—ওয়াল্লাহো আকবর। ‡

১১। যব্হের প্রাক্কালে—

ছুরা আল্আন্আমের ১১৯ আয়তে বলা হইয়াছে: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه — যে হালাল প্রাণীকে আল্লাহর নাম লইয়া যব্হ করা—হইয়াছে, তাহা ভক্ষণ কর,— এবং ১২২ আয়তে বলা হইয়াছে, ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق — যে হালাল প্রাণীকে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করিয়া যব্হ করা হয় নাই, কদাচ তাহা ভক্ষণ করিওনা, কারণ উহা নিশ্চিত রূপে পাপের প্রতীক। উল্লিখিত আয়ৎ দুইটীর সমবায়ে যব্হের সময় 'বিছ্মিল্লাহ' বলা ওয়াজেব প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু মুছলমানের যে যব্হে ভুলবশতঃ বা ইচ্ছাকৃত ভাবে 'বিছ্মিল্লাহ' উচ্চারিত হয় নাই, তাহা ভক্ষণ করা সম্বন্ধে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন।

* নাছায়ী, ১১৬ পৃঃ; দারকুৎনি, ১১৫ পৃঃ; মুছ্তাদ্রক (১) ১৩২ পৃঃ।

* জাছ্ছাছ রাযীর আহ্কামুল কোর্আন: (১) ১২ পৃঃ।

† বলুগুল আমানি: (৩) ১৮৮ পৃঃ; কাবিরি, ১৭২ পৃঃ।

‡ নয়নুল আওতার: (৫) ৪০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও হাছান বিনে ছালেহ্ বলেন যে, ইচ্ছাকৃত ভাবে 'বিছ্‌মিল্লাহ' না বলিয়া থাকিলে উহার গোশ্‌ত খাওয়া চলিবে না, ভ্রান্তিবশতঃ পরিত্যক্ত হইয়া থাকিলে চলিবে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আওযায়ীর উক্তি এই যে, ইচ্ছাকৃত ভাবে বা ভ্রান্তিবশতঃ অনুচ্চারিত মুছলমানের যবিহা ভক্ষণ করায় দোষ নাই। ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের মধ্যে আলি মুর্তযা, ইব্‌নে আব্বাছ, মুজাহিদ, আতা বিনো আবি রিবাহ, ছঈদ বিনুল মুছাইয়ব, ইব্‌নে শিহাব ও তাউছের অভিমত যে, ভ্রান্তিবশতঃ 'বিছমিল্লাহ' পরিত্যক্ত হইয়া থাকিলে ভক্ষণ করা চলিবে এবং আবদুল্লাহ বিনে উমর (রাযিঃ) এর মতে চলিবে না। আল্লামা শওকানি বলেন: সকল প্রকার হালাল যব্‌হে 'বিছমিল্লাহ' বলা যে মুছতাহাব তাহাতে কোন মতভেদ নাই এবং বিদ্বানগণের মতভেদ ওজুবের মধ্যে সীমাবদ্ধ। *

১২। ইমাম বুখারী অধ্যায় রচনা করিয়াছেন :—

باب : التسمية على كل حال

সকল অবস্থায় আল্লাহর নাম (বিছ্‌মিল্লাহ) গ্রহণ করার অধ্যায়। ক হাফেয ইব্‌নেকছির বলেন : প্রত্যেক আচরণ ও উক্তির সূচনায় বিছ্‌মিল্লাহ বলা মুছ্‌তাহাব। দণ্ডায়মান, উপবেশন, পানাহার, লিখন, পঠন, বক্তৃতা এবং ওযু নমায প্রভৃতির সূচনায় সাফল্য, সমৃদ্ধি ও পূর্ণতা লাভের জন্য সাহায্য প্রার্থনার উদ্দেশ্যে 'বিছ্‌মিল্লাহির্ রহমানির রহিম' পাঠ করা মশরু—বিধেয়। ক

* জাছ্‌ছাছের আহকামুল কোর্‌আন (৩) ৬ পৃঃ ; নয়লুল আওতার : (৫) ১০৪ পৃঃ।

ক বুখারী : (১) ২৬ পৃঃ।

ক তফছির ইবনে-কছির : (১৩১ পৃষ্ঠা।

আ ন সা র

(আনসার—মার্চিং সং)

আবুল হাশেম।

ওরে আনসার, ওরে দুর্ব্বার
চল্‌রে এগিয়ে চল
নও জামানার রোশনীতে আজ
মিনারে মিনারে ধ্বনে আজান
বেছে'নে জামাতে বেছে'নে স্থান
'আল্লাহু' ধ্বনি কাঁপায়ে ধরণী
কণ্ঠ ছাড়িয়া বল
ওরে চল।

কুসুম ছড়ান পথ বহি কভু
আসে নাই এ প্রভাত
এসেছে পোহায়ে দুর্যোগময়ী
অন্ধ তমস রাত।

কত শহীদের তাজা রুধীর
কত জননীর নয়নের নীর
এই ধরণীর মরুতে রচিল
ওয়েসিস সুশীতল
ওরে চল, ওরে চল।

এসেছিল যবে মরুর দুলাল
দুস্তর মরুপার
পশ্চাতে করে ক্ষিপ্ত কোরেশ
উদ্ধত চীৎকার।

কে তারে আদরে নিল ধরে
কার আঁখি কোণে আঁসু ঝরে
কার ঘরে ভাই মরুর তপন
ভাতিল সমুজ্জ্বল
ওরে চল।

www.ahlehadeethbd.org

মরুর দুলাল আজো আছে ভাই
আজো আছে মোর বুকে—
বরণ করিছে শত অনশন
সেই মিলনের সুখে।
কত যে পীড়ন, কত আঘাত
কত অপমান দিবস রাত
তুচ্ছ করেছি কার তরে বল,
কোন মহা সম্বল ?
ওরে চল।

মোরা আন্‌সার, ছিল না মোদের
ধনবল জনবল,
আছিল ঈমান দুনিয়ার ধন
আখেরাতের সম্বল।
ঈমানের জোরে না করি ভয়
দিকে দিকে নব লভেছি বিজয়
অত্যাচারিত-অন্তরে ঢালি
শান্তির সুধা-জল।
ওরে চল্।

ঐ শোন ঐ মহাজেরীনের
তক্‌বীর শোনা যায়,
শত মজলুম আশ্রয় মাগে
দুস্তর সাহারায়।

খর্জুর পাতার দীন কুটির
রচিবে তাদের শান্তির নীড়
প্রেমের সলিলে ফুটায়ে তুলিবে
শান্তির শত দল,
ওরে চল্, ওরে চল্।

আসুক আবার ঝঞ্ঝা ঝাপট
কাল বোশেখের ঝড়,
নাই ভয় ওরে, হবে জয়
বল আল্লাহু আক্‌বর।
আল্লাহ বলে অবহেলে
শত পাহাড়ের বাধা ঠেলে
দিকে দিকে কর অভিযান তব,
ওরে প্রাণ চঞ্চল।
চল্‌রে চল।

ঈমানের জোরে অজানা সাগরে
পাল তুলি পুনরায়
সারে জাহানের ভাণ্ডার মোর
সঙ্কেতে খুলে যায়।
সাহারার বুকে খেলে সরিৎ
রুক্ষ ধরণী হল হরিৎ
এত দিন পরে প্রাণ দরিয়ায়
আবার এলরে ঢল,
ওরে চল, ওরে চল।

পাকিস্তানের অগ্নিপরীক্ষা।

মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বি, এ-বি টি।

পাকিস্তান অর্জ্জনের কাজে আমাদিগকে যত-টুকু সাধনা ও ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছে,—উহার স্থায়িত্ব রক্ষা, দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য তদপেক্ষা ঢের বেশী সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার প্রয়োজন। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির পথে ঘরে বাহিরে পাকিস্তানের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই দুশ-মনীভাব বিদ্যমান ছিল এখন সে ভাব শক্তিশালী ও সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই বিরাট একদল লোক বাস করে যাহারা পূর্ব্ব হইতেই পাকিস্তান

www.ahlehadeethbd.org

প্রতিষ্ঠার পথে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া বাধা প্রদান করিয়াছে, তাহাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে পাকিস্তান কায়েম হইয়াছে। তাহারা পাকিস্তানকে তাহাদের আপন রাষ্ট্ররূপে মৌখিকভাবে স্বীকার এবং নিজদিগকে উহার অনুগত নাগরিক রূপে ঘোষণা করিলেও এই নব রাষ্ট্রকে তাহারা মনে প্রাণে বরণ করিয়া লইতে পারে নাই—এবং কস্মিন কালেও পারিবে না,—যে কোন সুযোগ মুহূর্ত্তে উহার ধ্বংস ও বিনাশের কাজে তাহারা আগাইয়া আসিবে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিন্দুস্থানের অধিবাসীগণ 'ভারত মাতা'র দ্বিখণ্ডিত রূপ দর্শনে একান্তই নারাজ ছিলেন। অবস্থার অপরিহার্য্য চাপে উহাকে সাময়িক ভাবে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইলেও তাঁহারা 'দেশমাতৃকার' ছিন্নদেহের পুনর্যোগ সাধনের স্বপ্ন এক দিনের তরেও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। পাকিস্তানকে নাজেহাল ও বিপর্য্যস্ত করার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হওয়ার পর আজ 'ভারতমাতা'র ভক্ত সন্তানগণ পৃথিবীর বুক হইতে পাকিস্তানের মানচিত্র চিরতরে মুছিয়া ফেলিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন এবং উক্ত পরিকল্পনার প্রাথমিক আয়োজন স্বরূপ ভারতের নিরীহ মুছলমানগণের নিধন ও নির্ব্বাসন পর্ব্ব উদযাপিত করিবার এবং পাকিস্তান হইতে হিন্দুদিগকে সরাইয়া লইবার মহড়া শুরু করিয়া দিয়াছেন।

পৃথিবীর মানচিত্রে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকে ইউরোপ ও আমেরিকার বৃহৎ শক্তিগুলি সুনজরে দেখিয়াছে এমন মনে করিবারও কারণ নাই। মধ্যযুগে ইছলামের উদীয়মান শক্তিকে খর্ব্ব ও নেস্তনাবুদ করার জন্য ক্রুসেড বা ধর্ম্ম যুদ্ধের নামে ইউরোপের খৃষ্টান রাজ্যগুলি বার বার বিপুল শক্তি সমাবেশ করিয়াছে। তাহারা মুছলীম স্পেন হইতে ইছলামকে নির্ম্মূল করিয়া দিয়াছে, তুর্কী খেলাফতের বিরুদ্ধে বার বার দণ্ডায়মান হইয়া অবশেষে বিংশ শতাব্দীতে মুছলীম রাজ্যগুলিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও শক্তিহীন করিয়া রাখার প্রচেষ্টায় ও তাহাদের শোষণব্যবস্থায় সফলকাম হইয়াছে। আজ একটি নবজাগ্রত শক্তিশালী মুছলীম রাষ্ট্র সুপ্রতিষ্ঠিত এবং উহার উদ্যোগে অন্যান্য মুছলীম রাষ্ট্রসমূহ—ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিসম্পন্ন হওয়ার সুযোগ লাভ—করিলে তাহাদের শোষণস্বার্থের মূলে আঘাত লাগিবে, তদুপরি পাকিস্তান যে ইছলামী আদর্শ ও জীবনপদ্ধতি রূপায়ণের সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছে তাহাতে পুঁজিবাদী আমেরিকা ও ইউরোপীয় রাষ্ট্র সমূহের আতঙ্কিত হওয়ার কারণ রহিয়াছে। সর্ব্ব শেষে কমিউনিজ্‌মের যে দাজ্জালী শক্তি সোভিয়েট রুশিয়ায় উদ্ভূত হইয়া পূর্ব্ব ইউরোপের সমস্ত অঞ্চলে, মহাচীন, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশসমূহে—শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে এবং পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রে কমিউনিষ্ট পঞ্চম বাহিনীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় যেরূপ দুর্ব্বার গতিতে সর্ব্বব্যাপী হইয়া সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করিবার উদ্যোগ আয়োজন করিতেছে, তাহা এক সুষ্ঠু আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত বিপুল সম্ভাবনায় ভরপূর নবজাত ইছলামী রাষ্ট্রকে কস্মিন কালে সুদৃষ্টিতে দেখিতে পারে না। পাকিস্তানের বিপদের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কারণ এই কমিউনিজ্‌ম! বস্তুতঃ আমরা সচেতন ও সজাগ থাকিলেই ঘরের শত্রুর দুষ্টতৎপরতা দূর করিতে পারিব, যথাযোগ্য সামরিক প্রস্তুতি দ্বারা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতর্ক্য আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিব। জরাজীর্ণ সমাজ ব্যবস্থার ধারক ও অভিশপ্ত সভ্যতার বাহক পুঁজিবাদী মার্কিণ রাষ্ট্র ও উহার তাবেদার পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তির নিকট হইতে আশঙ্কার কারণ তেমন ভয়াবহ নহে—যেমন রহিয়াছে কমিউনিজ্‌মের আদর্শবাদের তরফ হইতে।

কমিউনিষ্ট শাসন একটী আদর্শবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যুগ হইতে যুগান্তর এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পৃথিবীর বুকে প্রবল দুর্ব্বলের প্রতি নির্ব্বিচারে যে উৎপীড়ন চালাইয়া আসিয়াছে, শক্তিবান অক্ষমের কৃশদেহ হইতে রক্তশোষণের যে নিষ্ঠুরলীলা চালাইয়াছে, ধনী এবং নির্ধনের মধ্যে অসাম্যের যে অটল পাহাড় অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছে, আশ্‌রাফ ও আতরাফের মধ্যে ব্যবধানের

www.ahlehadeethbd.org

যে দূরত্ব সৃষ্টি হইয়াছে—ফলে সমাজ দেহের এক দিকে যে রক্তস্ফীতি ও অন্য দিকে পক্ষাঘাতের সৃষ্টি হইয়াছে—তাহারই বিপরীত মুখী প্রতিক্রিয়ায় কমিউনিজ্‌মের জন্ম সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু কমিউনিজ্‌ম এক অন্যায়ের প্রতিবিধান করিতে গিয়া বৃহত্তর অন্যায় ও ভীষণতম অনাচারের প্রশ্রয় দিয়া বসিয়াছে।

কমিউনিজ্‌ম জগতের সমস্ত ধর্ম্মগুরুদিগকে একাকার রূপে প্রচলিত অন্যায়ের ব্যবস্থাপক ধরিয়া লইয়া সকলকেই ভণ্ডামি ও পক্ষপাত্বিতের দোষে অভিযুক্ত করিয়াছে। এখানেই উহা থামিয়া যায় নাই, ধর্ম্মকে অনাচারের মূল ঠাওরাইয়া সৃষ্টি কর্ত্তাকেই অবশেষে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছে। স্রষ্টা, ধর্ম্ম, পরলোক প্রভৃতিকে মানুষের কপোল-কল্পিত, অবাস্তব ও সম্মোহক বস্তু বলিয়া ধরিরা লইয়াছে এবং পৃথিবীর জন্ম হইতে অদ্যাবধি যে সর্ব্বস্বীকৃত নিয়মে মানুষ তাহার সমাজ ও পারিবারিক জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে কমিউনিজ্‌ম তাহার ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত হানিয়াছে। যন্ত্র সভ্যতার প্রধান উপকরণ শ্রমিকদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া সমাজের অন্যান্য স্বার্থকে বলি দেওয়া হইয়াছে। ডিক্টেটরী শ্রমিক শাসনের কবলে ব্যক্তিস্বাধীনতার চরম অবসান ঘটান হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষের যৌনমিলন ও সন্তান উৎপাদনে উশৃঙ্খল ও অবাধ স্বাধীনতার প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে!

পশ্চিমের পুঁজিবাদী শক্তিপুঞ্জ গত মহাযুদ্ধে নাৎসী জুজুর ভয়ে এই মারাত্মক বিষধর ফণীকে দুধে ভাতে পুষিয়া ও অর্থ সাহায্যে পুষ্ট করিয়া আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে উহাকে রক্ষা করিয়াছে আর আজ উহার উদ্ধত ফণা সেই শক্তির মূলে আঘাত হানিবার জন্য রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের পর কমিউনিজ্‌মের প্রভাব বিপুল গতিবেগে দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অল্প দিনের ভিতর অর্দ্ধেক জার্ম্মানী সহ পূর্ব্ব ইউরোপের সমস্ত দেশে কমিউনিষ্ট শাসন প্রবর্ত্তিত এবং রাশিয়ার তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। বিশ্বব্যাপী কমিউনিজ্‌ম প্রসারের জন্য কমিনফর্ম্মের স্থগিত কার্য্যকলাপ পুনঃ রাশিয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত হইতেছে এবং সারা পৃথিবীর কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক ইউরোপীয় পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা কমিটী (Inter-national committee for the study of European affairs) কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রচার-পুস্তিকায় আফ্রিকা ও এশিয়ার কমিনফর্ম্ম—প্রতিষ্ঠানের কার্য্যাবলীর যে বিবরণ রয়টার পরিবেশন করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে—

বর্ত্তমানে কমিউনিষ্ট সৈন্য সংখ্যা ৮০ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। ইহারা যে কোন মুহূর্ত্তে আক্রমণের জন্য হুকুমের প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছে।

ইথোপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবার—সোভিয়েট দূতাবাস আফ্রিকা মহাদেশে কমিউনিষ্ট আন্দোলন পরিচালনার প্রধানতম কেন্দ্ররূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-উত্তর ও মধ্য আফ্রিকায় কমিনফর্ম্মের ব্রিটীশ ও ফরাসী অনুচরবৃন্দ এবং সমভাবাপন্ন শ্রমিক আন্দোলন সমূহ বিপুল উদ্যমে কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়া কর্ত্তৃক মধ্য পূর্ব্ব (Middle East) হইতে প্রেরিত মুছলীম নামধারী প্রচারকবৃন্দ উত্তর আফ্রিকার প্রচার কার্য্যে সহায়তা করিতেছে।

চীনে কমিউনিষ্ট আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পিকিং এশিয়ার আন্দোলন পরিচালনার প্রধানতম কেন্দ্র রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ব্যাংকক ও মান্দালয় আন্দোলনের অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটি রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় ব্রিটিশ উপনিবেশ হংকং এ ইংরাজদের নাকের ডগার উপর প্রধান কমিউনিষ্ট কাউন্সিলের সদর দফতর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উক্ত কাউন্সিল ৬ টি জাতীয় কমিটীর (Six National Committees) সমবায়ে গঠিত। ইন্দোচীন, শ্যাম, মালয়, বার্ম্মা, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এই ৬ টি রাজ্যে উক্ত কাউন্সিল আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার সহ আন্দোলনের সর্ব্ববিধ কর্ম্ম তৎপরতার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্বাঞ্চলে সামরিক তৎপরতার কেন্দ্র হইবে ভ্লাডিভেস্টক আর পশ্চিমাঞ্চলে তাসকন্দ হইতে তাজকিস্তান সৈন্য

www.ahlehadeethbd.org

বাহিনী ভারত ও তিব্বতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিবে। ইন্দোচীন সর্ব্বপ্রথম কমিউনিষ্ট সৈন্য বাহিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে। তৎপর ব্রহ্ম ও শ্যামের দিকে তাহারা অগ্রসর হইবে। ভারতের কমিউনিষ্টগণ ক্রমেই অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করিয়া লইতেছে। ভারতে বর্ত্তমানে কমিউনিষ্ট শক্তি সংখ্যা ১৫ লক্ষের কম হইবে না। তিব্বত আক্রান্ত এবং সীমান্ত বেষ্টিয়া কমিউনিষ্ট শক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতের আসন্ন বিপদ আরও ঘনীভূত হইয়া আসিবে।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই মুহূর্ত্তে কিম্বা নিকট ভবিষ্যতে কমিউনিষ্টদের দুরভিসন্ধিমূলক কোন—পরিকল্পনা আছে কিনা রয়টার পরিবেশিত সংবাদে তাহার কোন আভাস না থাকিলেও কমিউনিজ্‌ম যে পাক্‌-ভূমিকে দূর হইতে নমস্কার জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিবে এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। বস্তুতঃ কান পাতিলেই পাকিস্তানের দ্বারদেশে কমিউনিজ্‌মের করাঘাত শুনা যাইবে এবং দেশের অভ্যন্তরে কমিউনিষ্ট শক্তিগুলি লুকাইয়া থাকিলেও ঘুমাইয়া নাই। চতুর্দ্দিকে সঙ্কট যে রূপ ঘনাইয়া আসিতেছে সে অবস্থায় নাসিকায় তৈলমর্দ্দন—পূর্ব্বক পাকিস্তানের সুখ নিদ্রায় অভিভূত থাকা ধ্বংসকে বরণ করিয়া লওয়ার নামান্তর মাত্র।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা কমিটী পশ্চিমী গণতান্ত্রিক শক্তিপুঞ্জকে ঐক্যবদ্ধ পরিকল্পনা সহ অগ্রসর হইতে, কমুউনিষ্টদের আক্রমণ-লক্ষ্য দেশ সমূহে ব্যাপক সামরিক সাহায্য প্রদান করিতে এবং শীঘ্র সেই সব দেশের জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নত করার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য উপদেশ বিতরণ করিয়াছেন। এই উপদেশ বিতরণের পূর্ব্বেই পুঁজিবাদের আশা-ভরসা আমেরিকা কমিউনিষ্ট আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বিপুল দ্রুততার সহিত সামরিক প্রস্তুতি বাড়াইয়া চলিয়াছে, এটম বম্ব্‌ হাইড্রোজেন বম্ব প্রভৃতি সর্ব্বধ্বংসী ভয়াবহ মারণাস্ত্রগুলি শানাইয়া রাখিতেছে এবং মার্শাল সাহায্যে তাবেদার রাষ্ট্রসমূহের প্রতিরোধ শক্তি বলীয়ান—করিবার প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু আমাদের মতে কমিউনিজ্‌ম তাহার সুকৌশল প্রচারণা ও ব্যাপক সফলতা লাভের দ্বারা পৃথিবীর এবং বিশেষ করিয়া এশিয়া ও আফ্রিকার অগণিত উৎপীড়িত ও শোষিত জনগণের বিক্ষুব্ধ মনে যে উৎসাহের বহ্নি ও আশার দাবাগ্নি জ্বালিয়া দিয়াছে আটলান্টিকের জলসিঞ্চনে তাহা নির্ব্বাপিত হইবে না। আটলান্টিক সভ্যতার ফাটলে যে ঘুণ ধরিয়াছে তাহা উক্ত সভ্যতাকে জরাজীর্ণ ও অন্তঃসারশূন্য করিয়া রাখিয়াছে।—প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির সকল প্রতিরোধ দূরের কথা সমস্যা-ভারাক্রান্ত আপনদেশের তাল সাম্‌লানই এখন উহার দায় হইয়াছে।

দুই বিপরীত-মুখী আদর্শবাদের স্নায়ুযুদ্ধ বহু পূর্বেই শুরু হইয়াছে। সামঞ্জস্য বিধানের শত চেষ্টা ব্যর্থতায় বিড়ম্বনা বহিয়া বিরোধ বাড়াইয়া চলিয়াছে, অসমাধ্য সমস্যার পুঞ্জীভূত জঞ্জাল বিশ্ব ধ্বংসী তৃতীয় মহাসমরের ইন্ধনরূপে স্তূপীকৃত হইতেছে!

কখন কোথা হইতে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। একবার আগুন জ্বলিয়া উঠিলে দাবাগ্নির ন্যায় তাহা যে অতি অল্প সময়ে ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর আকার ধারণ করিয়া দিক্‌দিগন্ত পোড়াইয়া ছারখার করিবে, জল, স্থল, আকাশ ও পাতাল ভেদিয়া বিপন্ন মানবের মর্ম্মভেদী করুণ কান্নার রোল উঠিবে এবং সমস্ত ধরাধামকে এক বিরাট শ্মশানাগারে পরিণত করিয়া ছাড়িবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই নিরাশ আঁধারময় অশান্ত পরিস্থিতিতে শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া আশার আলোক জ্বালাইতে পারে এমন কোন আদর্শ কী দুনিয়ার সম্মুখে বিদ্যমান নাই?

আছে।

সাড়ে তের শত বৎসর পূর্ব্বে বিশ্ব স্রষ্টার তরফ হইতে অশান্তি-দগ্ধ ও বেদনা-বিক্ষুব্ধ মানবের—জন্য বিশ্ব-নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যে বেহেশ্‌তী পয়গাম বহন করিয়া লইয়া আসেন, একমাত্র তাহারই ভিতর শান্তির বীজ এবং পৃথিবীর সর্ব্ববিধ সমস্যার সহজ সমাধানের মূল মন্ত্র নিহিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রহিয়াছে। যত দিন দুনিয়ার এক বৃহৎ অংশ এই মূলমন্ত্রকে স্বীকার এবং তদনুযায়ী জীবনপদ্ধতি—নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস পাইয়াছে ততদিনই তথায়—অনাবিল শান্তি ও বাড়তি সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছে। সেই কল্যাণপথ পরিত্যাগের পর হইতেই পৃথিবীতে অমানিশার সূচিভেদ অন্ধকার নামিয়া আসে। আঁধারে ঘেরা পরিবেশে উৎপীড়ন, অনাচার, ও ব্যভিচারের তাণ্ডবলীলা বর্দ্ধিত হইতে হইতে পৃথিবী আজ ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে।

দীর্ঘ দিনের অবহেলা ও কর্ম্মশৈথিল্যের পর দুনিয়ার মুছলমানগণ জাগ্রত হইয়াছে। বৃহত্তম মুছলীম রাষ্ট্র রূপে পাকিস্তান জন্মলাভ করিয়াছে এবং কোরআন ও হাদিছকে জীবনপদ্ধতির পরিচালক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুছলীম রাষ্ট্রগুলিকে ঐক্যসূত্রে বাঁধিবার জন্য যে চেষ্টা চলিতেছে স্বাভাবিক ভাবেই পাকিস্তানের উপর তাহাদের সুসংবদ্ধ করার নৈতিক দায়িত্ব বর্ত্তাইয়াছে। এখন কি ভাবে পাকিস্তান এই মহান দায়িত্ব প্রতিপালন করে তাহা দেখিবার জন্য বিশ্ব-মুছলীম সমুৎসুক নেত্রে তাকাইয়া আছে। পাকিস্তানের সম্মুখে এখন ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষা, স্কন্ধে সুমহান দায়িত্ব। এক দিকে উহাকে ঘরের গুপ্ত শত্রু ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্র জালকে ছিন্ন করিতে হইবে, দেশের কমিউনিষ্ট ও তদভাবাপন্ন আন্দোলনকে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে এবং বাহিরের কমিউনিষ্ট শক্তির দুর্ব্বার গতিকে প্রতিহত ও স্তব্ধ করিয়া দিতে হইবে, অন্য দিকে ইছলামের সুমহান আদর্শকে বিশ্বের সম্মুখে উঁচু করিয়া ধরিতে হইবে, সমস্ত গায়র-ইসলামী দোষক্রটী—সংশোধন পূর্ব্বক নিজেদের জীবনে উহা প্রতিফলিত করিয়া বিশ্বমানবকে অবিকৃত ইছলামের সুস্নিগ্ধ ছায়াতলে আহ্বান করিতে হইবে এবং বিশ্ব মুছলীম ঐক্য প্রতিষ্ঠায় প্রাণপাত করিতে হইবে।

আমরা এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও মহান দায়িত্ব পালনের জন্য কিরূপ প্রস্তুত হইয়াছি তাহা পরীক্ষা ও বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। গৃহ-শত্রু দমন ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য পাকিস্তান সরকার অনেকটা সচেতন আছেন ও সাধ্যমত প্রস্তুত হইতেছেন একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কিন্তু কমিউনিজ্‌মের দুর্ব্বার গতি শুধু এই ভাবে রোধ করা যাইবে না। পচা ডোবা ও নালায় বা ক্লেদাক্ত গর্ত্তে যেমন মশা ও অন্যান্য পোকা মাকড় জন্ম গ্রহণ ও বর্দ্ধিত হওয়ার সুযোগ প্রাপ্ত হয়, কমিউনিজ্‌ম তেমনি অসাম্য ও ভেদ-নীতি সমর্থিত সমাজে সহজেই জন্মলাভ ও দ্রুত পরিপুষ্ট হইতে থাকে। সুতরাং কমিউনিজ্‌ম-রোগের সর্ব্বোত্তম উপায় ইছলামের নির্দ্দেশিত পথে সামাজিক শ্রেণীভেদ ও অর্থনৈতিক অসাম্যের মূল শিকড়সমূহ উপড়াইয়া ফেলিয়া মহত্তম সমাজ ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্ত্তন করা। আর দুনিয়ার সম্মুখে ইছলামের মহিমাময় আদর্শকে উঁচু করিয়া ধরিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম আমাদের মজ্জার সহিত সংমিশ্রিত মানসিক দৈন্যভাবকে (Inferiority Complex) ঝাড়িয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া বাহ্যাড়ম্বর ও মৌখিক আস্ফালন পরিত্যাগ করিয়া সেই আদর্শকে আগে নিজেদের জীবনে রূপায়িত করিয়া দেখাইতে হইবে।

এখন কেহ যদি প্রশ্ন করিয়া বসেন, উপরে যাহা বলা হইল তাহা অতি উত্তম কথা, কিন্তু পাকিস্তান অর্জ্জনের পূর্ব্বে এবং উহা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় ৩ বৎসরের মধ্যে আমাদের ঈমান ইছলামী আকিদায় কতদূর সংশোধিত এবং আমাদের কার্য্যকলাপ পাকিস্তানের বিঘোষিত আদর্শে কি পরিমাণ রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে?

ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া ধীর স্থির ভাবে দেখিয়া ও ভাবিয়া এ কথার উত্তরে যাহা বলিতে হইবে তাহাতে আমাদের হতাশায় মুহ্যমান এবং লজ্জায় সঙ্কুচিত হওয়া ছাড়া উপায় নাই।

আমরা আত্ম-পরীক্ষা ও আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হইলে সহজেই বুঝিতে পারিব যে,

দীর্ঘ দিন রাজনৈতিক পরাধীনতা ও তামাদ্দুনি

www.ahlehadeethbd.org

পরাভবের ফল হইতে উদ্ভূত আমাদের মানসিক দুর্ব্বলতা পাকিস্তান অর্জ্জনের পরও দূরিভূত হয় নাই। আমরা পূর্ব্বেও যেরূপ জীবনের প্রতিক্ষেত্রে, প্রতিটী সমস্যার সমাধানের জন্য পাশ্চাত্যের আলোক সন্ধানে ছুটিয়া বেড়াইতাম, আজও তেমনি পশ্চিমের রাজনীতিক, সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ-ব্যাকুল কান সর্ব্বদা খাড়া করিয়া রাখি।

পাশ্চাত্য জগৎ যে সব নীতি গ্রহণ ও পন্থা অবলম্বন করিয়া পারিবারিক শান্তি ব্যাহত ও সমাজ জীবন কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে এবং মানবজীবনকে ধ্বংস ও সর্ব্বনাশের অতল গহ্বরে ঠেলিয়া দিতেছে এবং আজ ইউরোপ-আমেরিকার চিন্তাশীল মনিষীবৃন্দ যাহার সর্ব্বনাশকর পরিণামের বিষয় সাবধানবাণী উচ্চারণ করিতে শুরু করিয়াছেন, আমরা সেই পরিত্যাজ্য নীতি ও প্রথা সমূহ আমাদের সমাজজীবনে চালু করার জন্য মাতামাতি শুরু করিয়াছি!

আমরা ইছলামের শিক্ষাকে খালেছ অন্তঃকরণে পুরাপুরি গ্রহণ না করিয়া খানিকটা ইছলামি আর খানিকটা পাশ্চাত্য মিলাইয়া এক জগাখিচুড়ির সৃষ্টি ও জোড়াতালি দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকি। দুই বিপরীত প্রকৃতির জিনিষকে একত্রে মিলাইবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় অকৃতকার্য্য—হইয়া অবশেষে আমরা শাশ্বত ইছলামের চিরসজীব রূপ এবং সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বভৌমিক গুণ সম্বন্ধেই সন্দীহান হইয়া পড়ি!

আজও আমাদের নেতা, চিন্তানায়ক সাহিত্যিক, সরকারী কর্ম্মচারী, উকিল, মোখ্‌তার, শিক্ষক, চিকিৎসক প্রভৃতি দেশের Intelligentzia রূপে যাঁহারা পরিচিত, সাধারণ ভাবে তাঁহাদের চিন্তাধারা ও কার্য্যাবলী ইছলামী আকিদা ও নীতি অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। তাঁহারা অধিকাংশই এখনও শুভ্র মন ও অকপট হৃদয়ে ইছলামকে জানিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই এবং উহার বিধিবিধান ও আনুষ্ঠানিকক্রিয়াদি নিয়মিত ভাবে প্রতিপালনের কার্য্যকে গুরুত্ব প্রদান করিতে পারেন নাই—অথচ অন্য দিকে পাশ্চাত্যের প্রতি তাঁহাদের মায়াবন্ধন এখনও ছিন্ন হয় নাই। সেক্সপিয়র ও বার্ণার্ড শ, রবীন্দ্রনাথ ও রমাঁরোলা, গর্কি ও টুর্গোনিভ, রুশো ও গ্যারিবল্ডি, ডারুউইন ও আইনস্টাইন, মার্কস এবং এঙ্গেল্‌স প্রভৃতি মহারথিদের প্রতি তাঁহাদের আগ্রহের অন্ত নাই!

আজও আমাদের অধিকাংশ পরিচালক ও নেতৃবৃন্দ নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও গোষ্ঠিগত স্বার্থ ও সুখ সুবিধার উর্দ্ধে উঠিয়া কওম ও ধর্ম্মের বৃহত্তর স্বার্থকে বলবৎ করার অভ্যাস গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই!

এখনও আমরা ইছলামের পঞ্চস্তম্ভকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের ধর্ম্মগৃহের মজবুত বুনিয়াদ রচনায় অগ্রসর হই নাই!

এখনও আমাদের সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ এবং ব্যক্তিগত অভ্যাসাদিতে বাবু, বিলাসী ও কেতাদোরস্ত রূপে পরিচিত হওয়ার লোভ সংবরণ করিয়া কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ, সংযমশীল ও মিতব্যয়ী হওয়ার চেষ্টা করিতেছেন না। শারীরিক ভোগ বিলাসের ইচ্ছাকে অবদমিত ও আরাম আয়াসের আয়োজনকে হ্রাস করিয়া শরীরকে পুষ্ট, মনকে সবল ও সহনশীল এবং আত্মাকে দৃঢ় রূপে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেছেন না!

আমাদের অবসর-বিনোদনের উপকরণগুলি শারীরিক ও মানসিক উন্নতির কথা আদৌ চিন্তা না করিয়া শুধু আনন্দ বর্দ্ধন ও সময়াতিবাহনের দিকে লক্ষ রাখিয়াই নির্ব্বাচন করিয়া থাকি। নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটিলেও সেদিকে আমাদের ভ্রুক্ষেপ নাই!

আমাদের সমাজজীবনে যে ভেদবুদ্ধি আসন গাড়িয়া বসিয়াছে এবং আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যবধানের যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা নির্ম্মম আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ ও ধূলিসাৎ করার কাজে আমরা আগাইয়া আসিতেছি না!

www.ahlehadeethbd.org

পাক্ ভূমির আনাচে কানাচে ঘুষ রেশওয়াতের অবাধ প্রচলন এবং উহার আকাশে বাতাসে অনাচার ও ব্যভিচারের কলুষিত দুর্গন্ধে যে বিষাক্ত আবহাওয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহা বজ্রকঠোর হস্তে দমন পূর্ব্বক নির্ম্মল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য হুকুমত এখনও সামগ্রিক প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হন নাই!

শের্কের যে মারাত্মক কীট ও বেদ্আতের সর্ব্ববিস্তারী ঘুণ আমাদের ঈমানকে আন্তঃসারশূন্য—ও সমাজ-দেহকে জর্জরিত করিয়া ফেলিতেছে সে দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেছি না!

সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আমাদের সাহিত্য ও সামায়িক পত্রসমূহ, সিনেমা ও নাট্য মঞ্চগুলি, সরকারী রেডিও, প্রচার ও শিক্ষা বিভাগ ইছলামী তা'লিম, তাহ্জিব ও তামাদ্দুন প্রচার পূর্ব্বক জনগণের মানসিক খেয়ালাতের পরিবর্ত্তন আনয়নের ও বিপ্লব সৃষ্টির জন্য উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করিতেছেন না!

উপরে উল্লিখিত এবং অনুল্লিখিত গলদরাশি আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবন হইতে দূর করিবার জন্য ভিতর হইতে অনুপ্রেরণা বোধ না করিলে আমরা সবল ও সুস্থ সমাজ গঠন করিব কী করিয়া? আসন্ন বিপদকে প্রতিরোধ করিব কী দিয়া? আর অপরকে ইছলামের সুষ্ঠু আদর্শের প্রতি—আহ্বান করিব কোন্ মুখে? অন্তরে শুধু ভাবাবেগের বান ডাকাইয়া আর মুখে বক্তৃতার খৈ ফুটাইয়াই কি আমরা সম্মুখের ভয়াবহ অগ্নিপরীক্ষায় সফল ও গৌরবময় ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে পারিব?

আজ আমাদের স্বাধীনতা অর্জ্জন ও জাতীয় নব-জাগরণের সুপ্রভাতে দুই বিপরীতমুখী ভ্রান্ত ও অভিশপ্ত আদর্শবাদের দ্বন্দ্ব-সন্ধিক্ষণে যে মহা—সুযোগ সমুপস্থিত হইয়াছে তাহা হেলায় হারাইলে চলিবে না। যে জাতীয় চেতনা আমাদিগকে পাকিস্তান অর্জ্জনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, সেই চেতনশীল মননশীলতাকে মহত্তম আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া বিকাশ সাধনের পথে আগাইয়া আনিতে হইবে।

কমিউনিজ্মের সূতিকাগার-সমাজ জীবনের—ভেদবৈষম্য ও অসাম্যের ভিত্ভূমিতে এবং অত্যাচারের উৎস-মূলে ও পাপাচারের মর্ম্ম-কেন্দ্রে নির্ম্মম ও চরম আঘাত হানিতে হইবে।

এ জন্য পর্ পদলেহনকারী ও অপরের তল্পিবাহী রূপে নহে, কাহারও অন্ধ-মোকাল্লেদ ও উচ্ছিষ্ট-ভোজীরূপে নহে, স্বাধীন মুছলীম উম্মৎরূপে পাশ্চাত্যের মায়া বন্ধন ছিঁড়িয়া, ফিরিঙ্গিয়ানার দুষ্ট প্রভাব মুছিয়া স্বকীয় সত্তা ও আপন জীবন পদ্ধতি লইয়া সগৌরবে দাঁড়াইবার সাহস অর্জ্জন করিতে হইবে।

আমাদের শাসক গোষ্ঠিকে সদা কর্ত্তব্য-সজাগ থাকিতে হইবে ও একনিষ্ঠ মুছলীম রূপে জীবন ধারণ করিতে হইবে এবং জনগনকে তাঁহাদের আদর্শ চরিত্রের প্রভাবে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। জনগণকেও সদা সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া শাসকবৃন্দের ভুল ভ্রান্তি ধরিয়া দিতে হইবে।

জনগণের এই জাগ্রত মনোভাব এবং কর্ম্মনিরত খেদমৎগারদের সনিষ্ঠ কার্য্যকলাপ রাষ্ট্রকে অবশ্যই সমৃদ্ধ করিতে ও বিপদমুক্ত করিতে—পারিবে। আর আমরা পৃথিবীর ইতিহাসের এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে, ভাঙ্গা গড়ার এই যুগ সন্ধিক্ষণে ভ্রান্ত মতবাদের ধ্বংসস্তূপের উপর ইলাহী বিধানের সৌধকিরীটিনী প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব এবং আমাদের জন্য আল্লাহর كنتم خيرامة اخرجت للناس শাশ্বতবাণী "সমগ্র تامرون بالمعروف و মানব মণ্ডলীকে কল্যা- تنهون عن المنكر — ণের আদেশ প্রদান ও অকল্যাণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠ উম্মত রূপে নির্ব্বাচিত (বহির্গত) করা হইয়াছে।" সার্থক হইয়া দেখা দিবে।

আমরা এই ভাবেই, এই পথেই আমাদের উপর আল্লাহর ন্যস্ত, গচ্ছিত আমানতকে রক্ষা করিতে এবং তাঁহার ঘোষণাবাণীর মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত—করিতে পারিব।

কিন্তু যদি আমাদের কথায় ও কাজে, ঘোষণা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ও আচরণে, কল্পনা ও বাস্তবে পার্থক্য থাকিয়াই যায়; আমরা যদি ইছলাম ও পাশ্চাত্য আদর্শের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের প্রয়াস পাইতে থাকি;—— মুনাফেকীর আশ্রয় গ্রহণ ও ভণ্ডামির প্রশ্রয় দান যদি আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয় তাহা হইলে দ্বিধাহীন কণ্ঠেই বলা যাইতে পারে শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক যে কোন দাজ্জালী শক্তির হাতে সম্মুখ যুদ্ধে অথবা ভিতর হইতে তিলে তিলে বর্দ্ধমান ধ্বংসকে আমাদের অনিবার্য্য রূপে বরণ করিয়া লইতেই হইবে।

আমরা কোন পথ বাছিয়া লইব ? প্রতিষ্ঠার না ধ্বংসের ?

হজ্রত এমাম মালেক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মুন্তাছির আহ্‌মদ রহ্‌মানী।

শিষ্য মণ্ডলী—

এমাম মালেকের শিষ্যমণ্ডলীর তালিকা সুদীর্ঘ। ঐতিহাসিক ও মোহাদ্দেছগণ তাঁহাদের সংখ্যা তের শতেরও অধিক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে মাত্র কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা হইল :—

এমাম জোহ্‌রী, এমাম জা'ফর ছাদেক, ইয়াহ্‌য়া বিনে ছাঈদ আনছারী। এমাম ছাহেব নিজেও ইঁহাদের নিকট হাদিছ ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। এমাম আবুহানিফা, এমাম শাফেয়ী এমাম ছুফ্‌ইয়ান ছওরী, এমাম আওযায়ী, এমাম মোহাম্মদ, এমাম আবু ইউছফ। আল্লামা ছৈয়ুতী তজঈনুলমমালিক গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

قال الحنفية اجل من روى عن مالك ابوحنيفة رح -

(تزئين المالك سوانح امام مالك)

এমাম মালেক হইতে বর্ণনাকারীগণের মধ্যে এমাম আবুহানিফাই সর্ব্বাপেক্ষা মর্য্যাদাশীল। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে ছাঈদ কাত্তান, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে বুকের, জয়দ ইব্‌নে আছলাম, খালেদ—ইমামে খুরাছান, ছোলায়মান আমশ, আবদুল্লাহ ইব্‌নে মছলমা কায়নবী, ইব্‌নে লেহ্‌ইয়া, আবদুররজ্জাক ইব্‌নে হুমাম, শয়খুল ইছলাম আবদুল্লাহ ইব্‌নে মোবারক, কুতায়বা ইব্‌নে ছাঈদ, ছুলায়মান ইব্‌নে দাউদ, ত্বায়ালিছী ও ইমাম ইব্‌নে কাছেম প্রভৃতি সকলেই বিখ্যাত মোহাদ্দেছ ও ফকীহ্ ছিলেন। বনু উমাইয়া রাজবংশের সমসাময়িক খলিফাগণও এমাম ছাহেবের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

এমাম ছাহেব হাদিছে-রছুলের ন্যায় মদিনাতুন্নবীর প্রতিও অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করিতেন। মদিনার ভিতরে কখনও তিনি কোন বাহনে বা উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ করেন নাই। কেহ আরোহণ করিতে বলিলে তিনি বলিতেন, যে পবিত্র ভূমিতে হজ্‌রতের পবিত্র দেহ সমাধিস্থ রহিয়াছে সেখানে কখনও ছওয়ারীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিব না। তিনি হজ্জ ব্যতীত অন্য কোন কারণে মদিনা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন নাই। আব্বাছী খলিফা—হারুনুররশিদ তিন হাজার দীনার পাঠাইয়া মদিনা ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট যাইতে অনুরোধ জানাইলে এমাম সাহেব উত্তরে জানান "মদিনা ত্যাগ করিয়া পার্থিব সুবিধা গ্রহণে আমি অসম্মত।"

খলিফা মাহ্‌দীও এরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু এমাম ছাহেব বলিলেন,

المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون (حديث)

www.ahlehadeethbd.org

যদি তাঁহারা বুঝিতেন তাহা হইলে মদীনাকে তাঁহাদের বাসস্থানের পক্ষে উত্তম স্থান মনে করিতেন।

এমাম সাহেবের সত্যপ্রচার ও শাসকগণের অত্যাচার।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এমাম মালেক অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াই মদিনায় অধ্যাপনার কাজে লিপ্ত হন। অতঃপর তৎকালীন বিখ্যাত আলেম-বৃন্দের অভিমতানুসারে এমাম মালেক শাসন কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক ফতওয়ার কাজে নিযুক্ত হন।

ফত্ওয়ার কার্য্যভার গ্রহণকরার পর এমাম মালেক যথাযথভাবে ন্যায় পথ অবলম্বন করিয়া মুফতির কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। রাজার হুমকি বা শাসকের অত্যাচার তাঁহাকে কিছুতেই সত্য পথ হইতে বিন্দু মাত্রও বিচ্যুত করিতে পারে নাই। এ সম্পর্কে নিম্নে আমরা মাত্র একটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি :— প্রথমেই বলিয়া রাখা দরকার যে রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : বলপূর্ব্বক তালাক গ্রহণ করিলে উহা প্রযুক্ত হইবে না (মোয়াত্তা)। এমাম মালেক উক্ত হাদিছানুযায়ী ফত্ওয়া প্রদান করিতেন। কিন্তু যেহেতু উক্ত ফত্ওয়া তৎকালীন হকুমতের পোষিত মতের বিরুদ্ধ ছিল কাজেই মদিনার গবর্ণর জাফরইব্নে ছোলায়মান এমাম মালেক ছাহেবের উক্তরূপ ফৎওয়া প্রদানের সংবাদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই নোটীশ জারী করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত থাকার নির্দ্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু সত্যাশ্রয়ী ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এমাম মালেক তাঁহার নির্দ্দেশের কোন পরওয়া না করিয়া অবিরাম উক্ত ফৎওয়া প্রচার করিতে থাকিলেন। গবর্ণর জন নিরাপত্তার ওজুহাতে এমাম ছাহেবকে গ্রেফ্তার করিতে নির্দ্দেশ দেন এবং পরে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ড স্বরূপ বেত্রাঘাত করিতে আদেশ জারী করেন। আদেশ প্রতিপালনে বিলম্ব ঘটিলনা। এমাম ছাহেবকে ১৭টি বেত্রাঘাত করা হইল, শরীর রক্তাক্ত হইয়া গেল। অত্যাচারী শাসক ইহাতেই ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে এমাম ছাহেবকে উষ্ট্রের উপর আরোহণ করাইয়া মদিনার গলিতে গলিতে ঘুরাইয়া লাঞ্ছিত ও অবমানিত করা হইল। কিন্তু তবুও তিনি সত্য প্রচারে নিবৃত্ত হইলেন না। এমাম ছাহেবের উপর জালেমের বেদরদ নিপীড়ন চলিতেছে আর তিনি নির্ভীক চিত্তে ঘোষণা করিতেছেন :—

"যে আমাকে চিনিয়াছে, সে তো চিনিয়াছেই কিন্তু যে আমাকে চিনে নাই তাহাকে জানাইতেছি যে আমি মালেক ইব্নে আনছ এবং আমি ঘোষণা করিতেছি যে বলপূর্ব্বক গৃহীত তালাক— অসিদ্ধ! ইছলামের ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত— অভিনব নহে. ইহার পূর্ব্বে ছাঈদ ইবনে মোছাইয়েবের প্রতিও এইরূপ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং যুগে যুগে সত্য প্রচারকগণের সঙ্গে অনাচারী জালেম শাসকগণের ব্যবহার এইরূপই চলিয়া আসিতেছে।

এমাম মালেকের রচিত গ্রন্থাবলী—

এমাম ছাহেব অধ্যাপনা ও মৌখিক প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে লেখনীর সাহাযেও ইছলামের বহু খেদমত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনেক গ্রন্থ আজও দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি :—

১। হাদিছ শাস্ত্রে মোওয়াত্তা শরীফ। এই হাদিছগ্রন্থের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

২। তফছিরে গরাইবল কোরআন : ইহাতে কোরআনের দুর্বোধ্য শব্দগুলির অর্থ ও তাৎপর্য্য বর্ণিত হইয়াছে।

৩। তফ্ছিরুল কোরআন : এই গ্রন্থে হাদিছ দ্বারা কোরআনের তফছির করা হইয়াছে।

৪। আহকামুল কোরআন : এমাম ছাহেবের শিষ্য আবু মোহাম্মদ ইবনে তালেব এই পুস্তক খানা সঙ্কলিত করিয়াছেন।

৫। আলমুদাউওয়ানাতুল কোব্রা : তাঁহার শিষ্য আবদুর রহমান বিনে কাছেম উক্ত সুদীর্ঘ গ্রন্থ সঙ্কলিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। কয়েক খণ্ডে উহা প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে এমাম

www.ahlehadeethbd.org

ছাহেবের মছলাগুলি একত্রিত করা হইয়াছে।

৬। রেছালাতুল্ মালেক ইলার রশিদ :— সম্রাট হারুণ রশিদের নিকট এমাম ছাহেবের পত্র। ইহাতে অনেক বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

৭। কিতাবুল মনাছেক : হজ্জ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা।

৮। কিতাবুল মাছায়েল।

৯। কিতাবুল আকজিয়াহ : ইহাতে বিচার প্রণালীর অনেক তথ্য বর্ণিত হইয়াছে।

১০। রেছালাতুল মালেক ইলা এব্‌নে মুতারেফ : এমাম ছাহেবের শিষ্য মোহাম্মদ বিনে মুতার্‌রফের নিকট একটি পত্র : উহাতে ফৎওয়া ও তৎসম্পর্কীয় বহু আলোচনা স্থান পাইয়াছে।

এমাম মালেক কেবল প্রকাশ্য কোরআন ও হাদিছের অনুসরণ করিতেন এবং অন্য কাহারো উক্তি বিনা বিচারে গ্রহণ করাকে নিরাপদ মনে করিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন :—

ما من احد الا وهو ماخوذ من كلامه ومردود عليه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم –
(حجة الله البالغه)

রছুল (দঃ) ব্যতীত কাহারও মত বিচারের মানদণ্ডে ওজন না করিয়া গৃহীত হইতেই পারে না। কোরআন ও হাদিছের প্রতিকূল হইলে তাহা উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হইবে।

—মৃত্যু—

ছাইয়েদনা এমাম মালেক (রঃ) শেষ জীবন পর্য্যন্ত মদিনায় ছিলেন; অন্যত্র কোথাও গমন করেন নাই। কোরআন ও হাদিছের সেবাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য। ৮৬ বৎসর বয়সে ১৭৯ হিজরীতে মদিনাতুর-রছুলেই তাঁহার কর্ম্ম জীবনের অবসান ঘটে এবং সেখানেই তাঁহার শবদেহ সসম্মানে—সমাধিস্থ হয়।

رضى الله عنه –

فخر الأئمة مالك : نعم الامام السالك
مولده نجم هدى : و وفاته فاز مالك

রছুলুল্লাহর (দঃ) কর্ত্তৃক নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রতি ঈমান

আল্‌-মোহাম্মদী।

در دل مسلم مقام مصطفى است
آبروئے ما زنام مصطفى است !

আমরা প্রমাণিত করিয়াছি যে, আল্লাহর রছুল ছৈয়েদুল-মুর্ছালিন মোহাম্মদ মোছ্‌তফা আলায়হিছ্‌ছালাতো ওয়াত্‌তছলিমকে বিশ্বাস না করা পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি মুছ্‌লিম পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না এবং যাহারা তাঁহার নবুওৎ ও রিছালতের প্রতি ঈমান স্থাপন করে নাই, তাহারা কাফের ও বিধর্ম্মী। রছুলুল্লাহ (দঃ) কে বিশ্বাস করার যে তাৎপর্য্য তাহার বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে ইহাও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, নুহ, ইব্‌রাহিম, মুছা ও—ঈছা আলায়হিমুছ্‌ছালামের মত রছুলুল্লাহ (দঃ) কে শুধু একজন রছুল বলিয়া সাধারণ ভাবে স্বীকার করিয়া লইলেই তাঁহার নবুওৎ মান্যকরা হইলনা, তাঁহার রিছালতের যে বিশিষ্ট রূপ আছে, তদনুসারে তাঁহার প্রতি ঈমান স্থাপন করাই হইতেছে 'মোহাম্মদরছুলুল্লাহ' মন্ত্রের স্বীকারোক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য। রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা প্রমাণিত করিয়াছি যে, তাঁহার রিছালৎ কোন ভৌগলিক, রাষ্ট্রীয় বা বর্ণ,

www.ahlehadeethbd.org

ভাষা ও গোত্রগত সাম্প্রদায়িকতার সীমানায় আবদ্ধ নয়, তাঁহার পয়গম্বরী সার্ব্বভৌমিক এবং সর্ব্বমানবীয়। তাঁহার রিছালতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার শপথ গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত ভূমণ্ডলের কোন অধিবাসী, কোন রাষ্ট্রের নাগরিক এবং গোত্র ও সমাজ 'মিল্লতে মুছ্লিমা' অর্থাৎ মুছ্লিম জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হইবে না। যে যত বড় বিশ্ব-প্রেমিক, বিশ্ব-কবি, সাহিত্যরথী, মহাদার্শনিক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী কূটনীতিবিশারদ এবং শক্তিমান রাষ্ট্রাধিপ হউক না কেন, মোহাম্মদ রছুলুল্লাহ (দঃ) কে যে ব্যক্তি স্বীয় রছুল রূপে বরণ করিয়া লয় নাই, সে কাফের ও বিধর্ম্মী, ইছলামের সহিত কোন দিক দিয়াই তাহার কিছু মাত্র সম্পর্ক নাই।

'محمد عربی کابروئے ہردو سرا است'
کسیکہ خاک درش نیست خاک برسراو !

কিন্তু রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতের বিশ্বজনীন রূপের স্বীকৃতিও তাঁহার রিছালতের প্রতি যথার্থভাবে ঈমান স্থাপন করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। রছুলুল্লাহর (দঃ) পয়গম্বরীর অন্যতম প্রধান অসাধারণত্ব এই যে, তাঁহার আগমন দ্বারা 'নবুওৎ' এবং 'ওয়াহি'র চরমত্ব সংঘটিত হইয়াছে, অর্থাৎ মোহাম্মদ মুছ্তফার (দঃ) আবির্ভাবের পর তদীয় সহকর্ম্মীরূপে এবং তাঁহার বিয়োগের পর তাঁহার প্রতিচ্ছায়া রূপে বা স্বাধীনভাবে কোন নূতন নবীর আগমন-সম্ভাবনাকে—ইছ্লাম অস্বীকার করিয়াছে। তাঁহার (দঃ) আগমনের পর অন্যকোন নবী বা ঐশীবাণীর ধারকের আবির্ভাবকে যাহারা স বনীয় অথবা সম্ভাবিত মনে করে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতের প্রতি বিশ্বাসী নহে। রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওৎকে যাহারা আরবের জন্য সীমাবদ্ধ মনে করে, তাহারা যেরূপ অবিশ্বাসী ও কাফের, তাঁহার আগমনের পর 'নবুওৎ' ও 'ওয়াহি'র যেকোন নূতন দাবীদার এবং তাহার অনুসারীগণও সেইরূপ—বিধর্ম্মী ও কাফের। ঈমান ও ইছ্লামের দাবী তাহাদের কণ্ঠ হইতে যতই যোরে উচ্চারিত হউক এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় তাহারা যতই পঞ্চমুখ থাকুক, তাহাদের সমস্ত দাবী ও উচ্ছ্বাস অন্তঃসারশূন্য ও নিরর্থক, তাহারা কদাচ মিল্লতে-ইছ্লামিয়া বা মুছ্লিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত নহে।

ইছ্লাম একটী অখণ্ড ধর্ম্মীয়-সমাজের স্রষ্টা এবং উক্ত সমাজের সীমারেখা নির্দ্ধারিত ও নির্দ্দিষ্ট। যে সকল সমাজের ভিত্তি ভৌগলিক সীমা, ভাষা এবং বংশ ও গোত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত না—হইয়া আদর্শবাদের (Ideology) বুনিয়াদের উপর কায়েম হইয়াছে, তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট না হইয়া পারেনা, বিশেষতঃ যে আদর্শবাদ কেবলমাত্র দার্শনিক (Philosophical) নয়, আছ্মানি ধর্ম্ম ব্যবস্থানুযায়ী যে সমাজের জীবনাদর্শ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, শুধু কল্পনা-বিলাস ও প্রবণতাকে সম্বল করিয়া তাহা টিকিয়া থাকিতে পারেনা। আল্লাহর একত্বের প্রতি ঈমান, নবীগণের প্রতি ঈমান এবং শেষ নবীরূপে রছুলুল্লাহর (দঃ) আগমনের প্রতি ঈমান, এই ত্রিবিধ বিশ্বাসের উপর ইছলামি সমাজের সৌধ বিরচিত হইয়াছে এবং শেষোক্ত অর্থাৎ চরমত্বের মতবাদ মুছ্লিম ও অমুছ্লিমের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার সীমাচিহ্ন রূপে গণ্য হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শিখ ও ব্রাহ্ম উভয় সমাজই আল্লাহর অস্তিত্বে আস্থাবান এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) কে আল্লাহর প্রেরিত বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন। গুরু নানক মক্কা ও মদিনায় তীর্থযাত্রা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন এবং স্বীয় ব্যবহার্য্য অঙ্গাবরণীতে 'কলেমায় তৈয়েবা' অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। সিরিয়ার অন্তর্গত সেদার (Saida) অধিবাসী বিশপ পোলস এবং ইহুদীদের Jesuit সমাজের প্রতিষ্ঠাতা আবু ঈছা ইছ্ফেহানী রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওৎ কে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত স্বীকারোক্তির জন্য ব্রাহ্ম, শিখ, যিস্যুইট বা পোলসের অনুসরণকারীদিগকে 'মুছলিম সমাজে'র অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করা চলিবে না, কারণ তাঁহারা সকলেই নবুওতের নিরবচ্ছিন্নতার প্রতি আস্থাবান, তাঁহাদের কেহই রছুলুল্লাহ (দঃ) কে শেষনবী রূপে গ্রহণ করেন নাই।

www.ahlehadeethbd.org

যে সকল দল মিল্লতে ইছলামিয়ার অন্তর্গত, তাঁহাদের মধ্যে কেহই উল্লিখিত সীমাচিহ্ন উল্লঙ্ঘন করিতে সাহসী হন নাই। ঈরানের বাহায়ীরা নবুওতের 'চরমত্ব প্রাপ্তি'কে স্বীকার করেন নাই বটে কিন্তু 'মিল্লতে ইছলামে'র অন্তর্ভুক্ত থাকার দাবীও তাঁহারা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মুছলিমজাতির সর্ব্বসম্মত বিশ্বাস যে, ইছলাম আল্লাহর তরফ হইতে 'মানব ধর্ম্ম' রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু ইছলাম যে মিল্লৎ (Society) গঠন করিয়াছে, তাহা রছুলুল্লাহর (দঃ) অনুগ্রহ ও ব্যক্তিত্বের জন্যই সম্ভবপর হইয়াছে এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) কে চরম ও শেষ নবী রূপে গ্রহণ করার নীতিই হইতেছে——মুছলিম জাতীয়তার বিজয় বৈজয়ন্তী। সুতরাং চরমত্ব প্রাপ্তির আদর্শ যাহারা বরণ করে নাই, মুছলিম কওমিয়ৎ ও ইছলামি অখণ্ডতের পতাকামূলে সমবেত হইবারও তাহাদের অধিকার নাই। তাহাদিগকে ব্রাহ্ম, শিখ ও বাহায়ীদের মত আপনাপন স্বতন্ত্র নিশান উড়াইতে হইবে, কারণ তাহারা মুছলিম ভ্রাতৃত্বসঙ্ঘের সদস্য নয়।

(চরমত্ব প্রাপ্তির মনস্তাত্ত্বিক কারণ)

ইছলাম জগতের অন্যতম যুক্তিবাদী পণ্ডিত আল্লামা হাফেয ইব্নুল কাইয়েম (——৭৫১) নবুওতের চরমত্ব প্রাপ্তির প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন :—

وتامل حكمته تبارك وتعالى فى ارسال الرسل فى الامم واحدا بعد واحد كلما مات واحد خلفه آخر لحاجتها الى تتابع الرسل والانبياء لضعف عقولها وعدم اكتفائها بآثار شريعة الرسول السابق فلما انتهت النبوة الى سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله ونبيه ارسله الى اكمل الامم عقولا ومعارف واصحها اذهانا واغزرها علوما وبعثه باكمل شريعة ظهرت فى الارض منذ قامت الدنيا الى حين مبعثه فاغنى الله الامة بكمال رسولها وكمال شريعته وكمال عقولها وصحة اذهانها عن رسول يأتى بعده — اقام له من امته ورثة يحفظون شريعته و وكلهم بها حتى يردوها الى نظرائهم ويزرعوها فى قلوب اشباههم فلم يحتاجوا معه الى رسول آخر ولا نبى ولا محدث اى ملهم —

পূর্ব্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে পর পর রছুল প্রেরিত হওয়ার কারণ চিন্তা করিয়া দেখ। একজন রছুলের মৃত্যু ঘটিলে সঙ্গে সঙ্গে আর একজন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইতেন। তদানীন্তন জাতিসমূহের বুদ্ধিবৃত্তির অপরিপক্কতা এবং পূর্ব্ববর্তী রছুলের প্রবর্তিত বিধান সমূহের অপ্রচুরতা নিবন্ধন পর পর রছুলগণের আগমন অপরিহার্য্য ছিল। আমাদের নেতা আল্লাহর রছুল ও নবী মোহাম্মদ বিনে আবদুল্লাহ (দঃ) পর্য্যন্ত নবুওতের উক্ত পরম্পর্য্য যখন নিঃশেষিত হইল, আল্লাহ তাঁহাকে এমন এক যুগে প্রেরণ করিলেন, যে যুগের মানুষ জ্ঞানের পরিপক্কতা, বিচার বুদ্ধির বিচক্ষণতা, বুদ্ধি বৃত্তির সাম্য এবং বিদ্যার গভীরতায় পূর্ণতা অর্জ্জন করিয়াছিল। ফলে পৃথিবীর সৃষ্টি-দিবস হইতে তাঁহার যুগ পর্য্যন্ত যত গুলি শরিআৎ দুনিয়ার বক্ষে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধান সহ আল্লাহ তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন। আমাদের রছুলের (দঃ) সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্নতা, তদীয় শরিআতের সম্পূর্ণতা, তাঁহার উম্মতের পুষ্টি-জ্ঞান এবং বিচার বুদ্ধির সমতা নিবন্ধন তাঁহার পর মানব জাতির জন্য অন্য কোন নবীর প্রয়োজন রহিল না। তাঁহার উম্মতের মধ্য হইতেই তদীয় স্থলাভিষিক্তগণকে রছুলুল্লাহর (দঃ) শরিআতের রক্ষক রূপে আল্লাহ উত্থিত করিলেন এবং তাঁহাদের তুল্য ও সমশ্রেণীভুক্ত পরবর্ত্তী দলের হস্তে উহা সঠিক ভাবে পৌঁছাইবার এবং শরিআতের প্রকৃত তাৎপর্য্য তাঁহাদের মনে বদ্ধমূল করাইবার দায়িত্ব সমর্পণ করিলেন। অতএব রছুলুল্লাহর (দঃ) পর অন্য কোন রছুল, নবী, মুহাদ্দাছ ও মুলহিমের—অর্থাৎ

www.ahlehadeethbd.org

ঐশী ভাবের ধারকের আবশ্যকতা ও সার্থকতা রহিল না,—মিফ্‌তাহো দারিছ্‌ছা আদাহ। *

ইব্‌নুল কাইয়েমের উছ্‌তায যুগ প্রবর্ত্তক শাইখুল ইছ্‌লাম ইব্‌নে তায়মিয়া (——৭২৮) নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার যে উক্তি তদীয় শিষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার সারাংশ নিম্নে উল্লিখিত হইল। বুখারী, মুছ্‌লিম, তিরমিযি ও ইমাম আহ্‌মদ উমর ফারুক (রাযিঃ) সম্বন্ধে রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি ان كان فى الامم قبلكم محدثون فان يكن فى هذه الامة احد فعمر بن الخطاب - বর্ণনা করিয়াছেন যে, তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী উম্‌মৎ সমূহে মুহাদ্দাছের দল থাকিতেন, এই উম্‌মতে যদি কেহ মুহাদ্দাছ হন, তিনি খাত্তাবের পুত্র উমর। ইবনে-তায়মিয়া বলেন: আমাদের পূর্ব্ববর্তী উম্‌মৎগণের মধ্যে মুহাদ্দাছের বিদ্যমানতার সংবাদ রছুলুল্লাহ (দঃ) নিশ্চয়বাচক শব্দের সাহায্যে প্রদান করিয়াছেন অথচ এই উম্‌মতে তাঁহাদের অস্তিত্বের কথা অনিশ্চিত ভাষায় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) উম্‌মৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; পূর্ব্ববর্ত্তীগণের পক্ষে যাহা প্রয়োজনীয় ছিল, রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতের সম্পূর্ণতা নিবন্ধন তদীয় উম্‌মতের পক্ষে তাহা আদৌ আবশ্যক নয়। রছুলুল্লাহর (দঃ) মহাপ্রস্থানের পর তাঁহার উম্‌মতের জন্য কোন মুহাদ্দাছ, মুল্‌হিম, কশ্‌ফওয়ালা বা স্বপ্নাদিষ্টের প্রয়োজন অবশিষ্ট রাখা হয় নাই।

গোপনে যিনি ইঙ্গিত-লাভ করেন এবং উক্ত ইঙ্গিত সূত্রে যাহার কথিত মত ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে,—তিনি মুহাদ্দাছ। ছিদ্দিকের আসন মুহাদ্দাছ অপেক্ষা অধিকতর উন্নত ও পরিণত; রছুলের (দঃ) পূর্ণ সমর্থন ও যথার্থ অনুসরণের দরুণ তাঁহার পক্ষে ইঙ্গিত, ধারণা (ইল্‌হাম) ও প্রেরণার (কশ্‌ফ) কোনই প্রয়োজন থাকে না, কারণ তিনি রছুলের (দঃ) পদপল্লবে স্বীয় হৃদয় এবং আপন প্রকাশ্য ও গোপন ভাব ও আবেগ এমন কি তাঁহার সম্ভ্রম, মর্য্যাদা ও যথাসর্ব্বস্ব এরূপ রিক্ত হইয়া অর্পণ করিয়াছেন যে, স্বয়ং রছুল (দঃ) ছাড়া তাঁহার পক্ষে অন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই। মুহাদ্দাছ যে ইঙ্গিত লাভ করেন, তাহা তিনি রছুলের (দঃ) নির্দ্দেশ দ্বারা যাচাই করিয়া দেখেন, পরীক্ষার উল্লিখিত কষ্টিপাথরে তাঁহার ইঙ্গিতের সত্যতা যদি প্রমাণিত হয়, তবেই তিনি তাহা গ্রাহ্য করিয়ালন, নতুবা উহা প্রত্যাখ্যাত হয়। অতএব বুঝা গেল যে, 'ছিদ্দিকিয়তে'র স্থান 'তহ্‌দিছে'র অনেক উচ্চে!

অনেক কল্পনাবিলাসী ও মূর্খতার অনুসারীকে বলিতে শুনা যায় (حدثنى قلبى عن ربى) "আমার হৃদয় আমার প্রভুর প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছে।" আমি বলি, তাহার মন যে বর্ণনা করিয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু কাহার নিকট হইতে শুনিয়া? তাহার শয়তানের নিকট হইতে না তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে? সুতরাং যে উক্তি সে মুহ্‌নদ স্বরূপ বর্ণনা করিতে চাহিতেছে তাহার ছনদে যাহাকে উল্লেখ করিতেছে, তাঁহাকে সে চিনে না এবং তিনি উহা বলিয়াছেন কিনা তাহাও সে জানেনা, সুতরাং উল্লিখিত বর্ণনা (হাদিছ) একদম মিথ্যা! এই উম্‌মতের যিনি মুহাদ্দাছ ছিলেন, আজীবন তাঁহার মুখ দিয়া এরূপ উক্তি উচ্চারিত হয় নাই। তাঁহার সেক্রেটারী একদা লিখিয়াছেলেন: "আল্লাহ আমিরুল-মোমেনিন উমর বিনুল্‌ খাত্তাবকে ইহা বুঝাইয়াছেন।" তিনি বলিলেন: না, উহা মুছিয়া ফেল আর লেখ:— 'ইহা উমর বিনুল খাত্তাব মনে করেন, যদি এ কথা সঠিক হয়, তবে আল্লাহর পক্ষ হইতেই তিনি মনে করিয়াছেন আর যদি তাঁহার ধারণা ভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে উহা উমরের নিজস্ব কল্পনা,

هذا ما ارى الله امير المومنين عمر بن الخطاب، فقال: لا امحه واكتب: هذا ما رأى عمر بن الخطاب، فان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمن عمر والله ورسوله منه برئ -

* রাছায়েলে মুনায়রিয়া: (১) ১৭১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

আল্লাহ ও রছুলের সঙ্গে উহার সম্পর্ক নাই ।" কলা-লার (کلالة) ব্যাখ্যা করিয়া একদা বলিলেন :—

"আমি আমার ব্যক্তিগত বিবেচনা সূত্রে এ কথা বলিলাম, যদি সঠিক হয়, তবে—আল্লাহর তরফ হইতেই বলিয়াছি আর ভুল হইয়া থাকিলে আমার ত্রুটী আর শয়তানের প্ররোচনায় ভ্রান্তি ঘটিয়াছে।"

اقول فيها برائی فان یکن صوابا فمن الله وان یکن خطا فمنی ومن الشیطان -

শাইখুল ইছ্‌লাম বলেন :—

فهذا قول المحدث بشهادة الرسول ! وانت ترى الاتحادی والحلولی والاباحی الشطاح والسماعی مجاهر بالقحة والفرية ويقول : حدثنی قلبی عن ربی ! فانظر الى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين واعط كل ذی حق حقه ولا تجعل الزغل والخالص شيئا واحدا -

রছুলুল্লাহর (দঃ) সাক্ষ্য দ্বারা যিনি মুহাদ্দাছ প্রমাণিত হইয়াছেন, তাঁহার উক্তি তোমরা শ্রবণ করিলে, পক্ষান্তরে যত অদ্বৈতবাদী, অবতারত্বে বিশ্বাসী, ভোগবিলাসী, অত্যুক্তিকারী-দাম্ভিক, ভণ্ডতপস্বী—ও মিথ্যারচনাকারীর দল আছে, তাহাদের তুমি বলিতে শুনিবে : "আমার মন আমার কাছে আমার প্রভুর প্রমুখাৎ রেওয়াৎ করিয়াছে।" উভয় বক্তার ব্যক্তিত্ব, পদমর্য্যাদা, উক্তি ও অবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা অনুধাবন কর এবং প্রত্যেককে তাহার প্রাপ্য আসন দাও, কদাচ মেকী ও খাঁটীকে এক জিনিষ মনে করিও না। *

আমাদের যুগের শ্রেষ্ঠতম মনীষী শাইখ—মোহাম্মদ ইক্‌বাল এ সম্পর্কে বলেন :—

The idea of finality, therefore, should not be taken to suggest that the ultimate fate of life is complete displacement of emotion by reason. Such a thing is neither possible nor desirable. The intellectual value of the idea is that it tends to create an independent critical attitude towards mystic experience by generating the belief that all personal authority, claiming a supernatural origin, has come to end in the history of man. This kind of belief is a psychological force which inhibits the growth of such authority.

মানবজীবনের চরম বিকাশ স্বরূপ যুক্তিবাদকে অনুভূতি বা প্রেমের সম্পূর্ণভাবে স্থলাভিষিক্ত করা নবুওতের 'চরমত্ব প্রাপ্তির' তাৎপর্য্য নয়, ইহা যেরূপ অসম্ভব, তেমনি অবাঞ্ছিত। 'চরমত্বপ্রাপ্তি'র যুক্তিসিদ্ধ সার্থকতা এই যে, এই মতবাদের ফলে আধ্যাত্মিকতাকেও স্বাধীন বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে সমালোচনা করিয়া দেখার ক্ষমতা জন্মে। পৃথিবীর ইতিহাসে অতিপ্রাকৃতিক উৎস হইতে উদ্ভূত অতিমানুষিকতার পদ যাহারা অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের তালিকা অতিশয় দীর্ঘ, চরমত্বপ্রাপ্তি'র অভিমত দ্বারা উক্ত সুদীর্ঘ তালিকার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং অস্বাভাবিক প্রভুত্বের প্রভাব হইতে মানুষ মুক্তিলাভ করিতে পারে। এই মুক্তি একটী বিপুল মনস্তাত্ত্বিক শক্তি, যাহা নবুওতের নিরবচ্ছিন্নত্বকে নিরুদ্ধ করিয়াছে। §

The birth of Islam is the birth of inductive intellect, In Islam prophecy reaches its perfection in discovering the need of its own abolition, This involves the keen perception that life cannot for ever be kept in leading string. that inorder to achieve full self consciousness man must finally be thrown back on his own resources. The abolition of priesthood and hereditory kingship in Islam, the constant appeal to reason and experience in the Quran and the emphasis that it lays on Nature and History as sources of human knowledge, are all different aspects of the same idea of finality.

ইছ্‌লামের জন্মদ্বারা পরীক্ষাপ্রসূত অনুমান বা উপপাদনের বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উদ্ভব সূচিত হইয়াছে। নবুওতের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইছ্‌লাম স্বয়ং নবুওতের বিলোপ-সাধনের প্রয়োজনও অনুভব করিয়াছে। অনন্তকাল ধরিয়া মানব জীবনকে স্বাধীনচিন্তা ও মননশীলতা হইতে বঞ্চিত—করিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিচালনাধীনে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখা যে সম্ভবপর নয়, নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির সহিত

* মদারিজুছ ছালেকিন : (১) ২২ পৃঃ।

§ Reconstruction of Religious thought, P. P. 177.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সেই সূক্ষ্ম অনুভূতি বিজড়িত রহিয়াছে। আত্মানুভূতির বিকাশসাধন কল্পে পরিণামে মানুষকে তাহার আপন উপায়জ্ঞতার আশ্রয় অবলম্বন করিতে হইবেই। ইছ্‌লামে পুরোহিততন্ত্র ও বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং কোর্‌আন কর্ত্তৃক যুক্তি ও অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব প্রদান করার জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ এবং প্রকৃতি ও ইতিহাসকে মানবীয় জ্ঞানের উপাদান রূপে সদ্ব্যবহার করার নির্দ্দেশ প্রভৃতি নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির রূপায়ণ মাত্র। §

ফলকথা 'নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তি' মানুষের—মানসলোকে প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার নূতন নূতন পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছে। অপরিণত সমাজের অপরিপক্ক জ্ঞান দুনিয়ার পৃষ্ঠে যে তামাদ্দুন রচনা করিয়াছিল, তাহাতে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে ইলাহি-শক্তির আসন প্রদত্ত হইয়াছিল। 'কলেমায়—তৈয়েবা'র প্রথমার্দ্ধ "লা ইলাহা ইল্‌লাল্লাহ" মানুষের ভিতর পরীক্ষামূলক অনুসন্ধিৎসার ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ঐশ্বরিকতা (উলুহিয়ৎ) কে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধ "মোহাম্মদ রছুলুল্লাহ" দ্বারা নবুওতের চরমত্ব ঘটিবার ফলে আধ্যাত্মিকতার সমুদয় ভাব বোধাধিগম্য হইয়া পড়িয়াছে। আধ্যাত্মিকতার যে কোন রূপ,—যতই অসাধারণ ও অস্বাভাবিক হউক না কেন, তাহাকে রিছালতের দুর্ভেদ্য প্রাচীর দ্বারা আর দুর্ব্বোধ্য ও অনধিগম্য করিয়া রাখা চলিবেনা; প্রকৃতি বিজ্ঞানের অপরাপর বোধাধিগম্য বিষয়বস্তুর—ন্যায় আধ্যাত্মিকতার সমস্ত রূপ ও ভঙ্গিমা স্বাভাবিক ভাবে গৃহীত হইয়া সে গুলিকে পরীক্ষা (Experiment) ও পর্য্যবেক্ষণের (Research) দৃষ্টি লইয়া বিচার—করিয়া দেখা হইবে। নবুওতের চরমত্ব প্রাপ্তির পর আজ পৃথিবীতে এমন কোন বিষয় নাই, যাহা গবেষণা ও সমালোচনার (Criticism) আওতায়—পড়িতে পারেনা, কারণ উক্ত মতবাদের ফলে সংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের রাত্রির অবসান ঘটিয়া মুক্তি ও চেতনার প্রভাত উদিত হইয়াছে।

§ Reconstruction of thought, P. P. 176.

(চরমত্ব প্রাপ্তির সামাজিক মূল্য

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে নবুওতের চরমত্ব-প্রাপ্তির পরিকল্পনা বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অভিনব। ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার পুরোহিত-তন্ত্রী সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করিলে এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা যাইতে পারে। যবুতশ্‌তি, ইয়াহুদী, খৃষ্টান, কালেদীয়ান ও নক্ষত্রপূজারী সেবিয়ানগণ (Sabien) সকলেই পুরোহিত-তন্ত্রী সভ্যতার বাহক। তাঁহাদের ধর্ম্মীয় আদর্শে নবুওতের নিরবচ্ছিন্নতার মতবাদ অনিবার্য্যরূপে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া সর্ব্বদা প্রতীক্ষার একটি নির্দ্দিষ্টভাব তাহাদের মধ্যে জাগ্রত থাকিত এবং পুরোহিত-তন্ত্র-যুগীয় মানুষ উল্লিখিত প্রতীক্ষার মধ্যে অনুপম মনস্তাত্ত্বিক আনন্দ ও সান্ত্বনার রস উপভোগ করিত। আধুনিক যুগের মানুষ মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া পুরোহিত-তন্ত্র-যুগীয় মানুষ অপেক্ষা অনেকটা স্বাধীনচেতা। পুরোহিত-তন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ নিত্য নিত্য নূতন ও পুরাতন দলের মধ্যে জয় পরাজয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকিত, এক দল পরাভূত হইয়া হয়তো একেবারেই নিঃশেষিত হইত এবং ভিন্ন আর একটী দল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইত। সংঘর্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সমাজের মধ্যে পার্থক্য ও বিরোধের অন্ত থাকিত না এবং এই ভাবে সমাজের মধ্যে কত শ্রেণী ও দল যে গজাইয়া উঠিত এবং শ্রেণীস্বার্থের—সংগ্রাম কত ভাবে যে বাড়িয়া চলিত, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। ইছ্‌লাম সমগ্র মানব জাতিকে একই বিরাট সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইবার আহ্বান বহন করিয়া আনিয়াছে, সুতরাং সামাজিক সংহতির যাহা অন্তরায়, সেই রূপ ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনার সে অবসান ঘটাইয়াছে।

হুজ্জাতুল-ইছ্‌লাম শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহ্‌লভী নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির সামাজিক—সার্থকতা সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সারাংশ সংকলন করিয়া দিতেছি। তিনি বলেন: "ভূপৃষ্ঠে যত গুলি ধর্ম্মমত আছে, তাহাদের বিশ্লেষণ করিয়া দেখ, এমন একটী ধর্ম্মও তোমরা

www.ahlehadeethbd.org

দেখিতে পাইবে না। যাহার অনুসরণকারীদের মন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে ভরপূর নাই, সকলেই ধারণা করিয়া থাকে যে তাহাদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান গরিমা ও পবিত্রাচারে অতুলনীয়। পক্ষান্তরে প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব কতকগুলি রীতি ও বিধান রহিয়াছে, জনসাধারণ সেসব বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও তাঁহার অনুগত পূর্ব্ববর্ত্তী নেতৃবৃন্দের অনুসরণ করিয়া চলে এবং আপন ধর্ম্মের রীতি নীতি ও ব্যবস্থা তাহাদের কাছে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিবেচিত হয়। উল্লিখিত কারণ পরম্পরায় ধর্ম্মের ভিত্তি দৃঢ় হইয়া উঠে এবং ধর্ম্মাবলম্বীরা তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় দণ্ডায়মান হয় এবং উহার প্রতিষ্ঠাকল্পে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া ধন প্রাণ উৎসর্গ করে।"

"প্রত্যেক সমাজের ধর্ম্মমতের পার্থক্য, আচার ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতীর বৈষম্য এবং স্বস্ব রীতি ও মতের প্রতিষ্ঠাকল্পে যুদ্ধবিগ্রহের প্রবৃত্তি সমাজসমূহের মধ্যে গোঁড়ামি, হঠকারিতা ও অসামঞ্জস্যের ভাব বর্দ্ধিত করিতে থাকে এবং ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অনাচার, অবিচার ও অত্যাচার আত্মপ্রকাশ করে, অনধিকারী ও অযোগ্যের দল ধর্ম্মনেতা, সমাজপতি ও রাষ্ট্রাধিপের আসন অধিকার করিয়া বসে, ধর্ম্মবহির্ভূত ও ধর্ম্মবিগর্হিত ক্রিয়াকলাপ ও সংস্কার মূলধর্ম্মের সহিত সংমিশ্রিত (adulterated) হইয়া পড়ে পক্ষান্তরে নেতৃমণ্ডলী ধর্ম্মপ্রচারের মহান দায়িত্ব এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করেন এবং ধর্ম্মের গুরুত্বপূর্ণ ও অতি প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশগুলি অবহেলা করিয়া চলিতে অভ্যস্ত হন. এই ভাবে ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ ক্রমে ক্রমে ম্লান ও অস্পষ্ট হইতে থাকে। ধর্ম্মভাব হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রত্যেক সমাজ অপরের সহিত দ্বন্দ্বকোলাহল ও বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হয় এবং "পরধর্ম্ম ভয়াবহ" নীতি অনুসারে আপন বিকৃত ও ভেজাল ধর্ম্মমত ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্মগুলিকে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করার কার্য্য শুরু করিয়া দেয় এবং এক সমাজের সহিত অপরের সংগ্রাম বিঘোষিত হয়।

"দুনিয়ায় মানবসমাজের মধ্যে যখন এই ভাবে অশান্তি, বিদ্বেষ, অনাচার, অবিচার ও যুদ্ধ বিগ্রহের আগুন জলিয়া উঠে, তখন উক্ত অগ্নিকাণ্ডের নিরোধকল্পে একজন সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বমানবীয় রছুল বা নবীর প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয়। অত্যাচারী শাসনকর্ত্তাদের সহিত ন্যায়পরায়ণ খলিফা যে রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, উল্লিখিত রছুল ধরাধামে আগমন করিয়া মানুষের বিভিন্ন সমাজের সহিত সেইরূপ আচরণ করেন, বিচ্ছিন্ন ও কলহপরায়ণ সমাজসমূহকে এক অখণ্ড জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত করাই তাঁহার প্রধানতম কর্ত্তব্যে পরিণত হয়।" *

মানবীয় জ্ঞানের ক্রমবিকাশ এবং সমাজজীবনের বিবর্তনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নবীগণের নিরবচ্ছিন্ন আগমন আবশ্যক ছিল। জড় বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতির ফলে সমগ্র পৃথিবী যখন একটী মহানগরে আর নগরীগুলি বিশাল বিশ্ব নগরের প্রাসাদ মালায় পরিণত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার সূচনামুহূর্ত্তে গোত্রীয় ও ভৌগলিক ইছ্‌লাম ভাষা, রক্ত ও স্বার্থের সমুদয় কৃত্রিম ভেদরেখা উল্লঙ্ঘন করিয়া এক অখণ্ড,—— স্বপর্য্যাপ্ত ও স্বয়ংসিদ্ধ বিশ্বজনীন ধর্ম্মে পরিণতি লাভ করার প্রয়োজন অনুভব করে। পূর্ণমানবত্বের ব্যবহারোপযোগী সঠিক পরিমাপের মনোজ্ঞ পরিচ্ছদ হস্তে লইয়া যুগ যুগান্তর হইতে মহাকাল এক নিষ্কলুষ, পূর্ণাঙ্গ, পরিণত-বুদ্ধি আদর্শ মহানবীর—— আগমন প্রতীক্ষায় অধীর ও উদ্বেলিত চিত্তে দিনগণনা করিতেছিল, কালের প্রতীক্ষাকে সার্থক এবং মানবধর্ম্মের বিকাশপ্রাপ্তির আকুলতাকে ধন্য করিয়া থাতিমুল মুর্ছালিন মোহাম্মদ মুছ্‌তফা আলায়হিছ্‌ ছালাতো ওয়াত্‌তছ্‌লিম গতানুগতিকতা (dogmatism) ও বৈজ্ঞানিকতার (Rationalism) যুগ-সন্ধিক্ষণে বিশ্বচরাচরের পুরোভাগে পৃথিবীর নাভিকুণ্ডে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

منزه عن شريك فى محاسنه
فجوهر الحسن فيه غير منقسم !

আঞ্চলিক ও গোত্রীয় ধর্ম্মসমূহের আদি ও অবিকৃত রূপগুলি রছুলুল্লাহর (দঃ) মধ্যস্থতায় সর্ব্ব-

* হুজ্‌জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১২৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

মানবীয় বিশ্বধর্ম্মের পুণ্যতীর্থে সঙ্গমলাভ করিয়াছে। "সকল নবীর হেদায়ৎকে হে রছুল (দঃ) আপনি স্বীয় কর্ম্ম-জীবনে فبهداهم اقتده রূপায়িত করুন"—(আল্‌আন্‌আম: ৯০), আল্লাহর বর্ণিত নির্দ্দেশসূত্রে সকল পয়গম্বরের বিচ্ছিন্ন জীবনাদর্শের কেন্দ্রীভূতি ও রূপায়ণ শেষ নবীর (দঃ) পবিত্র ও মহিমান্বিত জীবন-পদ্ধতীর ভিতর সম্ভাবিত হইয়াছিল।

حسن یوسف، دم عیسی ید بیضا داری،
آنچه خوبان همه دارند، تو تنها داری!

ইয়াহুদদের ধর্ম্মগ্রন্থ তওরাৎ সিরীয় (Syriac) ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছিল, খৃষ্টানদের ইঞ্জিল হিব্রু ভাষায় আবির্ভূত হইয়াছিল। উভয় সমাজের শুধু ধর্ম্মগ্রন্থই পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, সিরিয় ও হিব্রু ভাষা পর্য্যন্ত জগত হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। বেদ সম্বন্ধে কথিত হয় যে, উহার অপ্রক্ষিপ্ত অংশগুলি সংস্কৃত ভাষার মধ্যস্থতায় উচ্চারিত হইয়াছিল, কিন্তু সংস্কৃত বর্ত্তমান জগতের জীবন্ত ও কথ্য ভাষা নয়। প্রাচীন যিন্দ ভাষার অস্তিত্বও ধরা পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গিয়াছে। "শেষ নবী"র (দঃ) প্রতি জীবিত, কথিত ও প্রচলিত ভাষায় অবতীর্ণ "শেষ গ্রন্থ" কোরআনের সাহায্যেই আজ আমরা অবগত হইয়াছি যে, তওরাৎ, যবুর, ইন্‌জিল এবং আরো বহু ঐশী গ্রন্থ—যাহাযেফ মানুষের বিভিন্ন দল ও গোত্রের হিদায়তের জন্য দুন্‌য়ার বিভিন্ন অঞ্চলে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং নুহ, ইবরাহিম, ইছ্‌মায়ীল, ইছ্‌হাক, ইয়াকুব, (ইছ্‌রায়ীল), দাউদ, ছোলায়মান, আইয়ুব, ইউছফ; মুছা, হারুণ, যাকারিয়া, ইয়াহ্‌য়া; ইলয়াছ, ঈছা আলা নাবীয়েনা ওয়া আলাইহিমুছ্‌ছালাতো ওয়াছ্‌ছালাম এবং ইলাহিপথের আরো অগণিত সত্যবাদী সন্ধানদাতা এবং তদীয় বাণীর ধারক, বাহক ও প্রচারকবৃন্দ ধরাধামে প্রেরিত হইয়াছিলেন। শেষ নবী (দঃ) যে প্রমাণপঞ্জী বিশ্ববাসীর সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন, তাহার সাহায্যে আমরা ইহাও জানিতে পারি যে, পৃথিবীর সকল প্রান্তেই সকল জাতির নিকট আম্বিয়া ও মুর্ছালিনের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল এবং তাঁহারা যে পবিত্র ও অনবদ্য বাণী প্রচারিত করিয়াছিলেন, সহস্র ভাষে ও লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত হইলেও তাহার উৎসমূল অভিন্ন ও অদ্বিতীয়। নবী ও দার্শনিক এবং কাব্য ও ওয়াহির মধ্যে যে পার্থক্য এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে যে প্রভেদ রহিয়াছে, তাহা যাচাই করার তুলাদণ্ড রূপে খাতেমুল মুর্ছালিনের (দঃ) আগমন ঘটিয়াছে। শুধু তাঁহার পরবর্ত্তী নবুওৎ এবং ওয়াহির দাবী যে ছলনা, জাল ও মিথ্যা অহমিকা মাত্র তাহা নয়, অধিকন্তু যে নবুওৎ ও ওয়াহির দাবীর পিছনে তাঁহার সাক্ষ্য বিদ্যমান নাই, পূর্ব্ববর্তী হইলেও তাহার নিশ্চয়তা ভিত্তিহীন!

افلت شموس الاولین وشمسنا
ابدا علی افق البقا لاتغرب!

এছলামে সামাজিক আদর্শ।

মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার।

গণতন্ত্র এছলামী শিক্ষার প্রাণবাণী। শুধু বাহির-বিশ্বের কাজ-কর্ম্মে নয়, শুধু মানুষের সামাজিকতায় নয়, মানুষের আত্মায়, চিন্তায়, ধ্যান-ধারণায় পর্য্যন্ত গণতন্ত্রী মনোভাব পোষণ করা প্রত্যেক মোছলমানের স্বাভাবিক কর্ত্তব্য। উর্দ্ধে অনন্ত রহস্য-ভরা উদার আকাশ, নিম্নে অফুরন্ত

www.ahlehadeethbd.org

বৈচিত্রময়ী সুন্দরী ধরা, ধরণীর বুকে অনন্ত কালের মানুষের জীবন-স্রোত, জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, হাসি-অশ্রু সমস্ত মিশিয়া সৃষ্টির ধমনীতে যে অশ্রুত সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠিতেছে, তার প্রাণ-বাণী হইতেছে এই বিশ্বকারখানার স্রষ্টা ও পরিচালক আল্লাহ, জীব ও জড়ের নিয়ামক ও প্রতিপালক আল্লাহ, বৈচিত্র ও লীলাচাঞ্চল্যের ভিতর দিয়া যে শাশ্বত স্বরূপ (Eternal Principle) পৃথিবীকে পূর্ণতার পথে টানিতেছেন, তিনি হইতেছেন—আল্লাহ। বিশ্বের প্রতি পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি বৃহত্তম ও মহত্তম সত্তাটী পর্য্যন্ত একই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি ও তাঁরই দয়ার দানে ধন্য ও পরিপুষ্ট। তাঁর নিরন্তর প্রবাহিত অনুগ্রহের অধিকার পৃথিবীর প্রাণী মাত্রেরই সাধারণ সম্পদ, জীব মাত্রেরই পরম গৌরবের চরম কাম্য। জীব জগত ও জড়-জগত একই নিয়মে পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে; সুতরাং ক্ষুদ্রতম প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া মহত্তম প্রাণী মানুষ পর্য্যন্ত একই পরমপিতার পরম আদরের সন্তান। তাঁহার করুণায় ধন্য হইয়া, তাঁহারই বন্দনা গানে পূণ্যস্নাত হইয়া পৃথিবীময় একটা অপরূপ ঐক্য-মহিমা বিঘোষিত হইতেছে। এই ঐক্যের অনুভূতি উপলব্ধি করা বিশ্বাসীর অন্তরের ধর্ম্ম। বিশ্বাসীর হৃদয়-মন সজাগ করিয়া তাই আল্লাহ পাক বারংবার ঘোষণা করিতেছেন :—

يسبح لله ما فى السموات وما فى الارض –

"যা কিছু আকাশে পৃথিবীতে আছে—সবই আল্লাহ পাকের 'তছবীহ' বা বন্দনা গান করিতেছে।" (কোরআন) সুতরাং উন্নত হৃদয় মোমেন বান্দা যখন জড় ও চেতনের বুকে, প্রকৃতির প্রত্যেকটী বস্তুতে এই পবিত্র গাথা শুনিতে পাইবে, তখন বিশ্ব প্রকৃতির প্রত্যেকটী বস্তুর সাথে তার আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করিয়া প্রেমাপ্লুত হৃদয়ে নিজেকে উজাড় করিয়া সদাপ্রভুর ধ্যানে আত্ম-বিলীন হইয়া উঠিবে। একমাত্র আল্লাহকে প্রভুরূপে ছেজদা করিয়া উঠিয়া নিখিল বিশ্বের প্রতিটী জীবন-কণাকে নিজের সহধর্ম্মী, সহকর্ম্মী ও ভাই ভাই রূপে আলিঙ্গন দিবে, ছোট বড়র ভেদাভেদ তাহার মনে রেখাপাত করিতে পারিবে না।

মানুষের সমাজেও তাই ঈমান বা বিশ্বাসের একটা নিজস্বরূপ আছে। দুনিয়ার যে কোন দেশের যে কোন বর্ণের, যে কোন গোত্রের মানুষই—"লাইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মদর রছুলুল্লাহ" পড়িয়া যখন এছলামী জামায়াতে যোগদান করিল, তখনই তার দেশগত, বর্ণগত, বংশগত সকলপ্রকার শ্রেণী-বৈষম্য বিলুপ্ত হইয়া পরম-প্রভুর বান্দা হিসাবে এবং পরম-পিতার সন্তান হিসাবে এক মহান মানব-সমাজে সে যোগদান করিল। আল্লাহর দেওয়া স্বভাবগত শক্তির তারতম্যের ফলে দুনিয়ার হিসাবে সে শক্তিমান বা দুর্ব্বল, ধনী বা দরিদ্র, শাসক বা শাসিত যাই হউক সেটা সত্যিকার বিচার্য্য বিষয় নয় কিংবা তার মনুষ্যত্বের মাপকাঠিও নয়। তাহাকে বিচার করিবার মাপকাঠি বাতলাইয়া দিয়া আল্লাহপাক বলিতেছেন : ان اكرمكم عند الله اتقاكم "তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি আল্লার নিকট সবচেয়ে বেশী সম্মানিত যে সবচেয়ে বেশী আত্মশুদ্ধ।" (কোরআন) আল্লাহর ভয় অর্থাৎ সদাজাগ্রত উন্নত বিবেক বুদ্ধির শাসনই ঈমানদার মোছলমানের প্রধানতম অবলম্বন, দেহ মনে সুন্দর ও সমুন্নত থাকিবার সাধনাই তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম করণীয়। আল্লাহর দেওয়া শক্তি ও বুদ্ধির তারতম্যের দরুণ মানুষ ইহলোকে ছোট বড় হইতে পারে কিন্তু—আল্লাহর দেওয়া হৃদয়ের ভক্তি ও কর্ম্মের জোরে মানুষ ইহকাল ও পরকালে সম্মানিত হইতে পারে। ঈমান ও আমল অর্থাৎ বিশ্বাস ও কর্ম্মের পবিত্র সাধনায় মানুষ যখন আত্ম-নিবেদিত এবং উন্নত জীবনের ঊর্দ্ধগতিতে অগ্রসর হয়, তখন সেই পবিত্র সাধানায় আরও যাহারা সংলিপ্ত সেই সকল সহধর্ম্মী ও সহকর্ম্মীদের প্রতি বিশ্বাসী বান্দাকে শ্রদ্ধাশীল হইতেই হইবে। কারণ তাহারা পরস্পর একই—চির-সুন্দরের উদ্দেশ্যে আত্ম-নিবেদিত ও কলুষমুক্ত পথিক। বিশ্বাসী দীন মজুর মোছলমান ও বিশ্বাসী শাহান্‌শাহ সম্রাট্ একই লক্ষ্যের অনুসারী।—

www.ahlehadeethbd.org

দুনিয়ার পদগৌরবের প্রতি দৃকপাত না করিয়া উন্নত চরিত্রবল ও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে কে কতখানি বেশী অগ্রসর, দেহ-ভূষার উজ্জ্বলতা অপেক্ষা মনের উজ্জ্বলতা কার কতখানি বেশী একমাত্র এই বিচারই হইতেছে মোমেনের সদা-জাগ্রত মনের একমাত্র কার্য্য।

মানুষের মনকে উন্নতজীবনের সর্ব্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত করিয়া দিয়া, সারা দুনিয়ার মানুষকে দেশ-কালের সীমা রেখা অতিক্রম করিয়া একটী সুন্দরতম মানসিক বন্ধনে আবদ্ধ করিবার ইঙ্গিতই নূর নবী (দঃ) এর জীবনের শ্রেষ্ঠতম দুন্নত বা আদর্শের স্থাপনা। একই কলেমার বন্ধনে আবদ্ধ মোছলমান একে অপরের প্রতি কতখানি শ্রদ্ধাশীল এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইবে, বিদায় হজ দিবসে অতি কঠোর ভাষায় সে সম্বন্ধে তাকিদ দিয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছিলেন :—

ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا — الا كل شئى من امر الجاهلية تحت قدمى موضوع —

"তোমাদের একজনের শোণিত এবং ধনসম্পত্তি—অপরের নিকট ঠিক তেমনই পবিত্র, যেমন তোমাদের নিকট পবিত্র এই হজের দিন, এই জিলহজ মাস, এই পুণ্যময়ী মক্কা নগরী। সাবধান,— (পৌত্তলিক সুবিধাবাদ সঞ্জাত ভেদ-বৈষম্য প্রভৃতি) জাহেলীয়াত বা মূর্খতার যুগের প্রত্যেকটী দুর্নীতি আমার দুই পায়ের নীচে আজ দলিত করিয়া ফেলিলাম।" (মেশকাত)। সুতরাং মোমেন বা ঈমানদার মোছলমান বলিয়া দাবী করিতে গেলে আমল্ বা মানুষের চরিত্রবল, কৃতকর্ম্মের ফলাফল এবং সর্ব্বোপরি আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় অনুযায়ী মানুষকে—সম্মান করিতে হইবে। বাহিরের জৌলুসে নয় অন্তরের আলোকে মানুষকে যাচাই করিতে হইবে। অর্থবল, উচ্চ পদমর্য্যাদা দ্বারা মানুষকে চিনিবার প্রচেষ্টা মূর্খতা যুগের রীতি বিধায় তাহা পরিত্যাগ করিতেই হইবে। যে কোন প্রকার ভেদ বৈষম্যের ধুয়া তুলিয়া মোছলমানের সমাজজীবনে ফাটল—ধরানো শেরকের পরবর্ত্তী মহাপাপ।

এই আদর্শবাদের বাস্তব রূপায়ন আমাদের জীবনে কতখানি হইতেছে? রছুলুল্লাহ (দঃ) মনুষ্যত্বের যে উচ্চতম মান (Standrad of humanity) স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, দুনিয়া আজ তাহা হইতে অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে আজ অনেক খানি পার্থিব উন্নতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু মানুষের সুখের উপকরণ বৃদ্ধি করা ছাড়া সে উন্নতির আর কোন উজ্জ্বল দিক নাই। মনের দিক দিয়া মানুষ আজ অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছে। অন্য ধর্ম্মের লোকের কথা বলিব না, পৃথিবীর অন্য দেশের মোছলমানের কথাও বলিব না। আমাদের দেশ—এই বাংলার মোছলমান সমাজজীবনের মর্ম্মলোকে দৃষ্টিপাত করিলে নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে যে, মোশ্‌রেকী প্রভাব এ দেশের মোছলমানের মন ও মস্তিষ্ক কলুষিত করিয়া এছলামের পূর্ব্বকার জাহেলীয়াত যুগের সমস্ত অকল্যাণ ও অভিশাপ পুঞ্জীভূত করিয়া তুলিয়াছে! সেই "জাহেলীয়াত আজ এ দেশে "শরাফত" নামে পরিচিত। তখনকার পুরোহিতবাদ, শ্রেণী-বৈষম্য জুলুমবাজী প্রভৃতিই এ দেশী আভিজাত্যের বুনিয়াদ। বিদেশ হইতে যারা এছলামের দীপশিখা হাতে লইয়া এ দেশে আসিয়াছিলেন, কালক্রমে এ দেশের শান্ত আবহাওয়ায় তাঁদের কার্য্যোদ্যম শিথিল হইয়া পড়িল এবং ধীরে ধীরে এ দেশের সু-সংহত পুরোহিততন্ত্রের লোকদিগের সহিত এক প্রকার সাদৃশ্য অনুভব করিয়া তাঁরা মিতালী স্থাপন করিলেন। কারণ ভদ্রসমাজ বলিতে তখন তাহাদিগকেই বুঝাইত। বিরাট জনসাধারণের সমাজ এক প্রকার পরিত্যক্ত অবস্থাতেই রহিল। ইহার ফলে আজ পল্লীবাংলার শতকরা নব্বই জন মোছলমানের জীবনে যে বেদনাময় মনুষ্যত্ব—হীনতার ছাপ দুঃসহ ভাবে প্রকট হইয়া উঠে, তা এছলামের দৃষ্টিতে কলঙ্কজনক। মোশরেকী প্রভাবের ফলে মোছলেম সমাজের নিম্নস্তরে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর অনুকরণে ন্যাড়ানেড়ীর উদ্ভব হইয়াছে, চড়ক পূজার

www.ahlehadeethbd.org

সন্ন্যাসীগণের অনুকরণে মহরমের "কাছেদ" সৃষ্টি হইয়াছে, সত্য-নারায়ণ পূজার অনুকরণে সত্য-পীরের সিন্নীর ব্যবস্থা হইয়াছে। বাংলার মোছলমান পৌষ সংক্রান্তিতে খালে বিলে মাছ মারে, দুর্গা প্রতিমা বিসর্জ্জনে নৌকা বাইচ দেয়, সরস্বতী পূজার দিনে বিশেষ ভাবের দই কিনিয়া খায় এবং আরও কত যে উদ্ভট কাজ করে এবং অখাদ্য খায়, তার ইয়াত্তা নাই! শেরক এর প্রভাবে আমাদের জাতীয় জীবন ঘুন-ধরা বাঁশের ন্যায় অন্তঃসার-শূন্য হইয়া পড়িয়াছে এবং ভদ্র ও অভদ্র মোছলমান বলিয়া দুইটী পৃথক সমাজ সৃষ্ট হইয়া উভয়ের মধ্যে একটী বিরাট অচলায়ন মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই অচলায়নের মর্ম্মমূলে আঘাত হানিয়া উহা ধুলিসাৎ করিয়া দেওয়া আজ এই নবযুগের সন্ধিক্ষণে প্রত্যেকটী সত্যিকার মোছলমানের পক্ষে ওয়াজেব হইয়া পড়িয়াছে। নতুবা পাকিস্তানের বাস্তব রূপায়ন অসম্ভব। অত্যন্ত দুর্ভাগের বিষয় লোক শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়া যারা পল্লী-বাংলায় ওয়াজ নছিহত করিয়া বেড়াইবার পেশা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয়ে আদৌ সজাগ নহেন। অনেকেরই এ সব কুসংস্কার দূর করিবার মত শিক্ষা এবং অন্তর্দৃষ্টিও নাই। পীর-প্রথার চাপে এ দেশ ভারাক্রান্ত। ছোট বড় নানা পরিমাপের ও পরিমাণের পীর কেবলাগণ বাংলার মোছলমানের—মানস-রাজ্যের অধিপতি। অনেক ইছালে ছওয়াব এর জালছা হয়, অসংখ্য ওয়াজের সভা ডাকা হয়, অনেক প্রকারে কোর্‌আন হাদিছের ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা হয়, কিন্তু উপরোক্ত মারাত্মক সামাজিক দোষগুলির প্রতি কোন সমাজপতিরই এ পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত হয় নাই। একটা দূষিতরক্ত ও ক্ষত-জর্জ্জর-অঙ্গ বিশিষ্ট রোগীকে একটু আধটু আতর শুঁকাইয়া চাঙ্গা রাখিবার চেষ্টা হইতেছে, তার শরীরের রক্ত শোধন করিয়া আরোগ্য করিয়া তুলিবার মত দরদী ও সুনিপুণ চিকিৎসকের দেখা মিলিতেছে না।

চিকিৎসার জন্য প্রথমেই দরকার আমাদের মানসিক বৈকল্যের পরিবর্ত্তন। উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী, সম্ভ্রান্ত নাগরিক এবং অবস্থাপন্ন ও প্রতিপত্তিশালী পীর কেবলা—প্রত্যেকেই আজ জাহেলীয়াত যুগের আভিজাত্য-রোগগ্রস্ত। সমাজের উচ্চস্তরে পরিবর্ত্তন না হইলে নিম্নস্তরে কোন দিনই পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং এছলামী শিক্ষাসম্মত গণতান্ত্রিক মনোভাব প্রথমে উচ্চস্তরেই সৃষ্টি করিতে হইবে। তজ্জন্য ঈমান ও আমল্‌কে নূতন করিয়া শ্রদ্ধা করিতে শিখিতে হইবে। ব্যাপক শিক্ষা-বিস্তারও সঙ্গে—সঙ্গে দরকার। সক্রিয় ভাবে সামাজিক বৈষম্য দূর করিতে হইলে মিথ্যা আভিজাত্য এবং সামাজিক গৌরব ভুলিয়া, শরাফতীর বর্ত্তমান মাপকাঠি—ভুলিয়া ঈমান ও আমল্ এর শরাফতীকে গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ যে মোছলমান আল্লার হুকুম এবং রছুলের শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে মানিয়া চলে, মনোরম চরিত্রবল, উন্নত রুচি, মার্জ্জিত আচার-ব্যবহার, দেশ ও ধর্ম্মের উন্নতি প্রয়াসী, শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান এবং সর্ব্বোপরি সৎ রোজগারে সরল ভাবে জীবন যাপনে অভ্যস্ত, আর্থিক ও বংশগত শ্রেষ্ঠত্ব ভুলিয়া তাঁহাকেই সম্মান করিতে শিখিতে হইবে এবং সুযোগ ও সুবিধামত উপরোক্ত গুণসম্পন্ন যে কোন পেশা-অবলম্বী পাত্র-পাত্রীর মধ্যে অবাধে শাদী-বিবাহের প্রচলন করিতে হইবে। এইরূপ মেলামেশা ও বিবাহ শাদী দ্বারা সামাজিক দুস্তর ব্যবধান অপসারিত হইলে বিভিন্ন পেশা-অবলম্বী সমাজের মধ্যে রেষারেষী কমিয়া যাইবে, লোক-শিক্ষার পথ সুগম হইবে, প্রত্যেকটী মোছলমানের মনোবল অনেক উন্নত হইবে এবং পাকিস্তানের স্বপ্নও সার্থক হইবে। রছুলে করিম (দঃ) এর জীবদ্দশায় মোছলমানগণের এই রূপ সমাজচিত্রই—চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও ইচ্ছা যতক্ষণ এই ভাব-ধারায় অনুপ্রাণিত না হইয়া উঠে, ততক্ষণ যিনি যত শ্রেষ্ঠত্বের দাবীই করুন, ইছলামের প্রকৃত অনুসারী বলিয়া দাবী—করিবার কোন অধিকার তাঁর নাই।

www.ahlehadeethbd.org

হধ্‌রৎ বড়-পীর সাহেবের "একটি ক্বস্বীদহ্‌"

মুহাম্মদ এনামুল হক, এম-এ, পি, এচ, ডি।

হধ্‌রৎ ঘোথু-'থ্‌-থকলৈন্‌* 'অব্‌দু-'ল্‌-ক্বাদির মুহীয়ু-'দ্‌-দীন জীলানী ক্বুদ্দিসা সির্‌রহু সাহেবের যে কবিতাটি সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌তে যাচ্ছি, তার খ্যাতি মুস্‌লিম-জগতে বহু-বিস্তৃত। মুসলমানেরা এ'কে অতি পবিত্র রচনা বলেই মনে করে থাকেন এবং তাঁদের মধ্যে যারা ধর্ম্ম-প্রাণ ও শিক্ষিত, তাঁরা বিশেষ শ্রদ্ধাভরে এ'কে কণ্ঠস্থ ক'রে প্রাত্যহিক "ব্বযীফহ্‌" (وظيفة) বা করণীয় কাজ রূপে পাঠ ক'রে থাকেন।

কবিতাটির রচনার বিবরণও খুব সাধারণ নয়। জানা গেছে যে, একদিন হধ্‌রৎ ঘৌথু-থ্‌-থকলৈন্‌ 'অব্‌দু-'ল্‌ ক্বাদির মুহীয়ু-'দ্‌-দীন্‌ জীলানী ক্বুদ্দিসা সির্‌রহু মহোদয় অধ্যাত্ম-প্রেমমগ্ন অবস্থায় অর্থাৎ স্বূফীদের 'হাল' (حال) বা বাংলার— বৈষ্ণবদের, 'দশা' শ্রেণীর অজ্ঞান অবস্থায় মুখে মুখে কবিতাটিকে রচনা ক'রে আবৃত্তি কর্‌তে থাকেন। তখন-তখনই ইহা লিখিত হ'য়েছিল। বোধ হয়, তাই কবিতাটি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ।

আরবী ভাষায় এ শ্রেণীর কবিতাকে বলে 'ক্বস্বীদহ্‌' (قصيدة)। আরবীতে যাকে 'ক্বস্বীদহ্‌' বলে, বাংলা ভাষায় তার নাম হচ্ছে 'গীতিকা' অর্থাৎ বর্ণনা-প্রধান সুদীর্ঘ কবিতা। এগুলোকে আগে গানেও রূপ দেওয়া হ'ত, আরব ও বাংলা, দুই স্থানেই। এখন তার আর বিশেষ চলন নেই। অন্যান্য আরবী 'ক্বস্বীদহ্‌' এর মতো আলোচ্য— 'ক্বস্বিদহ'টি শুধু বর্ণনামূলক গান নয়। এ হচ্ছে একটি ভাব-গম্ভীর আত্মকেন্দ্রিক 'ক্বস্বীদহ'। এ শ্রেণীর 'কস্বীদহ্‌' আরবী ভাষায় একরূপ বিরল।

সত্যি, 'কস্বীদহ'টি একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। এটি পোশাকে আর্থাৎ ভাষায় আরবী হ'লেও, প্রাণ-প্রাচুর্যে ও প্রতীক-প্রবণতায় একান্তই 'অজমী' (عجمى) বা ইরাণীয় ভাব-প্রধান। কেননা, ইরাণের 'সাক্বী' (ساقى) ও শরাবই ইহার প্রতীক এবং ভাব-প্রকাশে আত্মকেন্দ্রিকতাই ইহার মূল অবলম্বন।— বল্‌তে কি, এ যেন আরবী পেয়ালায় বা আধারে ইরাণী শরাব।

ভাব-গাম্ভীর্যে 'ক্বস্বীদহ্‌'টি যেমন অতুলনীয়, ভাষার সাবলীলতায়ও তেমন অসাধারণ। ছন্দ-গৌরবেও এর জুড়ি খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। এর প্রতিটি চরণ বিভবময় এক অনুপম ছন্দদোলায়— নেচে উঠেছে; আর তার নাচের তালে তালে মূর্তিমান হ'য়ে উঠেছে গভীর অধ্যাত্ম-ভাবের— এক একটী অশরীরী রূপ। এর গুরু-গম্ভীর ছন্দ-হিন্দোল প্রশান্ত সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গের মতো উচ্ছলিত আবেগে নেচে বেড়ায়; আর তার সাথে সাথে পাঠক ও শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধ-ভুজঙ্গবৎ বিমোহিত হয়।

'কস্বীদহ'টীতে পাঁচটী স্তর সুস্পষ্ট। এ হচ্ছে কবির চিন্তা ধারার বিবর্তনের স্তর। লক্ষ্য কর্‌বার বিষয় হ'ল এই, অতি অলক্ষিতে এক চিন্তাস্তর অন্য চিন্তা-স্তরে প্রবেশ করেছে। ফলে, চিন্তাধারার এই পট-পরিবর্তনটুকু খুব সহজে ধরা দিতে চায় না। তবু, সজাগ পাঠকের কাছে এটি বেশীক্ষণ গোপন থাকে না।

এর প্রথম স্তর হচ্ছে, অধ্যাত্ম-প্রেম-উদ্বোধনের স্তর। উদ্বোধনের পরে আবির্ভাব ঘট্‌লে পর, সাধকের মনে অপূর্ব চাঞ্চল্য দেখা দিয়ে থাক্‌বে। তাই, প্রেমের প্রথম আবির্ভাবের মাদকতা 'ক্বস্বীদহ্‌'টির এই অংশে অদ্ভুত ভাবে আত্ম প্রকাশ করেছে। অধ্যাত্ম প্রেম-প্রমত্ত-সাধক যে-খানে যাকে সামনে পাচ্ছেন, সেখানেই যেন তাকে প্রেম-উচ্ছলিত হৃদয় দান কর্‌তে উৎসুক হ'য়ে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উঠেছেন। প্রথম ছয় পদেই এই ভাব দেখ্‌বার মতো।

দ্বিতীয় স্তরে সাধক কবি তাঁর গভীর প্রেমা-নুভূতির বর্ণনা দিয়েছেন। এই অনুভূতি তাঁকে প্রেমময়ের এমন এক মহিমময়-নৈকট্য দান করেছে, যাকে দরবেশ জীবনের একমাত্র কাম্য ব'লেই উল্লেখ করা যে'তে পারে। 'ইল্‌ম্-ই-তসব্বুফ বা সূফী শাস্ত্রে এ অবস্থার নাম ফনা ফীল্লাহ বা আল্লার সত্তায় বিলয়-প্রাপ্তি। খুব অল্প সাধকই জীবন কালে এই অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে থাকেন। এ অবস্থায় পৌঁছলে সাধক হ'য়ে উঠেন ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ। 'ইল্‌ম্-ই তসব্বুফের কথা যদি সত্য হয়, তবে বলতে হ'বে, এ অভিজ্ঞতা একান্তই একক অভি-জ্ঞতা। এটিকে লাভ ক'রেই আমাদের সাধক কবি মানবীয় স্তরের বহু উর্ধ্ব থেকেই বলে ফেলেছেন :—

من ذا فی الرجال اعطی مثالی –

"মানুষের মধ্যে কে সে, যে আমার সমান মর্য্যাদা-লব্ধ।" এই মর্য্যাদাই বোধ হয়, তাঁকে কুতুব ও ওলিয়াদের নেতৃত্ব দান করেছিল। আলোচ্য 'কসীদহ্' টির সাত থেকে এগার শ্লোকে এ-জাতীয় প্রেমানুভূতির অভিজ্ঞতা বর্ণিত হ'য়েছে।

তৃতীয় স্তরে বর্ণিত হ'য়েছে সাধক-কবির উক্ত অভিজ্ঞতার কতিপয় বৈশিষ্ট্য। অরণ্য-অঞ্চলে মৃগের নাভিতে কস্তুরীর জন্ম যেমন মৃগ-জীবনের পরম ও চরম ফল, তেমনই সাধক-জীবনের পরম ও চরম ফল হচ্ছে, "সির" বা তত্ত্ব-জ্ঞান অর্থাৎ— "ম'আরফৎ" (معرفة) লাভ। নাভিদেশে কস্তরী-জাত মৃগ যেমন উন্মাদ হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়, ঠিক তেমনই "সির্" বা "ম'আরফৎ"-লব্ধ সাধকও— উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে উঠেন। এই "সির্" হচ্ছে বিশ্ব-বিলয়-কারী এক দুর্মদ শক্তির অনুভূতি। এটিকে সাধক বুকে চেপে রাখতে অসমর্থ হ'য়ে উঠেন; তিনি মনে করেন সমুদ্র, পর্বত, অগ্নি,—বিশ্বের কোন বস্তুই এটিকে বুকে ধরে রাখ্‌তে সমর্থ নয়। আমাদের সাধক-কবির এই "সির্" উপলব্ধ আত্ম-সম্বিৎহারা অবস্থা আলোচ্য কসীদার বার থেকে সতর শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ স্তরে সাধক-কবি তাঁর "মুরীদ" বা শিষ্যদেরকে শুনিয়েছেন তাঁর অভয়-বাণী। সে বাণী হচ্ছে সাধকের প্রতি তাঁর মুরীদদের আনুগত্যের বাণী। এ-বাণীতে ফুটে উঠেছে সাধনার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব-স্বীকৃতির নিয়মানুবর্তিতা বা discipline। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জানিয়েও দিয়েছেন যে, তাঁর প্রদর্শিত "ত্বরীকৎ" বা অধ্যাত্ম-পথ হযরৎ রসূল-ই-করীমের অনুকৃতি মাত্র—নতুন কিছু নয়। আঠার থেকে চব্বিশ শ্লোকে এই বাণী লিপিবদ্ধ হ'য়েছে।

পঞ্চম স্তরে পাচ্ছি তাঁর আত্ম-পরিচয়। এই আত্ম-পরিচয়টুকুও একেবারে বৈশিষ্ট্যহীন নয়।

মূল আরবী 'কসীদহ্'

ও

তাহার বঙ্গানুবাদ

১. سقاني الحب كاسات الرصال
فقلت لخمرتي نحوي تعالي –

২. سعت ومشت لنحوي فی کئوس
فهمت بسکرتي بين الموال –

৩ فقلت لسائر الاقطاب لموا
بحالی وادخلوا انتم رجال –

৪. هيموا واشربوا انتم جنودی
فساقی القرم بالوافی ملاءل –

৫. شربتم فضلتی من بعد سکری
ولا نلتم علوی واتصال –

৬. مقامکم العلی جمعاً ولکن
مقامی فوقکم مازال عال –

[লীলায়িত গদ্যে অনুবাদ]

(প্রথম চিন্তান্তর)

১। প্রেম আমায় পান করিয়ে দিলে মিল-নের পেয়ালা, বল্লুম,—শরাব-সখী, আমার পানে চলে এসো।"

২। সে আমার পানে ছুটে এসে বাসা নিলে আমার পেয়ালায়। বাস্, আমি হলুম আপন

www.ahlehadeethbd.org

নেশায় বঁধুদের মাঝে বিভোর!

৩। বল্লুম কুতুবদের সকলকে ডেকে,—"আমার অনুসরণ কর; লাভ কর আমার 'হাল'-এর অবস্থা, —তোমরা যে আমারই চেলা।

৪। বিভোর হ'য়ে যাও, পান কর (পেয়ালা) তোমরাই আমার বাহিনী: এ-দলের 'সাকী' যে আমার পেয়ালা ভরে দিয়েছে কানায় কানায়!

৫। তোমরা পান করেছ আমার উচ্ছিষ্ট, আমার মাদকতার পরেই: তাই, তোমরা লাভ করনি আমার মহিমা ও মিলন।

৬। তোমাদের সকলেরই মর্য্যাদা সমুচ্চ, কিন্তু— আমার মর্য্যাদা তোমাদের সবার চাইতে উপরে;— এযে ক্ষয় হ'বার নয়।"

٧. انا فی حضرة التقریب رحلی
یصرفنی وحسبی ذوالجلال –
٨ انا لبازی اشهب کل شیخ
ومن ذا فی الرجال اعطی مثال –
٩. کسانی خلعة بطراز عزم
وتوجنی بتیجان الکمال –
١٠. واطلعنی علی سرقدیم
وقلدنی واعطانی سئوالی –
١١ وولانی علی الاقطاب جمعاً
فحکمی نافذ فی کل حال –

(দ্বিতীয় চিন্তাস্তর)

৭। আমি লাভ ক'রেছি একক-খোদার— নিকটত্ব-মহিমা, আমার অবস্থান্তর ঘটিয়েছেন তিনি;—'জলাল' এর অধিপতিই আমার যথেষ্ট। *

৮। প্রত্যেক 'শৈখ' এর পক্ষে আমি (যেন) একটা বুড়ো বাজপাখী;—মানুষের মধ্যে কে সে যে আমার সমান মর্যাদালব্ধ? †

৯। পরিয়েছেন খোদা আমায় দৃঢ়-সঙ্কল্পের জড়োয়া খিলাৎ; আর, করেছেন পূর্ণতার মুকুটে আমার শির বিশোভিত।

১০ অবারিত ক'রে দিয়েছেন এক চিরন্তন তত্ত্ব ভাণ্ডার, ক'রেছেন তায় আমার গলার মালা, —কামাকে করেছেন দান।

১১। বানিয়েছেন আমায় যত 'কুতুব' আছে তাঁদের নেতা। আর, সকল অবস্থায় করিয়েছেন আমার হুকুমকে জারী।

١٢- ولو القیت سری فی بحار
لصار الکل غورا فی زوال –
١٣- ولو القیت سری فی جبال
لذکت واخترقت بین الجبال –
١٤- ولو القیت سری فرق نار
لخمدت وانطفت من سرحال –
١٥- ولو القیت سری فرق میت
لقام بقدرة المولی تعال –
١٦- وما منها شهور او دهور
تمر وتنقضی الا اتال –
١٧- وتخبرنی بما یاتی ویجری
وتعلمنی فاقصر عن جلال –

(তৃতীয় চিন্তাস্তর)

১২। যদি আমি ছুড়ে ফেলতুম আমার তত্ত্ব-জ্ঞান সমুদ্রমালায়, বিশাল বারিধির সবটুকু তলিয়ে * গিয়ে লোপ পেয়ে যে'ত।

১৩। যদি আমি ছুড়ে মারতুম আমার তত্ত্ব-জ্ঞান পর্বতশ্রেণীতে, পর্বতমালা ঠোকাঠুকি ক'রে আত্মগোপন করত পরস্পরের মধ্যে।

১৪। যদি আমি নিক্ষেপ করতুম আমার তত্ত্ব-জ্ঞান জলন্ত অনলে, তা' নিভে গিয়ে আমার তত্ত্ব-জ্ঞানে ভস্মীভূত হ'ত।

১৫। যদি আমি আমার তত্ত্ব জ্ঞান শবদেহের

* "একক খোদা"র পরিবর্তে "অপ্রতিদ্বন্দ্বী" বাঞ্ছনীয় এবং "তিনি—'জলাল' এর অধিপতি"র স্থানে "যিনি, সেই জলালের অধিপতিই" হওয়া— উচিত।

† 'আশহবে'র অনুবাদ "বুড়ো" না করিয়া "পরাক্রান্ত" করা বিধেয়। (তর্জুমান)।

* শুকিয়ে'

www.ahlehadeethbd.org

উপর ফেলে দিতুম, শবদেহটি আল্লাহ্ তায়ালার কুদ্‌রতে (নতুন জীবন পেয়ে) দাঁড়িয়ে যে'ত।

১৬। আল্লার ক্ষমতা থেকে উদ্ভূত যা-'কিছু', মাস ও কাল অতীত হ'য়েছে ও বর্ত্তমান আছে, তার সবই আমার কাছে এসেছে;

১৭। আমাকে সংবাদ দিয়ে গেছে অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধে, অবগত করিয়েছে সবই। বাস্ এইবার কমিয়ে দাও তোমার 'জলাল'।

١٨- مريدى هم وطب واشطح وغن
وافعل ماتشاء فالاسم عال -

١٩- مريدى لاتخف الله ربى
عطانى رفعة نلت المعالى -

٢٠- طبولى فى السماء والارض دقت
وساؤس السعادة قد بدا لى -

٢١- بلاالله ملكى تحت حكمى
و وقتى قبل قبلى قد صفال -

٢٢- نظرت الى بلاالله جمعا
كخردلة على حكم اتصال -

٢٣- وكل ولى على قدم وانى
على قدم النبى بدر الكمال -

٢٤- مريدى لاتخف واش فانى
عزوم قاتل عند القتال -

(চতুর্থ চিন্তাস্তর)

১৮। মুরীদ আমার! বিভোর হও, আনন্দ কর, বেড়াও, গাও, যাচ্ছে তাই কর;— কেননা আমার নামটী মহান।

১৯। মুরীদ আমার! ভয় পেও না, আল্লাই আমার প্রভু, তিনি আমায় অধ্যাত্ম-সমুন্নতি দান ক'রেছেন,—আমি মহামর্য্যাদা পেয়েছি।

২০। আমার বিজয়-ঢক্কা আসমান জমিনে নিনাদিত, এই সৌভাগ্যের খবরদাতা আমার কাছে এসেছে। (?)

২১। আল্লার দেশসমূহ আমারই রাজ্য,— তা'; আমারই কর্তৃত্বে, এবং আমার বহু পূর্ববর্তী কালও আমার কাছে একদম সুস্পষ্ট।

২২। আমি আল্লার সব দেশের প্রতি তাকিয়েছি এক সঙ্গে, মিলনের ধারা-বশে দেখেছি তা'কে একটী শর্ষে কণার মতো।

২৩। প্রতিটি ঔলিয়া আমার পদাঙ্ক অনুসারী এবং আমি অনুসারী পূর্ণতার পূর্ণ-শশী নবী-পদাঙ্কের।

২৪। মুরীদ আমার অপবাদদাতাদেরকে ভয় করো না; কেননা সংগ্রাম-কালে আমি যে একজন দৃঢ়-সঙ্কল্প যোদ্ধা।

٢٥- درست العلم حتى صرت قطبا
ونلت السعد من مولى الموالى -

٢٦- فمن فى اولياء الله مثلى
ومن فى العلم والتصريف حالى -

٢٧- كذا ابن الرفاعى كان منى
فيسلك فى طريقى واشتغالى -

٢٨- انا الحسنى والمجد مقامى
واقدامى على عنق الرجال -

٢٩- وعبد القادر المشهور اسمي
وجدي صاحب العين الكمال -

٣٠- انا الجيلي محى الدين اسمي
واعلامي علي رأس الجبال -

(পঞ্চম চিন্তাস্তর)

২৫। আমি তত্ত্বজ্ঞান শিখেছি 'কুতুব' না হওয়া পর্যন্ত, আর লাভ করেছি সৌভাগ্য প্রভুদের প্রভু থেকে।

২৬। তবে, কে সে আল্লার ঔলিয়াদের মধ্যে যে আমার সমান? প্রজ্ঞাতেই বা কে? আমার 'হাল' এর অবস্থান্তর ঘটাতে সমর্থই বা কে?

২৭। এমন ক'রে 'রিফায়ী' সম্প্রদায়ও আমার থেকেই উৎপন্ন, তারা চলে আমারই 'তরীকা'য়, করে আমারই অনুসরণ।

২৮। আমি হাসনী-গোত্রভুক্ত, আমার মর্য্যাদা ছায়াপথের উর্ধ্বস্থিত 'মিজদহ নক্ষত্রবৎ; আমার পা দুটি আমার চেলাদেরই কাঁধে অবস্থিত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২৯। আমার নাম 'অব্দুল কাদির বলেই প্রসিদ্ধ, আমার পূর্ববর্তিগণ পূর্ণতা-দৃষ্টিতে চক্ষুষ্মান।

৩০। জীলানবাসী আমি, — মুহীয়ুদ্দীনই আমার নাম, আমার বিজয় কেতন পর্বতশ্রেণী-শীর্ষে বিধুনিত।

আমাদের বক্তব্য :—

ডক্টর মোহাম্মদ ইনআমুল হক 'কছিদায়-গওছিয়া'র অনুবাদ আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। কছিদা এবং অনুবাদের সাহিত্যিক মূল্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তর্জুমানে উহা প্রকাশিত হইল। কিন্তু কছিদার পরিচয় প্রসঙ্গে অনুবাদক এমন কতকগুলি উক্তি করিয়াছেন, ইছলামি আকিদার সহিত যাহার কোন সংগতি নাই। কিতাব ও ছুন্নতের নগণ্য খাদিমরূপে লেখকের যে সকল অভিমত আমাদের পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভবপর হয় নাই, তন্মধ্যে কয়েকটী আপত্তিকর বিষয় সম্পর্কে আমাদের অভিমত সন্নিবেশিত হইল। ভবিষ্যতে ডক্টর ছাহেব তাঁহার বহুবিস্তৃত যোগ্যতার মর্যাদা রক্ষা করিয়া প্রবন্ধাদি পাঠাইলে আমরা বাধিত ও উপকৃত হইব।

গওছুছ্-ছাকালাইন :

ডক্টর ছাহেব ইমামে-রব্বানি, শাইখুল মাশায়েখ মুহিউদ্দিল্লতে ওয়াদ্দীন হৈয়দ আবু মোহাম্মদ আবদুলকাদের জিলানি রাহেমাহুল্লাহকে গওছুছ্-ছাকালাইন' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। গওছের আভিধানিক অর্থ : ফরইয়াদ শ্রবণকারী, বিপদ হইতে মুক্তকারী, উদ্ধারকর্তা ইত্যাদি। 'ছাকালান' দানব ও মানব অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং আভিধানিকভাবে 'গওছুছ্-ছাকালাইন' এর অর্থ হইল : যিনি দানব ও মানবের আকুল প্রার্থনা শ্রবণ করেন, তাহাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। ছুফিদের পরিভাষায়—

ان الغوث هو الذى يكون مدد الخلائق
بواسطته فى نصرهم و رزقهم حتى يقال ان
مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته —

যাহার মধ্যস্থতায় জীবজগত তাহাদের বিজয় লাভ ও খাদ্যসংগ্রহ ব্যাপারে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়, তিনি গওছ। কথিত হয় যে, ফেরেশ্তা এবং পানির মাছও তাঁহার মধ্যস্থতায় সাহায্য পাইয়া থাকে। ইহাও কথিত হয় যে, পৃথিবীতে তিন শত তের হইতে তিন শত উনিশ জন পর্য্যন্ত নজিব আছেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে সত্তরজন নকিব, আবার নকিবগণের মধ্য হইতে চল্লিশজন আব্দাল, তন্মধ্যে সাতজন কুতুব; তাঁহাদের চারজন আওতাদ এবং আওতাদগণের একজন গওছ! তিনি নাকি মক্কায় বাস করেন। পৃথিবীতে খাদ্য বা যুদ্ধবিগ্রহ অথবা অন্যকোন সংকট উপস্থিত হইলে জগদ্বাসীর প্রতিনিধি উল্লিখিত তিন শত তের বা তিন শত উনিশ জনের কাছে দৌড়াইয়া যান, তাঁহারা সত্তর জনের দ্বারস্থ হন, সত্তর জন চল্লিশজনের কাছে আবেদন করেন, তাঁহারা সাতজনের কাছে আর সাতজন চারজনের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন এবং উক্ত চারজন গওছের কাছে ফরইয়াদ করেন। কেহ কেহ সংখ্যার মধ্যে কিছু তারতম্য করিয়াছেন। ইহাও কথিত হয় যে, যুগের গওছ যিনি, তাঁহার নামে আকাশ হইতে সবুজ কাগজে পত্র প্রেরিত হয়।

তালিকায় বর্ণিত হিছাবে গণিতের যে ব্যতিক্রম রহিয়াছে তাহা উপেক্ষা করিলেও প্রকৃত পক্ষে খৃষ্টানরা হযরত ঈছা আলায়হিছ্ছালাম সম্বন্ধে এবং সীমালঙ্ঘনকারী রাফেযীর দল হযরত আলি (রাঃ) সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করেন, তথাকথিত ছুফীদের 'গওছ' সম্বন্ধে উল্লিখিত মতবাদও তদ্রূপ। লেখক হযরত শাইখে জিলানিকে কোন্ অর্থে যে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

'গওছুছ্ছাকালাইন' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত নই, কিন্তু আমরা ইহা অবগত আছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেহই জীবজগতের ফরইয়াদ শ্রবণকারী, অন্নদাতা এবং বিপদহন্তা নাই, অধিকন্তু আল্লাহর মদদ বা সাহায্যের জন্য কাহারো মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয় না। ইহা তওহিদের মূল নীতি, সুতরাং কোন ব্যক্তি গওছ হইতে পারেন না। গওছ সম্বন্ধে ছুফীদের ধারণা ও উক্তির কোনই প্রমাণ নাই। ইমাম ইব্নে-তায়মিয়াহ এ সম্পর্কে বলেন :

هذا كله باطل، لا اصل له فى كتاب الله ولا سنة رسوله، ولا قاله احد من سلف الامة ولا ائمتها ولا من المشائخ الكبار المتقدمين الذين يصلحون للاقتداء بهم ... وكان اهل الحديث لا يروون مثل هذه الاحاديث لما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : من حدث عنى بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين، ولهذا يقال : ثلاثة اشياء مالها من اصل : باب النصيرية ومنتظر الرافضة وغوث الجهال - وكذلك مايزعمه بعضهم من ان القطب الغوث الجامع يمد اولياء الله و يعرفهم كلهم ونحو هذا، فهذا باطل - فتسمية بالقطب الغوث بدعة ما انزل الله بها من سلطان ولا تكلم بهذا احد من سلف الامة وائمتها -

গওছ, কুতুব ইত্যাদি সম্পর্কিত সমস্ত কথাই বাতিল। আল্লাহর গ্রন্থে, তদীয় রছুলের (দঃ) ছুন্নতে এ সকল কথার কোন প্রমাণ নাই, উম্মতের পূর্ব্ববর্ত্তী ছাহাবা ও তাবেয়ীগণ এবং ইমামগণ (যথা আবু হানিফা, মালেক, ছওরী; আওযায়ী; আহমদ-বিনে হাম্বল, দাউদ যাহেরী, বুখারী ও মুছলিম প্রভৃতি) এবং পূর্ব্ববর্ত্তী অনুসরণযোগ্য বড় বড় শাইখগণ (যথা জুনাইদ বাগ্দাদী, হাছান বছ্রী, ইব্রাহিম বিনে আদ্হম, মা'রুফ কর্খী ও শাইখ আবদুল কাদের জিলানি প্রভৃতি কেহই এরূপ কথা বলেন নাই। হাদিছশাস্ত্র বিশারদ বিদ্বানগণের মধ্যে কেহই এরূপ মর্ম্মের হাদিছ রেওয়াৎ করেন নাই। বুখারীতে রছুলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক প্রমাণিত হইয়াছে যে, আঁহযরত (দঃ) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি আমার নামে হাদিছ বর্ণনা করে, অথচ সে জানে যে উহা মিথ্যা, সে ব্যক্তি মিথ্যুকদের অন্যতম। এই জন্যই কথিত হয় যে, তিনটী বস্তু সম্পূর্ণ অমূলক : নছিরীদের তোরণ, রাফেযীদের প্রতীক্ষ্যমান এবং মূর্খদের গওছ। এইরূপ একদল ছুফীর ধারণা যে, গওছ ও কুতুব পদে যিনি যুক্তভাবে অধিষ্ঠিত থাকেন তিনি আল্লাহর ওলিদিগকে সাহায্য করেন এবং তাঁহাদের সকলকেই তিনি চিনেন, ইত্যাদি——ইহাও বাতিল। কাহাকেও গওছ-কুতুব রূপে আখ্যাত করা বিদ্আৎ, আল্লাহর আদেশের বহির্ভূত। এ সম্পর্কে ছাহাবা তাবেয়ী এবং ইমাম গণ কোন কথা বলেন নাই। (ফতাওয়া ইব্নে-তায়মিয়াহ)।

ওযিফা :—

ডক্টর ছাহেব শাইখে-জিলানির কছিদার পরিচয় ভাগে লিখিয়াছেন যে, অনেকে উক্ত কছিদাকে ওযিফা রূপে প্রত্যহ পাঠ করিয়া থাকেন। যাহা অবশ্যকরণীয়, আভিধানিক ভাবে সেই কার্য্যকে ওযিফা বলে আর পারিভাষিক ভাবে ওযিফার অর্থ হইতেছে——আত্মশুদ্ধি বা ছওয়াবের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ অবশ্যকরণীয় রূপে যাহা পঠিত হয়; যেমন কোরআন, দরুদ, তহ্লিল ও তছ্বিহ প্রভৃতি। ইছ্লামে অবশ্যকরণীয় যাহা, তাহা ফরয অথবা ওয়াজিব নামে কথিত এবং যে কার্য্যদ্বারা ছওয়াব আশা করা যাইতে পারে, ন্যূনকল্পে তাহা মুছ্তাহাব হইবে এবং ইছ্তিহ্বাবের জন্য শরিআতের দলিল আবশ্যক। বিনা প্রমাণে ছওয়াবের বা আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের উদ্দেশ্যে কোন কার্য্যকে মুছ্তাহাব মনে করা বিদ্আতে-ষালালাহ। এইসকল মনগড়া ওযিফা, বের্দ ও তেলাওয়াৎ মুছলমানগণের জাতীয়জীবনকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে

www.ahlehadeethbd.org

এবং কোরআনের তেলাওয়াৎ ও তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার পবিত্র কর্ত্তব্যের পথে অন্তরায় হইয়া আছে। মুছলমানগণ জাতিগতভাবে যেসকল ফিৎনা ও বিপদের সম্মুখীন হইয়াছেন, সে গুলির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে হুজ্জাতুল ইছ্লাম দেহ্লভী বলিয়াছেন :

دهم : اختراع اوراد و احزاب بنيت تقرب الى الله عز وجل زيادة بر سنت مأثوره والتزام مستحبات مانند التزام واجبات -

দশম কারণ, আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে ছুন্নতের অতিরিক্ত বের্দ ও হেয্বের আবিষ্কার এবং ওয়াজিব কার্য্যের ন্যায় মুছ্তাহাব বিষয়কেও অবশ্যকরণীয়রূপে গ্রহণ.—ইযালাতুলখাফা, ১৩৯ পৃঃ। যে আবৃত্তি বা ওযিফা একসঙ্গে শেষ হয় তাহাকে বের্দ বলে আর যাহা খণ্ড খণ্ড আকারে মাসিক বা সাপ্তাহিক ভাবে শেষ হয়, তাহাকে হিয্ব বলে।

আল্লাহর সত্তায় বিলয়প্রাপ্তি :

'ফনাফিল্লাহ'র অর্থ আল্লাহর সত্তায় বিলয়প্রাপ্তি মনে করা ইছ্লামি আকিদার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতবাদ। কোন বিশুদ্ধ মুছ্লিম সাধক এরূপ কথা কখনো সুস্থজ্ঞানে উচ্চারণ করেন নাই। অন্তর—জগতকে আল্লাহর প্রেম ব্যতীত অপর সমুদয় বন্ধন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করার কার্য্যকে 'ফনাফিল্লাহ বলা যাইতে পারে। আল্লাহর সত্তা এরূপ নয় যে, কোন বস্তু তাহা হইতে উদ্ভূত বা তাহার মধ্যে বিলীন হইতে পারে কারণ তিনি ছামাদ, اللهالصمد। আর ছামাদ এমন দৃঢ় নিরেট (Solid) কে বলে যাহা ফাঁপা নয়, যাহাতে কোন বস্তুর প্রবেশলাভ অসম্ভব। ইব্নে মছ্উদ, ইব্নে আব্বাছ, হাছান বছ্রী, মুজাহিদ, ছঈদবিনে জোবায়র, একরেমা, যাহ্হাক, ছদী, কাতাদা, ছঈদবিনে মুছাইয়ব, মোহাম্মদ বিনে কাআব ও ইব্নে কোতায়বা প্রভৃতি ছমদের উল্লিখিত অর্থ করিয়াছেন। আল্লাহর সত্তায় বিলয়-প্রাপ্তির মতবাদ অদ্বৈতবাদী ও অবতারবাদীদের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। উক্ত মতবাদ সূত্রেই খৃষ্টানরা হয্রত ঈছা (দঃ) কে আল্লাহর পুত্র বলিয়া থাকেন। ইছ্লামি তওহিদ এই সকল জঘন্য শির্কের কবল হইতে মানব সমাজকে মুক্তি দিয়াছে।

ত্রিকালজ্ঞ :

অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—ত্রিকালের সমুদয় জ্ঞান শাইখ জিলানি অর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া অনুবাদক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। শাইখ জিলানির আসন রছুলুল্লাহ (দঃ) অপেক্ষা নিশ্চয় উন্নত নয়, কিন্তু স্বয়ং রছুলুল্লাহ (দঃ) কে আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন : হে রছুল (দঃ) আপনি বলুন, আমি যদি ভবিষ্যতকালের সমুদয় বিষয় অবগত থাকি- قل لوكنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء -

তাম তাহা হইলে অধিকতর মঙ্গল লাভ করিতাম এবং আমাকে অমঙ্গল স্পর্শ করিতনা—আল্ আ'রাফ : ১৮৮। যদি রছুলুল্লাহ (দঃ) ত্রিকালজ্ঞ না হন, তাহা হইলে আর কাহার পক্ষে উহা হওয়া—সম্ভবপর? শাইখ জিলানি রহেমাহুল্লাহর যে কছিদা অনুদিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি অতীত ও বর্ত্তমানের ইল্মের দাবী করিয়াছেন বটে কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ হইবার অভিমান করেন নাই, কারণ ইহা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তিনি আপন গ্রন্থ ফতুহুলগয়েবের পরিষ্কার বলিয়াছেন :

كل حقيقة لا يشهد لها الشرع فهى زندقة -

ছুফীদের যে হকিকৎ সম্বন্ধে শরিআতের সাক্ষ্য বিদ্যমান নাই, তাহা নাস্তিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়—১৮০ পৃঃ। (তর্জুমানুল হাদিছের সম্পাদক)

www.ahlehadeethbd.org

ভূমির অধিকার ও বণ্টনব্যবস্থা।

(৩)

ভূমির সহিত সম্পর্কিত যেসকল বস্তুতে সমানাধিকারের নীতি বলবৎরাখা হইয়াছে, তন্মধ্যে পানি এবং প্রসঙ্গতঃ উহার সঙ্গে মাছ, জলজসামগ্রী এবং খনিজপদার্থের বিস্তারিত আলোচনা শেষ হইয়াছে। অদ্য পরবর্ত্তী বস্তুসমূহের কথা আলোচনা করিব।

والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق —

তৃণ বা ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ—الكلاء।

বর্ণিত সূত্রে পানির মত তৃণজাতীয় উদ্ভিদও সাধারণসম্পত্তি রূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

তৃণ বা 'আল্‌কলা'র ব্যাখ্যা : —

তৃণ বা ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ অর্থে উল্লিখিত হাদিছে 'আল্‌কলা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইমামে আযমের দ্বিতীয় ছাত্র ইমাম মোহাম্মদ বিন্নুল হাছান 'আল্‌কলা'র ব্যাখ্যায় বলেন, 'যে উদ্ভিদ কাণ্ড বা শাখার উপর দাঁড়ায়না, তাহাকে 'আল্‌কলা' বলে এবং যে উদ্ভিদ কাণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া থাকে তাহা 'আল্‌কলার' পর্য্যায়ভুক্ত নয়।

الكلاء ما ليس له ساق وما قام على ساق ليس بكلاء —

ত্রয়োদশ শতকের মুহাদ্দিছ হাফেয শওকানির অভিমত এই যে, সবুজ ও শুষ্ক গাছগাছড়াকে 'আল্‌কলা' বলা হয়। ঘাস ও খড় অপেক্ষা ইহার তাৎপর্য্য অধিকতর ব্যাপক, কারণ শুধু তাযা গাছগাছড়া ঘাসের এবং শুষ্কগুলি খড়ের পর্য্যায়ভুক্ত আর 'আল্‌কলা' ব্যাপকতর ভাবে উভয় শ্রেণীর গাছগাছড়ার জন্য প্রয়োগ করা হয়। * অভিধান গ্রন্থসমূহে

وهو النبات رطبه ويابسه اعم من الخلا والحشيش لان الخلا مختص بالرطب من النبات والحشيش مختص باليابس والكلاء يعمهما —

العشب رطبه ويابسه

সবুজ এবং শুষ্ক তৃণ জাতীয় উদ্ভিদকে 'আল্‌কলা' বলা হইয়াছে। *

কামুছের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তাজুলআরুছে' কাঁটাযুক্ত গাছ, পশুদের খাদ্যোপযোগী কাঁটাগাছ, তৃণ ও লতাপাতার গাছ এবং বড়গাছকেও 'আল্‌কলা'র মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। †

কাণ্ড ও শাখাযুক্ত বৃক্ষরাজীর মধ্যে বাবলা, box thorn এবং বিশাল গরুদ 'আল্‌কলা'র অন্তর্ভুক্ত। এই গাছগুলি কাঁটাযুক্ত এবং লতাপাতার পর্য্যায়ভুক্ত না হইলেও পশুর খোরাক। বিখ্যাত আভিধানিক মুতারুযী স্বীয় মুগরব নামক ফিকহুল লুগাতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে, প্রধানতঃ কাণ্ডযুক্ত ও কাণ্ডবিহীন উভয় শ্রেণীর উদ্ভিদের জন্য 'আলকলা' শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং তাযা ও শুষ্ক যে সকল উদ্ভিদ পশুরদল ভক্ষণ করে তাহাই 'আলকলা'।

الظاهر انه يقع على ساق وغيره لما ترعاه الدواب رطبا كان او يابسا

ঘাস জাতীয় তৃণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা :—

ইমাম আবুউবায়দ কাছেম বিনেছল্লাম তদীয় 'আল্‌আম্‌ওয়াল' নামক ইছলামি অর্থশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কায়লা (রাযিঃ) নামক ছাহাবিয়ার বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : একজন মুছলমান অপর মুছলমানের ভাই, সুতরাং পানি ও গাছ সম্পর্কে ভাইকে সুবিধা প্রদান করা কর্ত্তব্য।

المسلم اخو المسلم يسعها الماء والشجر —

আবুউবায়দ উক্ত গ্রন্থে এবং আবুদাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ ও দারমী স্বস্ব ছুননে আবয়ায় বিনে হাম্মালের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে তিনি রছুলুল্লাহ

انه سأل ما يحمى من

* নয়লুল আওতার : (৫) ২৫৯ পৃঃ।

* কামুছ : (১) ২৬ পৃঃ ; মুখতারুছ ছিহাহ, ১৪ পৃঃ।
† Lane's Lexicon, Part VII, P. P. 2624.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(দঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন ব্যক্তি পিলুর বন সুরক্ষিত করিয়া লইতে পারে কিনা? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, উষ্ট্রের খুর যতদূর না পৌছে, ততদূর পর্য্যন্ত সুরক্ষিত করিয়া লইতে পারে ✝ الاراک ؟ قال ما لم تنله اخفاف الابل –

আবুদাউদ আপন ছনদে উক্ত হাদিছ আব্‌য়াযের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ অন্য ভাষাতেও (متن) রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন: لاحمى فى الاراک – পিলুর বন কাহারো জন্য সুরক্ষিত করা যাইতে পারে না। আব্‌য়ায বলিলেন, قال ابيض : اراکة فى حظارى' فقال النبى صلے الله عليه وسلم : لاحمى فى الاراک! পিলুর বন চতুর্দ্দিকে আমার ক্ষেত্রদ্বারা পরিবেষ্টিত, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, পিলুর বন সুরক্ষিত করা যাইতে পারে না।

ইমাম আবুউবায়দ এই হাদিছের ব্যাখ্যায় বলেন, নিজের দখলী জমিতে অবস্থিত পিলুর ঝাড় সম্বন্ধে এই আদেশ প্রযোজ্য, অপরের জমিতে উষ্ট্রের গমানগমন সম্ভবপর হউক কি না হউক, তাহা কেহ নিজের জন্য সুরক্ষিত করার দাবী করিতে পারে না। ✝

উল্লিখিত হাদিছ ত্রয়ের সাহায্যে তিনটী বিষয় সাব্যস্ত হয়। প্রথম, 'আলকলা' শুধু শাখাবিহীন তৃণকে বুঝায় না, গাছ (الشجر) ও উহার অন্তর্ভুক্ত। পশুদের ভোজ্য পিলু, বাবলা ও গরকদ প্রভৃতি বৃক্ষ এবং ঘাস জাতীয় তৃণলতাদি সমস্তই 'আলকলা'। দ্বিতীয়, ওগুলির উপর জনসাধারণের অধিকার সমান, কাহারো নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া পশুদের খাদ্য তৃণলতাদি এবং বৃক্ষের উপর দাবী টিকিবে না। তৃতীয় নিজের অধিকৃত ভূমিতে যদি পশুদের খাদ্যরূপী তৃণ-জাতীয় ঘাস বা বৃক্ষাদি জন্মে, সেগুলির উপর জমির মালিকের ব্যক্তিগত স্বত্ব সাব্যস্ত হইবে না।

ইছলামজগতের প্রধানতম বিচারপতি কাযী আবু ইউছফ বলেন: لو ان اهل قرية لهم مروج يرعون فيها ويحتطبون منها قد عرف انها لهم فهى لهم على حالها' يتبايعونها ويتوارثونها' ويحدثون فيها ما يحدث الرجل فى ماله – কোন নির্দ্দিষ্ট গ্রামের অধিবাসীবৃন্দের যদি এরূপ কোন রমনা (চারণভূমি) থাকে যে স্থানে গ্রামবাসীরা তাহাদের পশুপাল চরায় এবং ঝাড় জঙ্গল হইতে জালানি কাষ্ঠ কর্ত্তন করে, তাহা হইলে উক্ত চারণভূমিতে গ্রামবাসীদের সম্মিলিত অধিকার বর্ত্তাইবে, তাহারা উহা বিক্রয় করিতে পারিবে এবং বংশানুক্রমে তাহারা উহার ওয়ারিছ থাকিবে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর মানুষের যেমন অধিকার, গ্রামবাসীদের উক্ত রমনার উপর সেই রূপ সম্মিলিত অধিকার স্বীকৃত হইবে। ليس لهم ان يمنعوا الكلاء ولا الماء' ولاصحاب المواشى ان يرعوا فى تلک المروج ويستسقوا من تلک المياه – কিন্তু তাহারা গ্রামের বাহিরের কাহাকেও উক্ত চারণভূমির ঘাস ও উক্ত স্থানের—পানির ব্যবহার নিষেধ করিতে পারিবে না। যে কোন পশুপালক উক্ত চারণভূমিতে আপন পশুপাল চরাইবার এবং উক্ত স্থানের জলাশয় হইতে স্বয়ং পান করিবার এবং পশুদিগকে পান করাইবার অধিকারী হইবে। কিন্তু উক্ত গ্রামবাসীদের ولو لم يكن لاهل هذه القرية الذين تكون لهم هذه المروج' وفى ملاهم موضع مسرح و مرعى لدوابهم ومواشيهم غيرهذه المروج .... وكانوا متى اذنوا للناس فى رعى تلک المروج والاحتطاب منها اضر ذلک بهم وبمواشيهم ودوابهم كان لهم ان يمنعوا كل من اراد ان يرعى فيها যদি আপন পশুপাল চরাইবার অন্য কোন চারণভূমি না থাকে, এবং অন্যস্থানের পশুদের চরিবার এবং অন্য জায়গার লোকদিগের জালানি সংগ্রহ করার জন্য উক্ত রমনা মুক্ত থাকিলে যদি তাহাদের নিজেদের এবং তাহাদের পশুপালের পক্ষে ক্ষতির কারণ ঘটে, তাহা

✝ আল্ আম্‌ওয়াল, ৩০১ পৃঃ; আবুদাঊদ (৩) ১৩৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

او يحتطب منها –

হইলে তাহারা অন্য গ্রামের অধিবাসীবৃন্দকে পশু চরাইবার এবং জালানি সংগ্রহ করার কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে পারে। *

ফলকথা ইছলামে ঘাসজাতীয় বৃক্ষলতাদি— সাধারণ সম্পদে (Common Property) পরিণত হইয়াছে। অবস্থাভেদে উহা সার্ব্বজনীন সম্পদ বা নির্দ্দিষ্ট জনপদের মিলিত সম্পদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই ওগুলির উপর ব্যক্তিগত অধিকার (Private right) সাব্যস্ত হইতে পারিবেনা। কাছানি বলেনঃ

اما الكلاء الذى ينبت فى ارض مملوكة فهو مباح غير مملوكة –

ঘাসজাতীয় তৃণ-লতাদি বৃক্ষসমূহ কাহারো নিজস্ব ভূমিতে উৎপন্ন হইলে সর্ব্বসাধারণ তদ্বারা উপকৃত হইতে পারিবে, উহার উপর ভূমির অধিকারীর মালিকানা স্বত্ব সাব্যস্ত হইবে না। কিন্তু ভূমির মালিক

اذا قطعه صاحب الارض واخرج فى ملكه –

উহার সমস্ত বা কিয়দংশ কাটিয়া পৃথক করিয়া ফেলিলে কর্ত্তিত তৃণ তাহার সম্পদ বলিয়াই গণ্য হইবে। †

আমি বলিব যে, শুধু জমির মালিক নয়, যে কোন ব্যক্তি ঘাস জাতীয় বৃক্ষলতাদি কর্ত্তন করিয়া লইবে, কর্ত্তন ও পার্থক্যসাধনের পর উহা তাহার সম্পত্তিতে পরিণত হইবে এবং সে উহা বিক্রয় করিতে পারিবে, যেমন নদী, জলাশয় ও কূপ হইতে পানি তুলিয়া ভাণ্ডারে পূর্ণ করার পর উহা উত্তোলনকারীর নিজস্ব বস্তু বলিয়া গণ্য হয় এবং তাহার বিক্রয় করার অধিকার জন্মে।

এই প্রসঙ্গে আর একটী প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে। যে ঘাস বা জালানি ঝাড় কোন ব্যক্তি রোপন করিয়া বা পানি সিঞ্চন করিয়া উৎপন্ন করিয়াছে, তাহাও কি সর্ব্বসাধারণের সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইবে? হানাফী স্কুলের বিদ্বানগণ বলেনঃ রোপন ও সিঞ্চন দ্বারা যে

اذا سقاه قام عليه ملكه –

ঘাস বা ঐ জাতীয় বৃক্ষলতাদি উৎপন্ন হয়, রোপনকারীর স্বত্ব সেগুলির উপর সাব্যস্ত হইবে। কিন্তু হাদিছের প্রকাশ্য অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কাছানি বলেন যে, প্রকাশ্য রেওয়ায়তে এই প্রশ্নের যে উত্তর দেওয়া হইয়াছে, তাহাই সঠিক, কারণ 'আলকলা'র জন্য মূলতঃ সার্ব্বজনীন অধিকার প্রমাণিত হইয়াছে। *

الصحيح جواب ظاهر الرواية لان الاصل فيه هوالاباحة –

তৃণজাতীয় উদ্ভিদের অবস্থা ঠিক পানির ন্যায় অর্থাৎ কাহারো অধিকৃত স্থানে পানির কূপ বা জলাশয় থাকিলে যেরূপ তৃষ্ণার্ত্ত নরনারী ও পশুদিগকে জলাশয়ের মালিক পানি দিতে বা তাহাদিগকে পানির নিকট যাইতে দিতে বাধ্য, ঠিক সেইরূপ কাহারো অধিকৃত ভূমিতে যদি তৃণজাতীয় উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে এবং পশুদের খাদ্যের অপর কোন চারণভূমি না থাকে, তাহা হইলে গবাদি পশুকে তাহার ভূমিতে প্রবেশ করিতে দিবার অথবা ঘাস কাটিয়া পশুপালকদের হস্তে সমর্পন করাইবার জন্য জনসাধারণ ভূমির মালিককে বাধ্য করিতে পারে এবং সে সম্মত না হইলে জনসাধারণ আপন অধিকারের প্রতিষ্ঠাকল্পে বলপ্রয়োগ করিলে অপরাধী হইবেনা।

চারণভূমি ছাড়া যে সকল জলাভূমিতে নলখাগড়ার বন জন্মে এবং যাহা আরাবী ভাষায়— আজাম (أجام) আর ফার্ছিতে (نيستان آبى) নামে কথিত হয়, তাহার উৎপন্ন উদ্ভিদের উপর ঘাসজাতীয় তৃণাদির ন্যায় সমানাধিকার নীতি প্রযুক্ত হইবেনা বলিয়া কাযী আবু ইউছুফ ও কাছানি প্রভৃতি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কাযী ছাহেব বলেন নলবনগুলি রম্‌নার ন্যায় নহে, ব্যক্তি বিশেষের অধিকৃত নলবনের জালানি ও খাগড়া মালিকের অনুমতি ছাড়া কেহ কর্ত্তন করিতে পারেনা, করিলে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। †

وليست الاجام كالمروج ليس لاحد ان يحتطب من اجمة احد الا باذنه فان فعل ضمن –

কাযী ছাহেব ইহার কারণস্বরূপ বলিয়াছেন যে, রম্‌না

* আল্ খিরাজ, ১২২-১২৪ পৃঃ।

† আল্‌বাদায়ে।

* আলবাদায়ে।

† কিতাবুল খিরাজ, ১২৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বা চারণভূমির কেহ ব্যক্তিগতভাবে মালিক হইতে পারেনা কিন্তু খাগ্ড়াবনের মালিক থাকিতে পারে এবং জমির মালিকের অপরকে তাহার অধিকৃত স্থানে প্রবেশ নিষেধ করার অধিকার রহিয়াছে। কাছানি বলেন, জালানিকাঠ ও খাগ্ড়া নলবনের মালিকের অধিকার-ভুক্ত। মালিক স্বয়ং জন্মাইবার চেষ্টা না করিলেও তাহার— অধিকৃত জমিতেই ওগুলি উৎপন্ন হইয়াছে। নল-খাগড়া বনের উদ্ভিদ সর্ব্বসাধারণের সম্পদরূপে গণ্য না হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কাহারো অধিকৃত বস্তু— হইতে যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহাও মালিকের অধিকারভুক্ত,——ইহাই হইতেছে এ সম্পর্কে মূল-নীতি। অবশ্য কতক বস্তু সম্পর্কে শরিআৎ উক্ত মূলনীতির মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটাইয়া সেগুলির ব্যবহার সর্ব্বসাধারণের জন্য বৈধ করিয়াছে। কিন্তু শরিআতের অনুমতি সীমা-বদ্ধ, সুতরাং সমানাধিকারের নীতিও কেবল— উল্লিখিত বস্তুসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

لان الحطب والقصب مملوكان لصاحب الاجمة' ينبتان على ملكه' وان لم يوجد منه الانبات اصلا —

الاصل ان يكون من المملوك مملوكا' الا ان الاباحة في بعض الاشياء تثبت على مخالفة الاصل بالشرع' والشرع ورد بها في اشياء مخصوصة' فيقتصر بها —

উল্লিখিত আলোচনার সাহায্যে প্রতীয়মান হয় যে, নলখাগ্ড়ার বনকে তৃণজাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে গণ্য করা হয় নাই, তৃণজাতীয় বলিয়া স্বীকৃত হইলে উহার জন্য পৃথক ব্যবস্থা সঙ্গত হইতনা এবং নলখাগড়ার উপরও সমানাধিকারের নীতি প্রযোজ্য হইত।

তৃণজাতীয় উদ্ভিদের সমানাধিকার লইয়া এক-দল বিদ্বান মতভেদ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, বিরাট প্রান্তর, পাহাড় এবং অনিধিকৃত ভূখণ্ড অর্থাৎ যে সকল স্থান সকলের অধিগম্য, সেই সকল স্থানে যে সকল গাছগাছড়া জন্মে, শুধু সেইগুলি সকল মানুষ সমান দাবীতে ব্যবহার— করিতে পারিবে এবং যে ব্যক্তি কাটিয়া পৃথক করিয়া লইবে, সেই উহার মালিক বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু কাহারো অধিকৃত ও পরিবেষ্টিত ভূমিতে— উৎপন্ন তৃণজাতীয় উদ্ভিদ জমির মালিকের বিনানু-মতিতে কেহ ব্যবহার করিতে পারিবে না। অপর পক্ষের সিদ্ধান্ত এই যে, অধিকৃত ও অনধিকৃত সকল প্রকার ভূমিতে উৎপন্ন তৃণজাতীয় উদ্ভিদ জমির মালিক ও অন্য ব্যক্তি তুল্যাধিকারে ব্যবহার করিতে পারিবে। *

قيل : المراد بالكلاء هنا هوالذي يكون في المواضع المباحة كالاودية والجبال والاراضي التي لامالك لها' واما ماكان قد احرز بعد قطعه فلا شركة فيه — واما النابت في الارض المملوكة والمتحجرة ففيه خلاف : فقيل مباح مطلقا' وقيل تابع للارض فيكون حكمه حكمها —

আমি বলিব, অনধিকৃত জমি পরিত্যক্ত (عادى) বা মৃত (موات) যাহাই হউক না কেন, যাহার কেহ মালিক নাই, তাহা সর্ব্বসাধারণের বা ষ্টেটের সম্পদ এবং তাহাতে উৎপন্ন সকল— প্রকার উদ্ভিদ ও ফলমূল সকলেই ভোগ করার অধিকারী। শুধু এই শ্রেণীর জমির উৎপন্ন তৃণ-জাতীয় উদ্ভিদে সমানাধিকারের নীতি সীমাবদ্ধ করার কোন অর্থ হয় না। কাযী আবুইউছফ বলিয়াছেন : যে বনের কেহ মালিক নাই, সে স্থান হইতে সকলেই জালানি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে পারে। অথবা যে জমির কেহ মালিক আছে কিনা, তাহা জানা নাই, সে জমি হইতেও জালানি সংগ্রহ করায় দোষ নাই। পাহাড়, চারণ-ভূমি ও প্রান্তরের ফল-

فان لم تكن في تلك لاحد ملك' فلابأس ان يحتطب منه جميع الناس' ولا بأس ان يحتطب مالم يعلم انه له مالك' وكذلك الثمار في الجبال والمروج والاودية من الشجر مالم يغرسه الناس — ولابأس بان يا كل من ثمارها ويتزود مالم يعلم ان ذلك في ملك انسان' وكذلك العسل يوجد في الجبال

* নায়লুল আওতার, (৫) ২৫৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মূল সম্বন্ধেও এই— والغياض فلابأس ان ياكله — ব্যবস্থা। অর্থাৎ কাহারো রোপিত না হইলে বা রোপনকারী কেহ আছে কিনা. অথবা ওগুলি—কাহারো অধিকারভুক্ত কিনা, তাহা জানা না থাকিলে সকলেই ভক্ষণ ও সংগ্রহ করার অধিকারী হইবে। এইরূপ পাহাড়ে ও জঙ্গলে যে মধু পাওয়া যায়, তাহাও সকলেই খাইতে পারে। *

অনধিকৃত জমি, মাঠ, পাহাড় ও চারণভূমি প্রভৃতির জালানি, ফলমূল এবং মধু প্রভৃতি সকলের উপভোগ্য সুতরাং তৃণ জাতীয় উদ্ভিদের বেলাতেও এই নির্দ্দেশের মধ্যে কোন ব্যতিক্রম থাকিতে পারে না এবং হাদিছে নির্দ্ধারিত রূপে তৃণজাতীয় উদ্ভিদ বা 'আলকলা'কে সাধারণ সম্পদে পরিণত করার কোন সার্থকতা থাকে না। অতএব হাদিছের প্রকাশ্য অর্থ অনুসারে উহার সমানাধিকার অধিকৃত ও অনধিকৃত উভয় প্রকার জমির ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের উপর প্রযুক্ত হইবে। পরবর্ত্তী আহলেহাদিছগণের অন্যতম ইমাম কাযী শওকানির মনেও এই প্রশ্ন জাগিয়াছে. তাই তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন : পানি ঘাস ও আগুনের উপর সমানাধিকার সাব্যস্ত হইবার হাদিছগুলি সম্মিলিত ভাবে উক্ত বস্তুত্রয়ের জন্য সাধারণ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, সুতরাং নির্দ্দিষ্ট দলিল ব্যতীত উক্ত সাধারণ নির্দ্দেশের মধ্যে ব্যতিক্রম ঘটিতে পারেনা এবং বস্তুত্রয়ের কোন একটীকে কোন অবস্থাতেই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত বিবেচনা করা যাইতে পারে না।

ان احاديث الباب تنتهض بمجموعها فتدل على الاشتراك فى الامور الثلاثة مطلقا' ولا يخرج شئى من ذالك الا بدليل يخص به عمومها' لابما هو اعم منها مطلقا' كالاحاديث القاضية بانه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه' لانها مع كونها اعم' انما تصلح للاحتجاج بها بعد ثبوت الملك وثبوته فى الامور الثلاثة محل النزاع —

কোন মুছলমানের সম্পদ যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে স্বেচ্ছায় দান না করে, অপর মুছলমানের জন্য হালাল নয়——ইত্যাকার ব্যাপক মর্ম্মের হাদিছের সাহায্যে উল্লিখিত সার্ব্বজনীন নির্দ্দেশকে সঙ্কোচিত করা যাইতে পারে না। পানি, ঘাস ও আগুন—এই তিন বস্তুর কোন একটী নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় যে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হইতে পারে, সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রমাণ দিতে হইবে, তবেই ব্যাপক হাদিছের নির্দ্দেশ প্রযুক্ত হইবে। *

অগ্নি—النار

পানি ও ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের ন্যায় আগুনকেও রছুলুল্লাহ (দঃ) সাধারণ সম্পদ রূপে গণ্য করিয়াছেন।

আগুনের ব্যাখ্যা :—

শাইখ মোহাম্মদ তাহের পট্টনী তাঁহার হাদিছ-কোষে লিখিয়াছেন, الشجر الذى يحتطبه الناس فيوقدونه — ইন্ধন রূপে যে বৃক্ষ লোকেরা প্রজ্জ্বলিত করে, তাহাকে আগুন বলা হয়। † আল্লামা কাছানি বলেন, النار اسم الجوهر' مضى دائم محركة علوا — আগুন এমন পদার্থের (Substance) নাম, যাহা সকল সময়ে ঊর্দ্ধ মুখে গতিশীল থাকে। ‡ কেহ কেহ বলেন الحجارة التى تورى النار اذا كانت فى موات الارض — আগুন জ্বালিবার যে পাথর———-চকমাক (Flint), অনধিকৃত ও অনাবাদি ইলাকায় পাওয়া যায়, হাদিছে বর্ণিত আগুন দ্বারা তাহাই বুঝাইবে। *

বর্ণিত ত্রিবিধ অর্থের মধ্যে দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে আগুনে সমানাধিকার সাব্যস্ত হওয়া সম্বন্ধে বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ নাই। কাছানি বলেন : ليس لمن اوقدها ان يمنع غيره من الاصطلاء بها لان النبى صلےالله عليه وسلم اثبت' الشركة فيها — যে আগুন জ্বালিয়াছে, তাহার অপর ব্যক্তিকে আগুন তাপিবার কার্য্যে নিষেধ করার অধিকার নাই. কারণ রছুলুল্লাহ (দঃ) আগুনে সকলের—

* কিতাবুল খিরাজ, ১২৪ পৃঃ।

* নায়লুল আওতার, (৫) ২৫৯ পৃঃ।

† মজমাউলবিহার (১) ১৮৯ পৃঃ।

‡ আলবাদায়ে।

www.ahlehadeethbd.org

অধিকার বলবৎ রাখিয়াছেন। *

আগুন তাপিবার কথা শুধু দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, অন্যের প্রজ্জলিত আগুন হইতে সকলেই উত্তাপ ও আলোক গ্রহণ করার অধিকারী এবং তজ্জন্য যে আগুন জ্বালিয়াছে সে অন্যের নিকট হইতে মূল্য আদায় করিতে পারিবে না। কোন ব্যক্তি তাহার প্রদীপ যদি অন্যের প্রজ্জলিত দীপশিখা হইতে কিংবা—তাহার উনান অন্যের প্রজ্জলিত উনান হইতে জ্বালাইয়া লইতে চায়, তাহাকে নিষেধ করা চলিবে না।

এইরূপ অনধিকৃত স্থান হইতে যদি কেহ চকমাকের নুড়ি সংগ্রহ করে, তজ্জন্য তাহাকে নিষেধ করা হইবে না।

কিন্তু আগুনের অর্থ যদি **ইন্ধন** (কাঠ, পাথর-কয়লা বা কেরোসিন) ধরা যায়, তাহা হইলে মুশকিল! প্রজ্জলিত হুতাশনে সকলেরই অধিকার আছে, কিন্তু একজনের সংগৃহীত কাঠ, পাথর কয়লা ও কেরোসিনে অপরের দাবী কি করিয়া স্বীকৃত হইবে? কাঠ, কয়লা ও কেরোসিন মৌলিকভাবে সাধারণ সম্পদ রূপে সাধারণতঃ গৃহীত হইলেও সংগ্রহ করার পর সংগ্রহকারী ছাড়া অপর কোন ব্যক্তি উল্লিখিত বস্তুসমূহের অধিকারী হইতে পারে না। আল্লামা কাছানি বলেন : জলন্ত অঙ্গার আগুন নয়, উহা মালিকের অধিকারভুক্ত। সুতরাং তাহার অন্যান্য সম্পদের ন্যায় সে উহার ব্যবহার নিষেধ করার অধিকারী।

فاما الجمر فليس بنار وهو مملوك لصاحبه فله حق المنع كسائر املاكه –

হুজ্জাতুল ইছলাম দেহলভী এ প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা শেষ করিতেছি। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তিনটী জিনিষে সকল মুছলমান পরস্পরের শরিক, যথা পানি, তৃণ ও আগুন। আমি বলিতে চাই, যে পানি, তৃণ বা আগুনে ব্যক্তিগত অধিকার সাব্যস্ত, তাহার মধ্যেই অন্যান্য মুছলমানকে শরিক করিয়া তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহারের সমীচীনতাকে দৃঢ়ীভূত করা হইয়াছে আর যে পানি, তৃণ বা আগুন কাহারো অধিকৃত নয়, সে সম্পর্কে শরিআতের নির্দ্দেশ সুস্পষ্ট।*

قال صلى الله عليه وسلم : المسلمون شركاء فى ثلث : فى الماء والكلاء والنار – اقول يتلاكى استحباب المواسات فى هذه فيما كان مملوكا ومما ليس بمملوك امره ظاهر –

ইছলামি অর্থনীতির যে সকল সূত্রে সমানাধিকারের নীতি বলবৎ রাখা হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যা মোটামুটি ভাবে অদ্য সমাপ্ত হইল। আল্লাহর তওফিক ও সাহায্য সহচর থাকিলে ক্রমশঃ অপরাপর সূত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইব। আমার প্রদত্ত ব্যাখ্যাগুলি যে অবিসম্বাদিত ও নির্ভুল এরূপ দাবী আমার নাই। ইছলামি অর্থনীতি সম্পর্কে আমাদের জাতীয় ও মাতৃ ভাষার সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ নাই, আরাবী সাহিত্যে যাহা সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা এত বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত যে বৈজ্ঞানিক রীতিতে এক ব্যক্তির পক্ষে উহার চয়ন ও সম্পাদন এক দুরূহ ব্যাপার, অথচ পাকিস্তান কায়েম হইবার পর, বিশেষতঃ গণপরিষদে উদ্দেশ্য প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর ইছলামি অর্থনীতির স্বরূপ ও আকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হওয়া জাতীয় অপরাধের অন্তর্গত। যোগ্য ব্যক্তিদের নিশ্চেষ্টতার দরুণ একদল অনভিজ্ঞ ইছলামের অর্থনৈতিক আদর্শ ও ব্যবস্থার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করিতে চাহিতেছেন এবং বিজাতীয় নিরীশ্বরবাদী আর্থিক ব্যবস্থা মুছলমানদের ঘাড়ে চাপাইবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন। যাহাতে ইছলামি অর্থনীতির মৌলিক গবেষণার কার্য্য অবিলম্বে আরম্ভ হয়, পূর্ব্বপাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজকে তজ্জন্য প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে বহুরূপী অক্ষমতা সত্ত্বেও এই শ্রম স্বীকার করা হইতেছে।

داديم ترا زگنج مقصود نشاں

گرما نرسيديم تو شايد برسى !

* নয়লুল-আওতার (৫) ২৫৯ পৃঃ

* হুজ্জাতুল্-লাহিল বালিগাহ, ৩০০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

পাক ভারত চুক্তিপত্রের শর্ত্তাবলী—

———০:)(::)(:০———

বিগত ৭ই এপ্রিল তারিখে পাকিস্তান ও ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠ দুই সম্প্রদায়ের সমস্যার সমাধানকল্পে উভয় রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় জনাব লিয়াকৎআলিখান ছাহেব ও পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহ্রু দিল্লীতে যে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহার শর্ত্তাবলীর অনুলিপি 'তর্জুমানুল হাদিছে'র পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(ক) ভারত ও পাকিস্তান সরকার একান্তভাবে স্বীকার করিতেছেন যে, ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে নিজ দেশের সমগ্র অঞ্চলের প্রত্যেক সংখ্যালঘিষ্ঠ সমাজকে পূর্ণ নাগরিক অধিকার দেওয়া হইবে ; ধন প্রাণ, সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত মর্য্যাদা সম্পর্কে পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়া হইবে ; নিজ নিজ দেশে তাঁহাদের চলাচলের স্বাধীনতা দেওয়া হইবে এবং আইন ও নৈতিক ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের প্রত্যেককে বৃত্তি গ্রহণের ও ধর্ম্মাচরণের স্বাধীনতা দেওয়া হইবে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়েরও নাগরিক জীবন যাপনে সমান সুযোগ থাকিবে, রাজনৈতিক অপর যে কোনও রকম কাজে তাঁহারা যোগ দিতে পারিবেন, দেশের সামরিক ও অসামরিক বিভাগে বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিবেন।

উভয় সরকারই ঘোষণা করিতেছেন যে, এই সকল অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং ইহা কার্য্যকরী করার দায়িত্ব উভয় সরকারই গ্রহণ করিতেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন যে, ভারতের শাসনতন্ত্রেই ভারতের প্রত্যেক সংখ্যালঘিষ্ঠকে এই সকল অধিকার দেওয়া হইয়াছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীও জানাইয়াছেন যে, পাক গণ-পরিষদে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শ সম্পর্কে যে উদ্দেশ্য প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহাতেও এই সকল অধিকারের উল্লেখ রহিয়াছে। নির্ব্বিচারে প্রত্যেক সংখ্যালঘিষ্ঠকে এই সকল অধিকার ভোগ করিতে দেওয়া উভয় সরকারেরই নীতি।

উভয় সরকারই দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে, সংখ্যালঘিষ্ঠগণ যে রাষ্ট্রে অবস্থান করিবেন, তাঁহাদের পূর্ণ আনুগত্যও সেই রাষ্ট্রের প্রতি থাকিবে এবং নিজেদের অভাব অভিযোগ পূরণের জন্য তাঁহারা নিজ নিজ সরকারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবেন।

অস্থাবর সম্পত্তি সঙ্গে লওয়ার ব্যবস্থা :—

(খ) পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা অর্থাৎ যে সকল স্থানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইয়াছে সেই সকল স্থানের বাস্তুত্যাগীদের সম্পর্কে উভয় সরকারের মধ্যে নিম্নোক্তরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে—

(১) বাস্তুত্যাগীদের যাতায়াতের স্বাধীনতা থাকিবে এবং যাতায়াতকালে তাঁহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক বাস্তুত্যাগী তাঁহার ইচ্ছামত যতটা খুশী ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তি এবং ঘরকন্নার জিনিষপত্র সঙ্গে লইতে পারিবেন। অস্থাবর সম্পত্তি বলিতে ব্যক্তিগত গহণাপত্রও বুঝাইবে। প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে ১৫০৲ (দেড় শত টাকা) এবং শিশুর জন্য ৭৫৲ (পঁচাত্তর টাকা) লইয়া যাইতে পারিবেন।

(৩) বাস্তুত্যাগী ইচ্ছা করিলে তাঁহার ব্যক্তিগত নগদ টাকা ও গহণাপত্র সঙ্গে না লইয়া ব্যাঙ্কেও জমা দিতে পারিবেন। যে পরিমাণ টাকা ও গহণাপত্র যে ব্যাঙ্কে জমা দিবেন, তাহার জন্য তাঁহাকে উপযুক্ত রসিদ দিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে তিনি যাহাতে সেগুলি নিজের কাছে স্থানান্তরিত করিয়া লইতে পারেন তাহারও সুযোগ দিতে হইবে, তবে নগদ টাকা সম্পর্কে নিজ নিজ সরকারের বিনিময় নিয়ন্ত্রণের বিধিনিষেধের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

শুল্ক বিভাগীয় হয়রানি বন্ধ

(৪) শুল্ক কর্ত্তৃপক্ষ বাস্তুত্যাগীদিগকে কোন রকমে হয়রান করিতে পারিবেন না। এই ব্যবস্থা যাহাতে কার্য্যকরী হয় তজ্জন্য এক রাষ্ট্রের প্রত্যেক শুল্ককেন্দ্রে অপর সরকারের যোগাযোগ-রক্ষা অফিসার থাকিবেন।

স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যবস্থা—

(৫) বাস্তুত্যাগীর স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কে কোনরকম রদবদল করা চলিবে না।—তাঁহার অনুপস্থিতিকালে সেই সম্পত্তি যদি অপর কেহ দখল করিতে থাকে তবে ১৯৫০ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সেই সম্পত্তি সেই বাস্তুত্যাগী মালিককেই ফিরাইয়া দিতে হইবে। বাস্তুত্যাগী যদি আবাদী চাষী বা প্রজা হন, তবে সেক্ষেত্রেও ৩১শে ডিসেম্বরের (১৯৫০) মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাকে উহা ফিরাইয়া দিতে হইবে। তবে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে সরকার যদি মনে করেন যে, বাস্তুত্যাগীকে তাঁহার স্থাবর সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া অসম্ভব তবে সে সম্পর্কে পরামর্শের জন্য তাহা উপযুক্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ সমাজের কমিশনের নিকট প্রেরিত হইবে।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও সরকার যদি তাঁহার স্থাবর সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া সম্ভব নয় বলিয়া মনে করেন তবে সরকার তাঁহার পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা করিবেন।

(৬) কোন বাস্তুত্যাগী যদি স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না চাহেন তবে সেই সম্পত্তির—মালিকানা তাঁহারই থাকিবে এবং বিক্রয় বা অপর দেশের বাস্তুত্যাগীর সঙ্গে বিনিময় করিয়া লইবার বা অন্য যে কোন প্রকার বিলি ব্যবস্থা করিবার পূর্ণ অধিকার তাঁহার থাকিবে। সম্পত্তির ট্রাষ্টি হিসাবে কাজ করিবার জন্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের তিনজন প্রতিনিধি লইয়া এক কমিটি গঠন করা হইবে এবং সরকারের একজন প্রতিনিধি এই কমিটির সভাপতি থাকিবেন। প্রচলিত আইন—অনুসারে বাস্তুত্যাগীর সম্পত্তির রাজস্ব আদায়ের অধিকার এই কমিটির থাকিবে।

এইরূপ কমিটি গঠনের জন্য পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা সরকার প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিবেন।

প্রাদেশিক বা উপরাষ্ট্র সরকার জেলা কর্ত্তৃপক্ষ বা উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষকে কমিটির কার্য্যভার সম্পাদনে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবার নির্দ্দেশ দিবেন।

১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্টের পরের বাস্তুত্যাগীদের সম্পর্কে প্রস্তাব—

যে সকল বাস্তুত্যাগী সাম্প্রতিক হাঙ্গামার পূর্ব্বে কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পরে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ভারতের যে কোনও স্থানে আসিয়াছেন অথবা পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা হইতে পাকিস্তানের যে কোন অংশে গিয়াছেন, তাঁহাদের ক্ষেত্রেও এই অনুচ্ছেদের ধারাগুলি প্রযোজ্য হইবে।

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার দরুণ অথবা ভয়ে যাহারা বিহার ছাড়িয়া পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছেন তাঁহাদের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য হইবে।

(গ) পূর্ব্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও—ত্রিপুরা সম্পর্কে উভয় সরকার নিম্নোক্ত বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন—

(১) উভয় সরকারই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার জন্য চেষ্টা করিয়া যাইবেন এবং হাঙ্গামা যাহাতে পুনরায় না ঘটে তজ্জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

(২) যাহারা ধনপ্রাণ বিনষ্ট করার বা অপর কোন অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইবে তাহাদের শাস্তি দিতে হইবে।

পুনঃ পুনঃ হাঙ্গামা হইতে থাকিলে এবং প্রয়োজন হইলে পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করা হইবে। দুষ্কৃতকারীদিগকে দ্রুত শাস্তিদানের জন্য প্রয়োজন হইলে বিশেষ আদালত স্থাপন করা হইবে।

(৩) লুণ্ঠিত দ্রব্য উদ্ধারের জন্য উভয় সরকারই যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

(৪) অপহৃতা নারীর উদ্ধারকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধি লইয়া

www.ahlehadeethbd.org

অবিলম্বে একটি এজেন্সী গঠন করা হইবে।

(৫) বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত করার কার্য্য স্বীকৃত হইবে না, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাকালে যাহাদিগকে ধর্ম্মান্তরিত করা হইয়াছে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত করা হইয়াছে বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইবে। যাহারা ধর্ম্মান্তরিত করিয়াছে তাহাদের শাস্তি দেওয়া হইবে।

(৬) সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কারণ এবং ব্যাপকতা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য অবিলম্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা— হইবে। ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ হাঙ্গামা না ঘটে তাহার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার কমিশন সে বিষয়েও সুফারিশ করিবেন। হাই-কোর্টের কোন বিচারপতি ইহার সভাপতি হইবেন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদের আস্থাভাজন ব্যক্তিরাই ইহার সদস্য থাকিবেন।

(৭) সংবাদপত্র, বেতার, ব্যক্তিবিশেষ বা— প্রতিষ্ঠান বিশেষ দ্বারা অতিরঞ্জিত সংবাদ বা সাম্প্র-দায়িক বিদ্বেষ জাগ্রত হইতে পারে এরূপ উক্তির প্রচার বন্ধ করার জন্য দ্রুত উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। যাহারা এই বিষয়ে দোষী হইবে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

(৮) এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অখণ্ড-তার বিরুদ্ধে প্রচার এবং উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের প্ররোচনা যোগাইতে পারে এরূপ প্রচার বন্ধ করিতে হইবে। ব্যক্তি বিশেষ বা কোন প্রতিষ্ঠান এরূপ প্রচারে নিযুক্ত থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে দ্রুত এবং কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(ঘ) চুক্তির (গ) অনুচ্ছেদের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭ ও ৮ ধারা সাধারণভাবে এবং প্রয়োজন অনুসারে ভারত বা পাকিস্তানের যে কোনও অংশে প্রযোজ্য।

(ঙ) বাস্তুত্যাগীরা যাহাতে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যে তাঁহাদের মনে আস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য উভয় সরকার নিম্নোক্তরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

(১) যতদিন প্রয়োজন হইবে, ততদিন বাস-করার জন্য উভয় সরকার একজন করিয়া মন্ত্রী অপর রাষ্ট্রে প্রেরণ করিবেন।

(২) পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের মন্ত্রিসভায় একজন করিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইবে। পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে একটি করিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠদলের কমিশনও গঠিত হইবে।

সংখ্যালঘু কমিশন গঠন

(চ) পূর্ব্বোক্ত (ঙ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত উপদ্রুত অঞ্চলে দুইজন মন্ত্রীর অবস্থানের ব্যবস্থা ছাড়াও এই চুক্তি কার্য্যকরী করার উদ্দেশ্যে উভয় সরকার পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামে একটী করিয়া সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই কমিশন নিম্নোক্ত প্রকারে গঠিত হইবে এবং তাহার কার্য্যক্রম নিম্নোক্তরূপ হইবে—

(১) প্রত্যেক কমিশনে একজন প্রাদেশিক মন্ত্রী থাকিবেন এবং তিনিই ইহার সভাপতি হই-বেন। পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের পরিষদে সংখ্যালঘিষ্ঠদের যে সকল প্রতিনিধি আছেন তাহা-দের মধ্য হইতেই মনোনীত একজনকে ঐ প্রদেশের কমিশনে লওয়া হইবে এবং অনুরূপভাবে সংখ্যা-লঘিষ্ঠদেরও একজন প্রতিনিধি কমিশনে গ্রহণ করা হইবে।

(২) ভারত ও পাকিস্তানের দুইজন মন্ত্রী কমিশনের যে কোনও বৈঠকে যোগ দিতে পারিবেন, এই চুক্তি সন্তোষজনকভাবে কার্য্যকরী করিবার জন্য উভয় রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্য প্রয়োজন বোধ করিলে যে কোনও একটি বা দুইটি সংখ্যালঘিষ্ঠ কমিশনের মিলিত বৈঠক আহ্বান করিতে পারিবেন।

(৩) যথাযথভাবে কার্য্য পরিচালনার জন্য— প্রত্যেক কমিশনই কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে এবং নিজেদের কার্য্যক্রম নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৪) প্রত্যেক কমিশন বিভিন্ন জেলায় সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিবেন। ১৯৪৮ সালের আন্তঃডোমিনিয়ন চুক্তি অনুসারে

www.ahlehadeethbd.org

গঠিত সংখ্যালঘিষ্ঠ বোর্ডের মধ্যস্থতায় প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া ক্ষুদ্র কার্যালয় থাকিবে।

(৫) আন্তঃডোমিনিয়ন চুক্তি অনুসারে পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গে গঠিত সংখ্যালঘিষ্ঠ বোর্ডের স্থান উক্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ কমিশন গ্রহণ করিবেন।

(৬) উভয় কেন্দ্রীয় সরকারের দুইজন মন্ত্রী প্রয়োজন মত মাঝে মাঝে ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের সঙ্গে পরামর্শ করিবেন।

(৭) সংখ্যালঘিষ্ঠ কমিশনের কার্য্যাবলী এই রূপ হইবে: (ক) এই চুক্তি কার্য্যকরী করা হইতেছে কিনা তাহা দেখা এবং তৎসম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করা কোথাও চুক্তিভঙ্গ করা হইয়াছে কি না এবং চুক্তি পালনে অবহেলা করা হইতেছে কি না তৎপ্রতিও ইহারা লক্ষ্য রাখিবেন। (খ) তাঁহাদের ছুফারিশ অনুসারে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তৎসম্পর্কে পরামর্শ দিবেন।

(৮) প্রয়োজন হইলে প্রত্যেক কমিশনকে প্রাদেশিক সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করিতে হইবে। সেই সঙ্গে তাঁহাদের রিপোর্টের অনুলিপি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার দুইজন সদস্যের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে

(৯) কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মন্ত্রিগণ কমিশনের রিপোর্টে সম্মতি দিলে ভারত ও পাকিস্তান সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহ নিজ নিজ রিপোর্টে যতটা প্রযোজ্য ততটা কার্য্যকরী করিবেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে মতভেদ হইলে বিষয়টি ভারত ও পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রিদ্বয়ের নিকট পেশ করিতে হইবে। হয় তাঁহারা নিজেরাই তাহার মীমাংসা করিবেন আর না হয় মীমাংসার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন।

(১০) ত্রিপুরা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদ্বয়—এক কমিশন গঠন করিবেন এবং চুক্তি অনুসারে কমিশনের নির্দ্ধারিত কার্য্যভার তাহার উপর অর্পণ করিবেন। (ঙ) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে সংখ্যালঘিষ্ঠ কমিশনের কার্য্যভার সম্পাদনের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদ্বয় উপযুক্ত সংস্থা গঠনের ছুফারেশ করিবেন।

এই চুক্তি দ্বারা সংশোধিত না হইলে ১৯৪৮ সালের আন্তঃডোমিয়ন চুক্তিও বহাল থাকিবে।

জাগ্‌রে বেহুস নওজোয়ান

আবদুল আজীজ ওয়ারেছী

ঘুমের সময় নাইরে এখন, জাগ্‌রে বেহুস নওজোয়ান,
আর কতকাল গাফেল থেকে হারাবি তোর কীর্ত্তিমান?
দূর অতীতের স্বপন দেখে লাভ কি আছে, বল না বল?
সে স্মৃতিভার বুকে নিয়ে সমুখ পানে এগিয়ে চল।
যার বলে তুই করলি শাসন এই বিপুলা বিশ্বখান
সেই ঈমান আর সেই বাজুর বল আবার তোরা ফিরিয়ে আন।
চাই না আজি বাক্যবাগীশ, চাই শুধুরে কর্ম্মবীর
অন্তরে যার তওহিদ-মন্ত্র, আলীর মত উচ্চ শির।
ভয় ভাবনা নাশ করি চল, বীরকেশরী নবীন দল,
আল্লাহ্ আছেন সাথী মোদের, কোরআন মোদের বাজুর বল।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ادارية
সাময়িক প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم —

'তর্জুমানে'র যুক্ত-সংখ্যা ঃ

এবারে জুমাদিল আখেরা ও রজবুল মুরাজ্জবের 'তর্জুমানুলহাদিছ' একসঙ্গে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার প্রধান কারণ সম্পাদকের শারীরিক অযোগ্যতা। তাহার পুরাতন পীড়ার বিগত কয়েকমাস হইতে ঘন ঘন প্রাণান্তকর আক্রমণের ফলে মাসিক ন্যূনাধিক দশদিন করিয়া তাহাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হয়। পক্ষান্তরে ইছলামি দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির সময়োপযোগী ব্যাখ্যার জন্য আমরা গোড়াগুড়ি হইতে পূর্ব্বপাকিস্তানের সাহিত্যিক ও মনীষীমণ্ডলীর যে সহযোগ প্রত্যাশা করিয়া আসিতেছিলাম, আমাদের সে আশা আজো ফলবতী হয় নাই। সুতরাং সাময়িক প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিনামা প্রবন্ধ সম্পাদককেই তাহার রোগশয্যায় বসিয়া লিখিতে এবং সম্পাদকীয় অন্যান্য করণীয়গুলিও অধিকন্তুভাবে সম্পন্ন করিয়া যাইতে হয়। ইহার ফলে বিগত দুইমাস হইতে 'তর্জুমান' নিয়মিতরূপে প্রকাশ—করা সম্ভবপর হয় নাই। পত্রিকার প্রচার নিয়মিত করার বাসনায় প্রায় দেড়গুণ কলেবরে আমরা 'তর্জুমানে'র দুই সংখ্যা যুক্তাকারে বর্ত্তমান মাসে প্রকাশ করিতেছি। আশাকরি আমাদের উদ্দেশ্য সহানুভূতির যোগ্য বিবেচিত হইবে।

বন্ধুগণের কাছে আরয ঃ

জমঈয়তে আহলেহাদিছের সভ্য ও হিতৈষীবৃন্দ এবং বন্ধুবান্ধব জমঈয়তের সভাপতি ও 'তর্জুমানে'র সম্পাদকরূপে এই দীন খাদিমকে সভাসমিতি উপলক্ষে এবং ফতওয়া ফারায়েয ও অন্যান্য বহুরূপী প্রয়োজনের তাকিদে অনেক চিঠিপত্র লিখিয়া—থাকেন। পত্রের জওয়াব লেখা নৈতিককর্ত্তব্য, কিন্তু স্বাস্থ্য ও সময়ের অপ্রতিকূলতার জন্য এই কর্ত্তব্য সমাধা করা সম্পাদকের পক্ষে সম্ভবপর নয় আর সভাসমিতিতে যোগদানের কথা প্রশ্নের সম্পূর্ণ—বহির্ভূত। হতভাগ্য খাদিমের অবস্থা বিবেচনা করিয়া বন্ধুগণ পত্রাদি ব্যবহার করিলে তাঁহারা ও আমরা উভয়েই উপকৃত হইতে পারিব।

পাক-ভারত শান্তি-চুক্তি ঃ—

মুষ্টিমেয় সুস্থ-বুদ্ধি সম্পন্ন লোক ব্যতীত ভারত-রাষ্ট্রের বৃহত্তম সমাজ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব্বাভাষ স্বরূপ সারা ভারতের বিশেষ করিয়া পশ্চিম বাঙ্গালা, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যের নগর নগরী ও পল্লী অঞ্চলের অসহায় সংখ্যালঘিষ্ঠ মুছলমান সম্প্রদায়কে সমূলে নিশ্চিহ্ন, নির্ব্বাসিত ও সর্ব্বস্বান্ত করার দুরভিসন্ধিতে বিগত জানুয়ারী হইতে তাঁহাদের উপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড, পাশবিক অত্যাচার, অগ্নিকাণ্ড, লুণ্ঠন ও উৎসাদনের নারকীয় উৎসব আরম্ভ করিয়াদিয়াছিল এবং তাহার অন্যায় ও অসৎ প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পূর্ব্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলেও অশান্তি ও উপদ্রবের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ইহার ফলে উভয় রাষ্ট্রে কোটী কোটী মানব সন্তানের জীবন, স্বাধীনতা ও ধনসম্পদ এবং নবগঠিত রাষ্ট্রদ্বয়ের শাসন শৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব সভায় পাক-ভারতের মর্য্যাদা বিপন্ন ও বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম ঘটিয়াছিল। মানবত্বের দুরপনেয় কলঙ্ক এবং আত্মঘাতী আচরণের ভয়াবহ পরিণাম চিন্তা করিয়া যখন উভয় রাষ্ট্রের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নাগরিকগণ গভীর উদ্বেগ ও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছিলেন, ঠিক সেই সংকট মুহূর্ত্তে আত্মগৌরব ও প্রেস্টিজের অবান্তর প্রশ্নকে তুচ্ছ করিয়া পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকৎআলি খান ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহ্রুর আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং পাক-ভারতের কোটী কোটী মানব সন্তানকে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ও অপরিসীম লাঞ্ছনার শয়তানি কবল হইতে উদ্ধার করার জন্য উভয়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রাষ্ট্রের বিক্ষুব্ধ ও উত্তপ্ত পরিস্থিতিকে প্রশান্ত ও সুশীতল করার দৃঢ় সংকল্প লইয়া সদল বলে দিল্লী উপস্থিত হইলেন। ২রা এপ্রিল হইতে ৮ই এপ্রিল পর্য্যন্ত গুরুতর সমস্যাগুলির সকল দিক গভীরভাবে তলাইয়া এবং ভারত মন্ত্রী-সভার সভ্যবৃন্দ ও সরকারী কর্ম্মচারীগণের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়া এবং সকল কথা আন্তরিকতার সহিত আলোচনা করিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের সমস্যার সমাধানকল্পে উভয় রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় এক চুক্তিপত্রে সমবেত ভাবে স্বাক্ষর করিয়াছেন। চুক্তিপত্রের অনুলিপি 'তর্জুমানে'র পৃষ্ঠায় আদ্যোপান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। চুক্তি সম্পর্কে আমাদের অভিমত ব্যক্ত করার পূর্ব্বে উভয় রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের প্রচেষ্টা যে বিফল হয় নাই এবং তাঁহারা মোটের উপর সম্মিলিত ভাবে যে কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা সর্ব্বপ্রথম আল্লাহর শোক্‌র আদা করিতেছি। অতঃপর পণ্ডিত জওয়াহেরলালকে তাঁহার আন্তরিকতাপূর্ণ প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ এবং পাক-প্রধানমন্ত্রীর ঐতিহাসিক শান্তি অভিযানের জন্য তাঁহাকে মুবারকবাদ জ্ঞাপন করিতেছি আর বলিতেছি

اجرش دهد خدائے که کردست یاوری
باں کساں که یاور و نا صرندا شتند انی !

একটী প্রশ্ন :—

সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের ধন প্রাণ, সংস্কৃতি, ব্যক্তিগত মর্য্যাদার পূর্ণ নিরাপত্তা, তাঁহাদের ধর্ম্মাচরণের স্বাধীনতা, সকল বিভাগে বৃত্তি গ্রহণের অধিকার এবং চলাফেরার স্বাধীনতা সম্পর্কিত মৌলিক অধিকার গুলি ভারতের শাসনতন্ত্রে এবং পাকিস্তান গঠনতন্ত্রের উদ্দেশ্য প্রস্তাবে বহু পূর্ব্বেই স্বীকৃত এবং জনগণের মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইয়াছিল। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, উভয় রাষ্ট্রের পার্লামেণ্ট কর্তৃক বিঘোষিত বিশ্ব-বিশ্রুত মৌলিক অধিকার হইতে সংখ্যালঘিষ্ঠ সমাজ বঞ্চিত হইলেন কেন? এই প্রশ্নের সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত লিয়াকৎ-নেহ্‌রু শান্তি চুক্তির সার্থকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। যেসকল কারণপরম্পরায় মৌলিক অধিকারের (Fundamental Rights) প্রতিশ্রুতি অতীত ও বর্ত্তমানে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে, সেগুলির মূলোচ্ছেদ না হওয়া পর্য্যন্ত সাম্প্রতিক চুক্তিও যে ভবিষ্যতে শূন্যগর্ভ প্রতিপন্ন হইবে না, পাক ভারতের জনমণ্ডলী সে সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইবেন কেমন করিয়া?

فان كنت لاتدرى فتلك مصيبة
وان كنت تدرى فالمصيبة اعظم !

চুক্তির গুরুত্ব :—

কিন্তু খোদানাখাস্তা সাম্প্রতিক চুক্তি ব্যর্থতায় পরিণত হইলেও উহার প্রকৃত মূল্য ও গুরুত্ব খর্ব্ব হয় না। যে সকল কারণে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল অত্যাচারিত হইয়াছেন বা ভবিষ্যতে হইতে পারেন, নেহ্‌রু-লিয়াকৎ চুক্তিপত্রটী সন্দেহাতীত ভাবে আমাদিগকে তাহার সন্ধান দিয়াছে এবং নিঃসংশয়ে ইহা প্রমাণিত করিয়াছে যে, যাহার দ্বারাই হউক আর যেরূপেই হউক, চুক্তিপত্রে বর্ণিত বিষয়বস্তু সমূহের সম্পূর্ণ বা আংশিক রূপায়ণের ত্রুটীর ফলে এ যাবৎ যে রূপ সংখ্যালঘিষ্ঠ সমাজ বিপন্ন হইয়া আসিতেছেন, ভবিষ্যতেও হইতে পারেন। সাম্প্রতিক চুক্তিতে যে সকল শর্ত্ত পরিগৃহীত হইয়াছে, বর্ত্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলিকে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের দুঃখ দুর্দ্দশার উত্তম প্রতিষেধক বলিয়া আমরা মানিয়া লইতেছি এবং যে পক্ষ চুক্তির শর্ত্তসমূহের সামগ্রিক বা আংশিক ভাবে একটি ধারাও কার্য্যকরী করিতে সমর্থ হইবেন, ভাবী শান্তিভঙ্গের জন্য যে তাহাকেই দায়ী হইতে হইবে পূর্ব্বাহ্নেই তাহা ঘোষণা করিতেছি।

বিচার বিভ্রান্ :—

দুষ্কৃতকারীর দল আপন দুষ্কার্য্যের সমর্থনে অপর পক্ষের দোষ উল্লেখ করিয়া নিজের অপরাধের গুরুত্বকে লঘু করিতে অথবা একদম নিরপরাধ সাজিতে চায়। অপরাধীর এই আচরণ যেরূপ গর্হিত, বিচারকদের পক্ষেও আবার স্থান, কাল, পাত্র, অবস্থা, উদ্দেশ্য ও পরিমাণ নির্ব্বিশেষে সকল অপরাধকে সমপর্য্যায়ভুক্ত করা তেমনি নিন্দার্হ।— ইহাতে নিরপেক্ষতার একটা ভান পরিদৃষ্ট হইলেও এই আচরণদ্বারা অলক্ষিতে গুরুতর অপরাধীর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দল প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দুঃখের সহিত—স্বীকার করিতেছি যে, আমরা চুক্তি-পত্রের মধ্যে উল্লিখিত রূপ নিরপেক্ষতার একটা অশোভনীয় ভান অনুভব করিয়াছি। শর্ত্তগুলি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া গেলে মুহূর্ত্তের জন্যও এরূপ ধারণা মনে জাগ্রত হয়না যে পাকিস্তান সরকার সাধারণ জনমণ্ডলীর ন্যায্য অধিকার তাহাদিগকে সম্যকরূপে বুঝাইয়া দিতে না পারিলেও অন্ততঃ সংখ্যালঘিষ্ঠ-দল সম্পর্কে বিঘোষিত তাহার মৌলিক অধিকারের প্রতিশ্রুতি এক দিনের তরেও ভঙ্গ করে নাই। পূর্ব্ব-পাকিস্তানে সৈন্য, পুলিশ ও সরকারী কর্ম্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশব্যাপী হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠনের কাহিনী তাহার প্রোপাগাণ্ডাকুশলী প্রতিপক্ষও আজ পর্য্যন্ত রচনা করিতে পারে নাই, একটী হিন্দু মন্দিরকেও আজ পর্য্যন্ত মছ্‌জিদ বা বাসস্থানে পরিণত করা হয় নাই। ব্যাপক ভাবে হিন্দুদের ঘরবাড়ী অধিকৃত হয় নাই। আজ পর্য্যন্ত হিন্দুরা স্বস্ব গৃহে তালা বন্ধ করিয়া বা অন্য গৃহে নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তিকে পাহারায় বসাইয়া পশ্চিম বাঙ্গালা ও আসামের পরিভ্রমণ, পরিদর্শন ও প্রচারণার কার্য্যে সাপ্তাহিক ও মাসিক ছফরে মশ্‌গুল রহিয়াছেন! বিভিন্ন সহরের আলো ও ট্রান্সপোর্ট প্রভৃতি আজ পর্য্যন্ত তাঁহারাই যদৃচ্ছা নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ সমাজের কর্ম্মচারীদের ইঙ্গিতেই সকল কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। ভারত রাষ্ট্রে গরু যবহ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে ঊর্দ্ধ যব্‌হের কাজ যেরূপ যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করা হইয়াছে, পূর্ব্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের নিত্যনৈমিত্তিক প্রতিমা পূজা ও সংস্কৃতিমূলক কোন কার্য্যে একান্ত অযোগ্যতার সঙ্গেও কেহ হস্তক্ষেপ করে নাই। তথাপি চুক্তিপত্র পাঠ করিয়া মনে হয়, পূর্ব্ব পাকিস্তানও যেন পশ্চিমবাঙ্গালা, আসাম, ত্রিপুরা ও কোচবিহারের মতই তুল্যরূপে মৌলিক অধিকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী অথবা তাহা প্রতিপালন করিতে অসমর্থ!

প্রতিশোধ নীতির নিন্দাবাদ :—

আমাদের কথার তাৎপর্য্য ইহা নয় যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানের কোন স্থানেই কোন দিনের তরেও সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের কোন ব্যক্তি অত্যাচারিত হন নাই, অথবা প্রকারান্তরে আমরা প্রতিশোধ নীতির সমর্থন করিয়া মুছলমানগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অনাচারের বৈধতা প্রমাণিত করিতে চাহিতেছি। এতদুভয়ের একটীও আমাদের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য নয়। আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহ! আমরা ইছ্‌লামি নীতিতে আস্থাবান, আমরা আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করি যে, একের অপরাধের জন্য অপরকে শাস্তি প্রদান করার নাম প্রতিশোধ নয়, উহার নাম যুল্‌ম! উহা গুরুতর পাপ! কোর্‌আন কর্ত্তৃক পৌনঃপুনিক ভাবে বিঘোষিত "কোন ولا تزر وازرة وزر اخرى ভারবাহী কদাচ অপরের (পাপের) বোঝার ভার বহন করিবে না"—(৬ : ১৬৫ ; ১৭ : ১৫ ; ৩৫ : ১৮ ; ৩৯ : ৭ ; ৫৩ : ৩৮) নীতির উহা সম্পূর্ণ প্রতিকূল। পশ্চিম বাঙ্গালা ও আসামের অসহায় মুছলমানগণের প্রতি অনুষ্ঠিত যুল্‌মের প্রতিকারকল্পে সম্ভবপর হইলে ঐ সকল প্রদেশের সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বিঘোষিত হইতে পারিত কিন্তু যুল্‌মের প্রতিশোধ স্বরূপ যাহারা আপন রাষ্ট্রের অনুগত অমুছলমান নাগরিকদের গায়ে হাত তুলিয়াছে বা তাহাদের মর্য্যাদাহানি ঘটাইয়াছে অথবা তাহাদের সম্পত্তি লুটিয়াছে, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাদের হস্ত আল্লাহ ও তদীয় রছুলের (দঃ) আদেশ এবং ইছ্‌লামি আদর্শবাদের বিরুদ্ধেই উত্তোলিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের যে কয়েকটী স্থানে সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া সংখ্যালঘিষ্ঠ পাকিস্তানিদের প্রতি ইছ্‌লাম বিরোধী নির্ব্বুদ্ধিতা ও নীচাশয়তার যতগুলি পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, আমরা প্রত্যেকটীর জন্য আন্তরিক দুঃখ ও অপরিসীম লজ্জা অনুভব করিতেছি।

হিন্দুস্থানের ভাবগতিক :—

চার পাঁচটী স্থান ব্যতীত সমগ্র পূর্ব্বপাকিস্তানের কুত্রাপি পশ্চিম বাঙ্গালা ও আসামে অনুষ্ঠিত মুছ্‌লিম পীড়নের কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হয় নাই আর যতটুকু ঘটিয়াছিল, খাছ পূর্ব্বপাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাত তাহাতেও খুব বেশী ছিল না। উত্তেজনা সঞ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বপাক সরকারের সময়োচিত এবং যথাযোগ্য হস্তক্ষেপের ফলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রশমিত হইয়াছিল। কিন্তু পশ্চিম বাঙ্গালা ও আসামের অবস্থা পূর্ব্বপাকিস্তানের সহিত তুলনামূলক দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে কি দেখিতে পাওয়া যাইবে? মার্চ্চের শেষ ভাগে যখন উভয় রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের সাক্ষাৎকারের তোড়জোড় চলিতেছিল এবং পূর্ব্বপাকিস্তান সরকারের সুব্যবস্থার ফলে জনগণের মধ্যে চেতনা ফিরিয়া আসায় দেশের সর্ব্বত্র পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছিল, তখনো এবং প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের আলোচনাকালীন সময়ের ভিতরেও কি পশ্চিম বাঙ্গালা ও আসামে মুছ্‌লিম উৎসাদনের মহান কার্য্য স্থগিত রাখা হইয়াছিল?

শান্তিবৈঠকের অব্যবহিতপূর্ব্ব ও অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ের ডাইরী :

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহের প্রদত্ত বর্ণনানুসারে ২৭শে ও ২৮শে মার্চ্চ হাওড়া, বালি এবং শ্রীরামপুরে মুছলমানগণের উপর অত্যাচার এরূপ ব্যাপক ও নিষ্ঠুর আকার ধারণ করে যে, পশ্চিম বাঙ্গালা সরকার উক্ত অঞ্চলের শাসনভার সামরিক-কর্ম্মচারীদের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ঐ সময়ে কলিকাতার কাশীপুর অঞ্চলেও আক্রমণ চলিতে থাকে। বিভিন্ন রেলওয়ে ষ্টেশনে মুছলমানদিগকে নির্ম্মমভাবে মারপিট করা হয়। মালদহ জিলাতেও উল্লিখিত সময়ে বেপরওয়া হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন চলিতে থাকে, অনেক মুছলমানের বাড়ী বলপূর্ব্বক দখল করা হয় এবং গৃহস্বামী-দিগকে পুলিশ স্বয়ংসেবক-সঙ্ঘের সহিত মিলিত হইয়া গ্রেফ্‌তার করিতে থাকে। কালিয়াচক থানার ছবদলপুর গ্রামের সমস্ত মুছলমানের বহিষ্কারের আদেশ প্রদত্ত হয়। ২৮শে মার্চ্চ হাওড়ার নিকটবর্ত্তী লিলুয়ার হাঙ্গামায় চারজন নিহত হয়। ২৯শে মার্চ্চ কলিকাতার উপকণ্ঠে বরানগর থানার আলমবাযার অঞ্চলে, লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড ও আক্রমণ সংগঠিত হয়। ৩০শে মার্চ্চ বর্দ্ধমান জিলার কুলটি থানার ইলাকায় আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগের কার্য্য চলিতে থাকে। নেহ্‌রু-লিয়াকৎ বৈঠকের দ্বিতীয় দিবসে হাওড়া জিলার আমতা থানার অন্তর্গত গ্রামাঞ্চলে ও মালদহ জিলার বিভিন্ন গ্রামে অগ্নিকাণ্ড ও মারপিটের ঘটনা সংঘটিত হয়। ঐ তারিখে ২৪পরগনার মহেশতলা থানার ইলাকায় মুছলমান পল্লীতে চড়াও করা হয়। বৈঠকের তৃতীয় দিবসে হাওড়া ও হুগ্লীর আমতা, বাগ্‌নান ও খানাকুল এবং ২৪ পরগনার রাজার হাট থানা সমূহের গ্রামাঞ্চলে মুছলমানদের গৃহে অগ্নিসংযোগ করা হয়। বৈঠকের চতুর্থ দিবসে আসামের কাছাড় জিলার শিলচর মহকুমায় মুছ্‌লিম অধিবাসীবৃন্দের উপর রোমাঞ্চকর উৎপীড়ন অনুষ্ঠিত হয়। স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের প্ররোচনায় আদিবাসী মণিপুরীরা তীর ধনুক লইয়া মুছলানদিগকে আক্রমণ করে, তাহাদের অন্তঃপুরে হানা দেয়, সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া গৃহে অগ্নিসংযোগ করে। শিক্ষিত মুছলমানদিগকে আন্‌ছার বাহিনীর গুপ্তচররূপে ধৃত করিয়া থানায় লইয়া গিয়া মারপিট করা হয়। ৮ই এপ্রিল বর্দ্ধমান জিলার কৃষ্ণরামপুর গ্রাম আক্রমণ করার ফলে বহু মুছলমান হতাহত ও তাঁহাদের কুঁড়েঘর ভস্মীকৃত এবং ৭০ হাজার মন ধান অগ্নিদগ্ধ হয়। বর্ত্তমানে তথায় ৫ শত লোক গৃহহীন হইয়া আছেন।

আশার আলোক কোথায়?

সন্দেহ ও অবিশ্বাস বিদূরিত না হওয়া পর্য্যন্ত চুক্তির শর্ত্তাবলী বাস্তবতার রূপ ধারণ করিতে পারিবেনা। পাক প্রধানমন্ত্রী কাহারো সহিত কোন রূপ পরামর্শ না করিয়া নিজ দায়িত্বে যে ভাবে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর দা'ওয়াৎ কবুল করিয়াছিলেন, তাহা কোন কোন মহলে আপত্তিকর বিবেচিত হইলেও এবং চুক্তির কতকগুলি দফা বিশেষতঃ বাস্তুত্যাগীদের গৃহ ও সম্পত্তি সম্পর্কিত ধারাগুলি বিচার ও পরীক্ষাসাপেক্ষ বলিয়া মনে হইলেও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ তাঁহাদের চিরাচরিত রীতি অনুসারে প্রধান

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মন্ত্রীর আশ্বাসবাণীতে পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন এবং দ্বিধা ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মিলিত কণ্ঠে চুক্তির সমর্থন ঘোষণা করিবেন কিন্তু শুধু পাকিস্তানের বৃহত্তম সমাজের উল্লিখিত আচরণ দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে কি? হিন্দুস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের অধিকাংশ পাকিস্তানের সার্ব্বভৌমত্ব ও তাহার ভৌগলিক সীমা সততার সহিত স্বীকার করিয়া লইবেন কি? ভারতীয় মুছলমানগণের নাগরিক অধিকার তাঁহারা তুল্যরূপে মানিয়া লইতে পারিবেন কি? পণ্ডিত জওয়াহেরলালের আন্তরিকতায় আমাদের সন্দেহ না থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি পাকিস্তানের সহিত আপোশ রফা করিতে চাহেন বলিয়া যাহারা তাঁহাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে বিশ্বাস করা হইবে কি রূপে? আপোষের বৈঠক বসিতে না বসিতে যে দলের মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন, তাঁহারা যে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আগ্রহ লইয়া চুক্তির শর্ত্তসমূহ প্রতিপালন করাইতে সচেষ্ট হইবেন, এ রূপ ধারণা কেমন করিয়া মনে স্থান দেওয়া হইবে? যে সকল প্রতিষ্ঠানের নেতারা বৈদেশিক সাংবাদিকের কাছে গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারেন যে, দশ লক্ষ মুছলমানকে হত্যা করিলেই হিন্দুস্তানের চার কোটী সংখ্যালঘিষ্ঠ মুছলমান হিন্দুদের পদতলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইবে, সেই সকল প্রতিষ্ঠান ভারতের মুছলমান নাগরিকদিগকে তাহাদের মৌলিক অধিকার হৃষ্ট চিত্তে বখ্‌শিশ করিবে, সন্দেহাতীত ভাবে তাহা মানিয়া লওয়া হইবে কেমন করিয়া?

রোগের নিদান :—

যুগ যুগান্তর হইতে ভারতবর্ষে জাতীয়তার যে আদর্শ প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে, ধর্ম্মনিরপেক্ষতার যত বড়াই করা হউক না কেন, সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বুনিয়াদের উপরেই যে তার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা মরহুম শাইখ মোহাম্মদ ইক্‌বাল ও পাকিস্তানের শিল্পী মগ্‌ফুর কায়েদে আযম তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। পাকিস্তানের নাগরিক এবং উক্ত রাষ্ট্রের নিয়ামকদিগকে এই উপলব্ধি সদা জাগ্রত রাখিতে হইবে। পণ্ডিত জওয়াহেরলালের মত ভারত রাষ্ট্রের পৌরজন মাত্রই গণতন্ত্রের মৌলিক অধিকারে সকলের তুলারূপী দাবীর নীতি যদি বিশ্বাস করিতেন, তাহা হইলে পাকিস্তানের প্রশ্নই হয়তো উপস্থিত হইত না। হিন্দুরা সমষ্টিগত ভাবে পাকিস্তান আন্দোলনের বিরুদ্ধে যেরূপ মারমুখী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই মনোভাব আজো অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। তাঁহাদের পক্ষে একদিনের তরেও হিন্দু ছাড়া অপর কোন সমাজের সার্ব্বভৌমত্ব ভারতের কোন অংশে স্বীকার করিয়া লওয়া সম্ভবপর হয় নাই বলিয়াই কংগ্রেসের মঞ্চ হইতে ভারতীয় পার্লামেণ্ট হাউসের গ্যালারি পর্য্যন্ত সকল স্থানের বিঘোষিত মৌলিক অধিকার ও চুক্তির সমস্ত উক্তি অন্তঃসারশূন্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে। মুছলমানগণের মধ্যে ছুৎমার্গের বালাই নাই, তাহারা স্বার্থের খাতিরে কাহারো সহিত সামরিক বচসা ও সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহারা কাহারো মানবত্বকে অস্পৃশ্য কল্পনা করিতে পারে না। হিন্দু জাতীয়তার উপাদান এবং বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রের অগ্নিযুগীয় আদর্শের প্রবণতা আজ পর্য্যন্ত হিন্দু জাতির মধ্যে সামগ্রিক ভাবে পরধর্ম্ম-ভয়াবহতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষাগ্নি জলন্ত ও জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে। শৃঙ্গাপটমের পতনের পর হইতে বৃটিশ কূটনীতির সোনার কাঠি—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মঙ্গলময়স্পর্শে এবং আহ্‌লেহাদিছ সক্রিয় আন্দোলনের ব্যর্থ পরিণতি স্বরূপ ভারতের হিন্দুরা যেমন একদিকে আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন, তেমনি দেশের শাসকশ্রেণীর মুছলমান বংশধরগণ ক্রমশঃ সর্ব্বস্বান্ত মযদুর ও চাষায় রূপান্তরিত হইয়াগিয়াছেন। সেই সর্ব্বস্বান্ত ম্লেচ্ছ মুছলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রাধান্য কল্পনা করাও ইংরাজ পরিপুষ্ট হিন্দুর পক্ষে প্রায় শতাব্দীকাল হইতে অশোভন ও অসহ্য বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। সোশ্যালিষ্ট হউক, কম্যুনিষ্ট হউক, সনাতনি হউক, গোখাদক হউক, সকল শ্রেণীর হিন্দু সমস্তই উপেক্ষা

www.ahlehadeethbd.org

করিতে পারে কিন্তু মুছলমানের ও ইছ্‌লামের প্রতিষ্ঠাকে তাহারা কখনো বরদাশ্‌ত করিতে রাযি নয়, কারণ এই সর্ব্বহারা জাতির কাছে ইছ্‌লাম ছাড়া অন্য কোনই সম্পদ নাই।

ইতিকর্ত্তব্যের সন্ধানে :—

সমস্যা যতই জটিল এবং অন্ধকার যতই জমাট হউক না কেন, মুছলমানগণের হস্তে এমন এক জলন্ত বর্ত্তিকা সমর্পিত হইয়াছে, যাহার উজ্জ্বল কিরণ-ছটায় নৈরাশ্য-অমানিশার জাল ছিন্ন হইয়া যায় এবং আশার আলোকরেখা জাতির ভাগ্যাকাশে উদিত হয় এবং দিশাহারার দল কল্যাণ ও শান্তির সুদৃঢ় রাজপথের নির্ভুল সন্ধান লাভ করে। ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের মানসিক অবস্থা ও আচরণ পাকিস্তানের পক্ষে যতই নৈরাশ্যব্যঞ্জক হউক, মহিমান্বিত আল্‌কোর্‌আনের নির্দ্দেশ সঠিক ভাবে অনুসরণ করিতে পারিলে আমরা নিশ্চিতরূপে সকল সমস্যাকে অতিক্রম করিতে পারিব। কোর্‌আন শান্তির বাহক ও শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী, কলহমান ও বিদ্বেষ-পরায়ণদের সঙ্গেও কোর্‌আন সকলসময়ে বিবাদ বিসম্বাদের অনুমতি প্রদান করে নাই! প্রতিপক্ষ যতই অতীতে নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়া থাকুক, "যদি শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য তাহারা অগ্রণী হয়"—সেরূপ অবস্থায় রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রতি আল্লাহর আদেশ এই যে, "আপনিও শান্তি এবং আপোষের জন্য অগ্রসর হউন এবং সকল অবস্থায় আল্লাহর উপর নির্ভর করুন, নিশ্চয় তিনি শ্রবণকারী ও সর্ব্বজ্ঞ। যদি (হে রছুল) প্রতিপক্ষ আপনার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে চায়, (তজ্জন্য বিচলিত হইবার কিছুই নাই), আল্লাহ আপনার জন্য যথেষ্ট হইবেন, তিনিই স্বীয় সাহায্যদ্বারা আপনাকে এবং বিশ্বাস পরায়ণদিগকে শক্তিশালী করিয়াছেন এবং বিশ্বাসীগণের হৃদয়তন্ত্রীকে প্রীতিদ্বারা পরস্পর গ্রথিত করিয়াছেন,—আল্ আন্‌ফাল : ৬২।

وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، انه هوالسميع العليم، وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله، هوالذى ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم —

দিল্লীতে জনাব লিয়াকৎ আলি খান ও পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু যে চুক্তি সম্পাদিত করিয়াছেন, কোর্‌আনের বর্ণিত নির্দ্দেশ অনুসারে তাহার শর্ত্তাবলী কার্য্যকরীকরার জন্য সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট হওয়াই মুছলমানগণের কর্ত্তব্য। অতীতের দুঃখ ও অপমানের স্মৃতিকে মানসপটে স্থান না দিয়া যাহাতে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সদিচ্ছা ও সৌহার্দ্দের বন্ধন দৃঢ় হয়, সেই ভাবে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত হিন্দুস্তানের পক্ষ হইতে চুক্তিভঙ্গের সম্ভাবনা পরিলক্ষিত না হয় পরম বিশ্বস্ততার সহিত আমাদিগকে প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া যাইতে হইবে। যদি আল্লাহর উপর মুছলমান শাসনকর্ত্তাদের—বিশ্বাস শিথিল না হয় এবং মুছলমান জনমণ্ডলী যদি নির্ব্বুদ্ধিতা ও নিশ্চেষ্টতার আশ্রয় গ্রহণ না করেন তাহা হইলে হিন্দুস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের দল চুক্তি ভঙ্গ করিতে চাহিলেও পাকিস্তানের কোনই ক্ষতি সাধিত হইবে না, বিশ্বাসভঙ্গের আত্মঘাতী পরিণাম তাঁহারাই ভোগ করিবেন। হিন্দুস্তানে চুক্তির শর্ত্তাবলী কিরূপভাবে প্রতিপালিত হয়, সমস্ত দুনিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও তাহা লক্ষ্য করিব, কি উপায়ে তথায় উহার রূপায়ণ হইবে, সে সম্বন্ধে আমাদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু যে হিন্দু-মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অগ্নিকাণ্ড বিস্তারিত করিয়াছে তাহাদের পিঠ ঠুকিয়া সে আগুন যে আয়ত্তে আসিবেনা—হিন্দুস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ এবং শাসনকর্ত্তৃপক্ষ যত শীঘ্র তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন, ততই মঙ্গলজনক।

বাস্তুহারাদের কথা :—

কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে, বিগত ১২ই এপ্রিল পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ট্রেন, ষ্টীমার ও বিমানযোগে ২ লক্ষ ৯৯ হাজার ২ শত চল্লিশ জন বাস্তুত্যাগী চলিয়াগিয়াছেন। পূর্ব্ব পাকিস্তানের রিলিফ কমিশনার বলেন, ২রা এপ্রিল পর্য্যন্ত

www.ahlehadeethbd.org

৪ লক্ষ ৮২ হাজার মুহাজেরিন পূর্ব্বপাকিস্তানে—আগমন করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য উপায়ে যে সকল সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে তদনুসারে পূর্ব্বপাকিস্তানে আগমনকারী মুহাজেরিনের সংখ্যা ১০ লক্ষের কম হইবে না। আসামের গোয়ালপাড়া, কামরূপ, নওগাঁও, ডিব্রুগড় ও দ্বারং যিলা হইতে দেড় লক্ষাধিক মুজহাজেরিন শুধু রংপুরেই প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া পূর্ব্বপাক প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতিতে প্রকাশ। ময়মনসিংহে ১৪ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১ লক্ষ ২ হাজার ১ শত একান্ন জন আসাম হইতে আগমন করিয়াছেন বলিয়া সরকারী ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীহট্ট যিলার বিভিন্ন ক্যাম্পে আসামের একলক্ষ মুহাজেরিনের অবস্থানের কথা প্রাদেশিক মুছলিমলীগের সভাপতি তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন, সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শুধু আসামের ৩ লক্ষ ৫২ হাজারের অধিক উদ্‌বাস্তু শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ ও রংপুরে আগমন করিয়াছেন। এই তালিকায় পশ্চিম-বাঙ্গালার বিভিন্ন যিলা, কলিকাতা, ত্রিপুরা ও কোচ-বিহার হইতে বিতাড়িত বাস্তুহারাদের সংখ্যা ধরা হয় নাই। ঢাকা, রাজসাহী, খুলনা, বগুড়া, দিনাজপুর ও পাবনা যিলাসমূহে যে সকল মুহাজের প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের তালিকা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

চুক্তির পর :—

সম্পাদিত চুক্তিপত্র বাস্তুত্যাগীদের মনে বিশেষ কোন প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারে নাই। কারণ, বাস্তুত্যাগের কার্য্য অপরিবর্ত্তিত ও অবিশ্রান্ত গতিতে চলিতেছে। তফাৎ শুধু এই যে, পূর্ব্বপাকিস্তান হইতে এখন যাহারা চলিয়া যাইতেছেন, পরিত্যাজ্য দ্রব্য তাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে বিক্রয় করিয়া ফেলিতেছেন। বিক্রয় কার্য্য পূর্ব্বেও বন্ধ ছিল না কিন্তু ছেঁড়া কাঁথা ও অর্দ্ধভগ্ন মেটে কলসীর নিলাম কার্য্যে এতখানি উৎসাহ ইতিপূর্ব্বে পরিলক্ষিত হয় নাই। পশ্চিম বাঙ্গালা ও আসাম হইতেও মুহাজেরিনের স্রোত বন্ধ হয় নাই। ১০ই এপ্রিল হইতে ১৪ই এপ্রিল পর্য্যন্ত চার দিনের মধ্যে কলিকাতা হইতে ট্রেন ও ষ্টীমারযোগে ১০ হাজার মুহাজেরিন পূর্ব্বপাকিস্তানে আসিয়াছেন কিন্তু একেবারেই রিক্ত হস্তে ও ভিক্ষুক বেশে। ১২ই এপ্রিলের পরেও হিন্দুস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠ দল আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারিতেছেন না। আসাম হইতে আমাদের জনৈক বিশ্বস্ত বন্ধু সম্প্রতি আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"এখানকার অবস্থা লেখা যায় না, আমাদের তিন দিকে আর মুছলমান নাই, কেবল দক্ষিণ দিকে কিছু আছে। কোন্ সময় যে আমাদের উপর আক্রমণ হইবে, তার ঠিক নাই। গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিয়াও এখন পর্য্যন্ত অগ্নিকাণ্ড ও লোকহত্যা থামাইতে পারিলেন না।..... আমাদের কপর্দ্দহীন ফকির হইয়াই হিজ্‌রত করিতে হইবে। আমাদের মাথা খারাব হইয়াগিয়াছে, আমরা এখন বিদ্রোহী দল কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া আছি, বাহির হইবার পথ নাই। মওলানা ..... ছাহেব বাড়ী হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন। আসামবাসী মুছলমানদের উপর দিয়া রোজকিয়ামৎ যাইতেছে। আমাদের জন্য দোআ করিবেন।"

উক্ত মর্ম্মের অনেক পত্র আমরা হুগ্লী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার এবং পশ্চিম দিনাজপুর হইতেও প্রাপ্ত হইয়াছি। অবস্থাদৃষ্টে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, বাস্তুহারাদের গমনাগমন বন্ধ হইবে না এবং পূর্ব্ব পাকিস্তানের যে সকল মুহাজের প্রাণ লইয়া আসিতে পারিবেন, তাঁহারা সর্ব্বস্ব হারাইয়া ভিক্ষুকের বেশেই আসিবেন। তাঁহাদের বাসগৃহ পশ্চিম বাঙ্গালা ও আসামের সরকার দখল করিয়া লইবেন এবং হিন্দু বাস্তুত্যাগীদের জন্য আপাততঃ ওগুলি ব্যবহৃত হইবে. কিন্তু পূর্ব্বপাকিস্তান হইতে যাহারা চলিয়া যাইবেন, তাঁহারা তাঁহাদের সমুদয় মূল্যবান ও সুবহ সামগ্রী সঙ্গেই লইয়া যাইবেন, বর্জ্জনীয় জিনিষগুলি তাঁহারা নিলাম করিবেন আর স্থানীয় মুছলমানরা সেগুলি উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিবে। তাঁহাদের পরিত্যক্ত—গৃহ পাকিস্তান সরকার পাহারা দিয়া হেফাযৎ করিতে

www.ahlehadeethbd.org

থাকিবেন। পশ্চিম বাঙ্গালা সরকারের ন্যায় পূর্ব্ব-পাকিস্তানের সরকার সেগুলিতে অস্থায়ী ভাবেও মুহাজেরিনকে আশ্রয় লইতে দিবেন না।

যোগ্যতার পরীক্ষা ঃ

দশলক্ষ মুহাজেরিনের অনির্দ্দিষ্ট কালপর্য্যন্ত—আহার বাসস্থানের এবং তাঁহাদের স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। পশ্চিম বাঙ্গালার সরকার বাস্তুত্যাগীদিগকে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহিত না করিলেও যে কারণেই হউক তাহাদিগকে অনভিপ্রেত অতিথি মনে করেন নাই। পক্ষান্তরে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের আর্থিক ও অন্যান্য আসন্ন গুরুতর অসুবিধার জন্য পাকিস্তান সরকার মহাজেরিনের দলকে গোড়াগুড়ি হইতে অবাঞ্ছিত অতিথির দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছেন এবং যাহাতে যতশীঘ্র সম্ভব, তাঁহারা স্বস্বস্থানে প্রত্যাগমন করেন,—এইরূপ নীতি অবলম্বন করিয়া সরকার বাস্তুহারা সমস্যার প্রতিকার করিতে চাহিতেছেন। এই বিরূপ মনোভাবকে বেশী দোষ দেওয়া যায় না, দশলক্ষ মুহাজিরের শুধু আহার্য্যের জন্যই দৈনিক অন্ততঃ ৫লক্ষ টাকার অর্থাৎ মাসিক দেড় কোটী টাকার প্রয়োজন, তাঁহাদের বাসস্থানের জন্যও লক্ষ লক্ষ টাকা আবশ্যক। অবশ্য পাকিস্তানে ভোজসভা, নানারূপী অভিনন্দন, উৎসব ও আমোদ প্রমোদে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে, বিশেষতঃ এই দরিদ্র দেশের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীরা যেরূপ মোটা বেতন ভোগ করেন, ইছ্‌লামি মনোভাব লইয়া সেগুলির প্রতিকার করিতে পারিলে মুহাজেরিন সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান অসাধ্য হইতনা, কিন্তু বর্ত্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এ সমস্তের প্রতিকারের আশা সুদূর পরাহত। কিন্তু হিন্দুস্তানের অবস্থা স্বাভাবিক আকার ধারণ না করা পর্য্যন্ত এবং তথাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের মনোভাবের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত মুহাজিরদিগকে গলাধাক্কা দিয়া বা স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া বাহির করিয়া দিবার নীতি ইছ্‌লামের অনুমোদিত তথা—মনুষ্যোচিত হইবে কি? মুহাজেরিনের চাপে এবং তজ্জনিত আর্থিক সংকটের জন্য দেশের শাসনশৃঙ্খলার বানচাল ঘটিতে পারে, এ আশঙ্কা স্বীকার করিয়া লওয়ার পরও প্রশ্ন রহিয়া যায় যে, যাহাদের সমবেত প্রচেষ্টায় পাকিস্তান অর্জ্জিত হইয়াছে, তাহাদের অর্দ্ধাংশকে তরবারীর সম্মুখে ও অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের গদ্দী বাহাল রাখার চেষ্টা করিলে কি পাকিস্তান রক্ষা পাইবে? যেসকল পরীক্ষা দ্বারা পূর্ব্বপাকিস্তানের অধিবাসীবৃন্দকে আযাদী ও হুকুমতের ন্যায়ত উপভোগ করার যোগ্যতা সপ্রমাণ করিতে হইবে, তন্মধ্যে একটী পরীক্ষা মুহাজেরিনের সমস্যা রূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, এ পরীক্ষায় পাকিস্তানিদিগকে উত্তীর্ণ হইতে হইবেই।

ইছ্‌লাম-আতঙ্ক ঃ—

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহ্‌রু ভারত পার্লামেন্টে চুক্তি সম্পর্কে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে ইছ্‌লাম-আতঙ্কের—সুর ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। তিনি পার্লামেন্টকে অবহিত করিয়াছেন যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র ইছ্‌লামি আদর্শবাদের ভিত্তিতে স্থাপিত হওয়ার অভিযোগ পাক প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলি খান স্বীকার—করেন নাই। পাকিস্তান রাষ্ট্র আধুনিক গণতন্ত্রবাদের আদর্শে গঠিত হইবে বলিয়া পাক প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহেরলালকে নাকি আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। পশ্চিম বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় আরো চমৎকার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে পাক-ভারত চুক্তিকে বাস্তবতার রূপ দিতে হইলে উভয় রাষ্ট্রে একই প্রকার গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রচলন করিতে হইবে। এ কথার অর্থ এই যে, পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রচলিত সংজ্ঞা মান্য করিয়া লওয়া পাকিস্তানের পক্ষে যথেষ্ট হইবে না, তাহাকে গণতন্ত্রবাদের ভারতীয় সংজ্ঞার অনুসরণ করিতে হইবে। ভারত ও পশ্চিম বাঙ্গালার মুখ্য মন্ত্রীদ্বয়ের উল্লিখিত উক্তির পর ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে নানা কণ্ঠে গণতন্ত্রের জয়গান আরম্ভ হইয়াছে। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলি খান গণপরিষদে স্বয়ং উদ্দেশ্যপ্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া-

www.ahlehadeethbd.org

ছিলেন, ইছ্‌লামি আদর্শের গণতন্ত্রের সহিত—পাশ্চাত্য বা ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ তুলনামূলক দৃষ্টি লইয়া বিচার করার এবং ইছ্‌লামি রাষ্ট্র সম্বন্ধে অহেতুকী আতঙ্ক বিদুরিত করার মত যোগ্যতা তাঁহার আছে বলিয়াই আমরা মনে করি কিন্তু ইছ্‌লাম সম্বন্ধে অনৈছ্‌লামিক ভাবধারার অন্ধ-উপাসকগণের ধারণার অসম্পূর্ণতা বা পাক রাষ্ট্রের সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের ইছ্‌লামি রাষ্ট্র সম্পর্কে অহেতুকী আশঙ্কার কারণ দর্শাইয়া উদ্দেশ্য প্রস্তাবে বিঘোষিত ইছ্‌লামি রাষ্ট্রের পরিগৃহীত নীতি আলোচনা না করার জন্য পাকপার্লামেন্টে তিনি যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য ও সার্থকতা আমরা আদৌ উপলব্ধি করিতে পারি নাই। জওয়াহের লাল বা বিধানচন্দ্রের পক্ষে ইছ্‌লামি রাষ্ট্র আর থিওক্রেসী বা ব্রাহ্মণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য করিতে না পারা বিচিত্র নয়, কিন্তু পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী বিশেষতঃ উদ্দেশ্য প্রস্তাবের (Objective Resolution) রচয়িতা ও ব্যাখ্যাতার মুখ হইতে ইছ্‌লামি রাষ্ট্র সম্বন্ধে শঙ্কান্বিত ও সন্দিগ্ধ উক্তি শ্রবণ করিয়া আমরা বাস্তবিক মর্ম্মাহত হইয়াছি। গণতন্ত্রের যে মর্য্যাদা স্বাধীনতালাভের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারত-রাষ্ট্র রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তজ্জন্য লজ্জিত না হইয়া পাকিস্তানকে ভারত রাষ্ট্রের দুষ্কর্ম্মের দোসরে পরিণত করার দাবী 'উল্টাচোর কোৎওয়াল কো ডাঁটে'—প্রবচনের হাস্যকর সার্থকতা মাত্র। ইছ্‌লামি স্টেটের আদর্শ অনুসারে রাষ্ট্রের নাগরিকগণের ধর্ম্মীয় কৃষ্টিগত ও রাজনৈতিক অধিকার ব্যাহত হইবার আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। ইছ্‌লামকে শত্রুভাবে না দেখিয়া উহার আদর্শ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভ করার জন্য সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম নিরপেক্ষতার ভান যে যতই করুক না কেন, গণতন্ত্রবাদও কৃত্রিম ধর্ম্ম ছাড়া যে আর কিছুই নয়, সামান্য চিন্তা করিলেই তাহা বুঝা যায়। রক্ত, বর্ণ ও ভৌগলিক সীমা নিরপেক্ষ Ideological State এর নাম ইছ্‌লামি স্টেট। ইছ্‌লামি আদর্শবাদের পবিত্রতা নিবন্ধন পাকিস্তান মন্ত্রীসভায় এবং পার্লামেন্টে ভারতের ন্যায় বিশৃঙ্খলা ও ঔদ্ধত্য নাই। সমগ্র পাকিস্তানের কুত্রাপি অরাজকতার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ এ পর্য্যন্ত ইছ্‌লামি আদর্শের বৈশিষ্ট্য শুধু মুখে মুখেই স্বীকার করা হইয়াছে। ইছ্‌লামি আদর্শবাদের রূপায়ণ যে দিন ঘটিবে, সে দিন সেই পুণ্যপ্রভাতে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অন্ধকার যবনিকাও ছিন্ন হইয়া যাইবে। পাকিস্তান জগতের সম্মুখে সাম্য, মৈত্রী ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার যে মান তুলিয়া ধরিবে, জগদ্বাসী আবেগ উদ্বেলিত হৃদয়ে তাহা বরণ করিয়া লইবার জন্য ছুটিয়া আসিবে। ইছ্‌লামি আদর্শ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করা মানসিক দীনতা ও পাকিস্তান-দ্রোহিতার নামান্তর মাত্র। সন্দেহবাদী ও আতঙ্কগ্রস্তদিগকে আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত করার একমাত্র উপায় পাকিস্তানের নেতা ও জনমণ্ডলীর ইছ্‌লামি আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বাস্তব জীবনে ইছ্‌লামকে রূপায়িত করিয়া তোলা, এই আচরণের শুভ পরিণাম অচিন্তনীয়। কবির ভাষায় বলা যাইতে পারে :—

آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں
محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہوجائیگی ?

পাক রাষ্ট্রের ধর্ম্ম কি ?

জনমতের চাপে পড়িয়া অথবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পাকিস্তান গণপরিষদ ইছ্‌লামকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ—আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, রাষ্ট্রের নেতৃমণ্ডলী ও আমলাফয়লাগণের আচরণে উদ্দেশ্য প্রস্তাবের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের কণামাত্র প্রমাণ নাই। ইছ্‌লামি আদর্শকে কার্য্যকরী করার অন্তরায় স্বরূপ নেতৃমণ্ডলী দুস্তর বাধাবিঘ্ন ও অসুবিধার কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু জনমণ্ডলীর অভিমতকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহারা স্বকীয় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ফিরিঙ্গিয়ানা রীতি-নীতির প্রতিষ্ঠাকল্পে কোন চেষ্টারই ত্রুটী করিতেছেন না। তাঁহাদের আচরণে মনে হয় যে, ইছ্‌লাম কোন বাঁধাধরা ও চিহ্নিত জীবনপদ্ধতীর নাম নয়, তাঁহারা তাঁহাদের খোশ্‌খেয়াল ও প্রবৃত্তির অনুসরণে যাহা

www.ahlehadeethbd.org

করিতেছেন এবং করিবেন, তাহাকেই ইছ্‌লাম—বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। ইংরাজের রাষ্ট্রিক দাসত্বের নাগপাশ ছিন্ন করিয়া পাকিস্তানে নাকি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অথচ আজ পর্য্যন্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের আম্‌লাতান্ত্রিক রুচি ও আচরণের মধ্যে কোনই ব্যতিক্রম সৃষ্ট হইল না।—বিলাসিতা, অপব্যয়, নাচগান, আমোদ প্রমোদ, মুছ্‌লিম মহিলাবৃন্দের বেহেজাবী ও উচ্ছৃঙ্খল বেশভূষা এবং শরাব ও কবাবের ছড়াছড়ি পাকিস্তান রাষ্ট্রজীবনের অপরিহার্য্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইতে—চলিয়াছে। জনাব শুআইব কোরায়শী লেনিনের এবং আলিজনাব লিয়াকৎ আলি খান গান্ধীজীর সমাধিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করিয়াছেন! কবরের সম্মান ইছ্‌লামের মূলনীতির পরিপন্থী। রাজনৈতিক 'গোর যিয়ারৎ' অনিবার্য্য বিবেচিত হইয়াছিল বলিয়াই কি নেতৃমণ্ডলী তওহিদের সীমারেখা ঠিক রাখার প্রয়োজনও অনুভব করেন নাই? নেতারা কেবল ব্যক্তিগত জীবনেই ইছ্‌লামদ্রোহিতার পরিচয় দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না. সম্প্রতি এক সরকারী ফর্মান জারী হইয়াছে যে, প্রত্যেক হজ্‌গমনেচ্ছুকে তাহার ফটো তুলিতে হইবে। ফটো সম্বন্ধে পাকিস্তানের সরকারী আলেমমণ্ডলীর মধ্যে মতভেদ থাকিলেও পাকিস্তানের অধিকাংশ মুছলমান নজ্‌দীদের ফটো সম্পর্কিত ইজ্‌তিহাদ এখনো গ্রহণ করেন নাই। ইংরাজের কুফরী শাসনযুগেও হাজীদের ছাড়পত্রে ফটোর প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। আমাদের কর্তৃপক্ষ হাজী বেচারিদিগকে ফটো তুলিতে বাধ্য করিয়া ইছ্‌লামি গণতন্ত্রের (?) কোন্ বিরাট খিদ্‌মৎ যে সম্পন্ন করিতে চাহেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর!

সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া এই প্রশ্নই আজ মনে জাগিতেছে যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধর্ম্ম কি? রাষ্ট্রের ট্রাস্টীগণ যদি রছুলুল্লাহর (দঃ) শরিআতের কোন ধার নাও ধারেন, তথাপি ইউরোপীয় গণতন্ত্রের শরিআৎ অনুসারেও জনমতকে সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করিয়া মুষ্টিমেয় উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের পরিকল্পিত ও অভীপ্সিত সমাজব্যবস্থা পাকিস্তানে প্রবর্ত্তিত করার তাঁহাদের কোন অধিকার নাই।

اند کے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم
کہ دل آزردہ شوی و رنہ سخن بسیاراست!

পূর্ব্ব পাকিস্তানের নূতন লাট :—

পশ্চিম পাঞ্জাবে স্যার ফ্রান্সিস মুডির স্থানে ছরদার আবদুররব খান নিশ্‌তর নিযুক্ত হওয়ার পর সমগ্র পাকিস্তানে কেবল পূর্ব্ববঙ্গের গভর্ণর পদে একজন বিদেশীয় অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্যার ফ্রেডরিক বোর্ণের বিদায় গ্রহণের ফলে উক্ত পদে সম্প্রতি জনাব মালিক ফিরোজ খান নুন নিযুক্ত হইয়াছেন। অতঃপর পাকিস্তানের বড়লাট এবং লাটগণের মধ্যে বিদেশীয় কেহই রহিলেন না। ইহা পাকিস্তানের পক্ষে গৌরবজনক। ইতিপূর্ব্বে গুজব রটিয়াছিল যে, পূর্ব্বপাকিস্তানের শাসনকর্ত্তার গদ্দী মওলবী এ, কে ফযলুল হক ছাহবকে অর্পণ করা হইবে, কিন্তু সে গুজব ভিত্তিহীন বলিয়াই প্রমাণিত হইল। জনাব ফিরোজখান নুন ইংরাজী আমলেও উচ্চ সরকারী পদে বিরাজিত ছিলেন এবং স্বীয় কর্ম্মকুশলতায় নাইট উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। মুছলিম লীগের একনিষ্ঠ কর্ম্মী রূপে তিনি তাঁহার খেতাব বর্জ্জন করেন এবং কারারুদ্ধ হন। আমরা মনে করি তাঁহার নিয়োগে পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনমণ্ডলী একজন উপযুক্ত ও সহানুভূতি সম্পন্ন শাসনকর্ত্তা লাভ করিলেন। তাঁহার যোগ্য নেতৃত্বে পূর্ব্ব পাকিস্তান শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে বলিয়া আমাদের আশা আছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সময়ের ডাক!

يا ايها الذين امنو كونوا انصار الله -

হে বিশ্বাসপরায়ণ জনমণ্ডলী, আল্লাহর সাহায্যকারী হও—

আল্‌কোর্‌আন, ছুরা আছ্‌ছফ।

লক্ষলক্ষ মুছলমান সর্ব্বস্ব হারাইয়া স্বস্ব জন্মভূমি ও পূর্ব্বপুরুষদের ভিটা ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বপাকিস্তানে আসিয়াছেন।

কেন?

যেহেতু তাঁহারা মুছলমান। মুছলমানের ঘরেই জন্মিয়াছিলেন আর মুছলমানরূপে তাঁহারা বাঁচিতে চাহিয়াছিলেন। শুধু মুছলমান হইবার অপরাধে তাঁহারা আপন প্রিয় বাসভূমে তিষ্ঠিবার অধিকারী হন নাই।

পূর্ব্বপাকিস্তানে আসিলেন কেন?

যেহেতু পূর্ব্বপাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নাই আর এই রাষ্ট্রের অধিকাংশ নাগরিক মুছলমান; তাই বাস্তুহারা মুছলমানের দল মুছলমান অধ্যুষিত প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় লইতে আসিয়াছেন।

বিপন্ন মুছলমানের প্রতি মুছলমানের এবং দুঃস্থ প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর ইছলামি কর্ত্তব্য কি?

নগদ টাকাপয়সা, চাউল ও কাপড় দ্বারা মুহাজিরদিগকে সাহায্য করুন। সমুদয় সাহায্য আপনাদের যিলার মুছ্‌লিমলীগ রিলিফ কমিটী অথবা যিলা ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তে দিয়া রসিদ গ্রহণ করুন।

পাকিস্তান রক্ষা করুন!

পাকিস্তান কায়েম হইয়াছে ঠিক, কিন্তু ইহাকে রক্ষা করিতে হইলে আপনাদিগকে শক্তিশালী ও আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে। ইংরাজের কামান আপনার দেশকে রক্ষা করিবেনা, আপনাদিগকে স্বয়ং আপনাদের কামান দাগিতে হইবে। বিদেশ হইতে সৈন্যদলের আমদানি করা হইবেনা, আপনাদিগকে স্বয়ং সৈনিক সাজিতে হইবে। ইছ্‌লামি হুকুমতের প্রত্যেক নাগরিক সৈনিক, ইহা কোর্‌আনের নির্দ্দেশ! যে ব্যক্তি জিহাদ না করিয়া এবং জিহাদের আকাঙ্খা মনে পোষণ না করিয়া মৃত্যুবরণ করে, সে মুছলমান নয়, সে মুনাফেক, ইহাই রছুলের (দঃ) নির্দ্দেশ! দেশ আক্রান্ত হইলে প্রত্যেক নরনারীর জন্য যুদ্ধে যোগদান করা আইনি ফরয হইয়া যায়, সে অবস্থায় স্ত্রীকে স্বামীর অনুমতি না লইয়াই বাহির হইয়া পড়িতে হইবে, ইহাই ফিক্‌হের ব্যবস্থা!

অন্ততঃ প্রত্যেকেই অস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা করুন। দলে দলে ন্যাশ্‌নালগার্ড, আনছার বাহিনী ও সৈন্য দলে ভর্ত্তি হউন।

আপনার যিলার পাকিস্তান ন্যাশনাল গার্ডের কমাণ্ডিং অফিসার অথবা আন্‌ছার বাহিনীর অ্যাডজুটেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করুন।

নিবেদক—

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদিছ।

সদর দফ্‌তর—পাবনা।

www.ahlehadeethbd.org

কিতাব-মহল

১। **শহীদে আজম**—মোহাম্মদ সিরাজুল ইছলাম প্রণীত। গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য (সাং ও পোঃ বাসুদেবপুর, জিঃ রাজশাহী) মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের তমসাচ্ছন্ন পতন-যুগে আল্লামা শাহ্ মোহাম্মদ ইছমাঈল দিশাহারা মুছলমানদিগকে কোর্আন ও হাদিছের ভাস্বর জ্যোতিঃপথে উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছিলেন এবং ইছলামি হুকুমত কায়েম করার প্রচেষ্টায় বালাকোটের পার্ব্বত্য প্রান্তরে জিহাদের ময়দানে আমিরুল মোমেনিন ছৈয়দ আহ্মদ বেরলভীর সাহচর্য্যে শাহাদতের অমৃতসুধা পান করিয়া পরবর্ত্তী যুগ ও অনাগত ভবিষ্যতের জন্য জলন্ত আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। উর্দ্দু ও ইংরাজী বহুগ্রন্থ ও প্রবন্ধে তাঁহার বিচিত্র জীবনালেখ্য রচিত হইলেও বাংলা ভাষায় তাঁহার অমর জীবন কাহিনী লিখিত হয় নাই। নবীন লেখক মৌলবী সিরাজুল ইছলাম সর্ব্বপ্রথম এই পথে অগ্রসর হওয়ায়, তিনি ধন্যবাদার্হ।

আল্লামা ইছমাঈলের (রহঃ) বহুমুখী প্রতিভা ও অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিত্বের সম্যক পরিচয় এবং— তাঁহার বিচিত্র ও সুদূরপ্রসারী— কর্ম্মসাধনার সুস্পষ্ট ছবি সুপরিস্ফুট হইয়া না উঠিলেও তাঁহার জীবনের মোটামুটি ঘটনা ও জেহাদ সমূহের ধারাবাহিক বর্ণনা এই পুস্তিকায় স্থান পাইয়াছে। জনাব মওলানা মওলাবখ্শ নদ্ভী ছাহেবের সুলি[illegible]ত ভূমিকা পুস্তিকার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছে।

বানান, শব্দচয়ন ও বাক্যগঠন ব্যাপারে স্থানে স্থানে ভ্রান্তি ঘটিয়াছে এবং বর্ণনাকৌশলের অনিপুণতায় চমকপ্রদ ঘটনার প্রাণস্পর্শতাও ক্ষুন্ন হই[illegible]ছে পুস্তিকার নামকরণ ও প্রচ্ছদপট আমাদের ভাল লাগিয়াছে। আমরা এই পুস্তিকার বহুল প্রচার কামনা করি।

২। **মাছায়েল শিক্ষা[illegible] সোপান**—প্রথম খণ্ড। কাজী মোহাম্মদ রইছুদ্দীন ক[illegible] [illegible] মূ[illegible] পাঁচ সিকা। প্রাপ্তিস্থান : তাজমহল লাইব্রেরী, মুন্সিপাড়া, দিনাজপুর অথবা গ্রন্থকার—এমাম, লালবাগ দ্বিতীয় মছজিদ, দিনাজপুর।

আলোচ্য পুস্তিকা— মাছায়েল শিক্ষাসোপানের প্রথম খণ্ড। ইহাতে কলেমা হইতে শুরু করিয়া নামাযের আওকাত, আহকাম ও আরকান হাদিছের ভিত্তি-ভূমির উপর দাঁড়াইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। হরকৎ বিশিষ্ট প্রয়োজনীয় [illegible]আ দরুদসমূহের বাংলা অনুলিখন ও অর্থ সর্ব্বত্র [illegible]ঠিক ও সুন্দর না হইলেও শিক্ষার্থীদের পক্ষে এই পুস্তিকা কল্যাণকর বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও এই পুস্তি[illegible] হাদিছের অনুসরীদের একটা বড় অভাব [illegible]

করিবে।

ইব[illegible] [illegible]

আলহাদিছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস।

জমা খরচের হিসাব—

১১ই বৈশাখ হইতে ২৯শে মাঘ ১৩৫৬ সাল পর্য্যন্ত।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬ সাল মোতাবেক ২৭শে মে ১৯৪৯ ইং শুক্রবার দিবসে আল্হাদিছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউসের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে নিখিল-বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্লেহাদিছের সভ্যবৃন্দ

www.ahlehadeethbd.org

ও প্রেসের সাহায্যকারীগণের যে সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে ১০ই বৈশাখ ১৩৫৬ সাল মোতাবেক ২৩শে এপ্রিল ১৯৫৬ পর্য্যন্ত প্রেস গৃহ ও প্রেসের হিসাব উপস্থাপিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উক্ত হিসাবে মোট জমা প্রদর্শিত হইয়াছিল— ২১৯১০/১০ একুশ হাজার নয়শত দশ টাকা এক আনা দুই পয়সা আর গৃহ নির্ম্মাণ, প্রেস ক্রয় ও স্থাপনা বাবৎ মোট খরচ প্রদর্শিত হয় ১৬৪২৫।০ ষোল হাজার চারি শত পঁচিশ টাকা চারি আনা মাত্র। সুতরাং ১০ই বৈশাখ ১৩৫৬ সাল পর্য্যন্ত উদ্বৃত্ত তহ্‌বিলের পরিমাণ হইতেছে ৫৪৮৪৸/১০ পাঁচ হাজার চারি শত চৌরাশি টাকা সাড়ে তের আনা মাত্র। উপরোক্ত হিসাবের মোটামুটি বিবরণ জমঈয়ৎ কর্ত্তৃক প্রচারিত তিন নম্বর বুলেটিনে প্রকাশিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী ১১ই বৈশাখ হইতে ২৯শে মাঘ ১৩৫৬ সাল পর্য্যন্তের হিসাব ৫ই ফাল্গুন ১৩৫৬ সালে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে— আহ্‌লেহাদিছের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত ও গৃহীত হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে উক্ত হিসাবের বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

জমার বিবরণ—

১। উদ্বৃত্ত তহ্‌বিল—— ৫৪৮৪৸/১০

২। এক কালীন সাহায্য ... ... ১৯৪৯।৵০

ক (পাবনা) ১৩০৲

বারাকান্দি— ... ... ৩০৲

দোগাছি— ... ... ১০০৲

খ (দিনাজপুর) ৮৫৲

লালবাগ— ... ... ২৫৲

তেঘরা— ... ... ৪৫৲

ধোবাকল— ... ... ১০৲

শিমলিয়াপাড়া— ... ... ৫৲

গ (রংপুর) ১৫১০।৵০

সারাই— ... ... ৩৭৫৲

কামদেব— ৯৯৷৷০

ধূমগাড়া— ... ... ২৩৫৲

হারাগাছ— ... ... ৮৲

মউভাষা উত্তরপাড়া ১৫২৸০

„ বামনটারী „ ১০০৷৷০

„ লাখরাজ— ৩৯৷৷০

„ ২ নং বামনটারী— ... ৮৸৵০

„ পাইকাড় „ ...

„ মুনশী „ ... ১৪৲

„ কুমার „ ... ১৮৲

„ খামার— ... ... ৪২৲

„ পশ্চিমপাড়া ২৪৸০

„ দক্ষিণপাড়া ২৮৷৷৵০

পশ্চিম শেখপাড়া— ... ১৪৲

পূর্ব্ব „ ... ... ৪২৲

সারাই ১ নং মছ্‌জিদ— ... ১৫৲

মর্ণেয়া— ... ৪৯৸৵০

কার্ত্তিক— ... ৫৲

কিসামৎ— ... ৫৫৲

যমচড়া— ... ৩০৲

কৈপাড়া— ... ১৫৲

কাপাসীটারী— ... ৬৲

দক্ষিণ ছালাপাক ... ২২৲

চাঁদ কুঠি— ... ২০৲

বক্‌শা— ... ৪১৲

বুদাই— ... ২৭৷৷৵০

ঘ (মুর্শিদাবাদ) ১০০৲ জনৈক হিতৈষী— ১০০৲

ঙ (ঢাকা) ১০০৲ ইকুরিয়া— }
কাকরাণ— } ... ১০০৲
সৌরীভাগ— }

চ (রাজশাহী) ২৪৲ দুয়ারী ... ২০৲

ভবনগর— ... ৪৲

ছ নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদিছ ৪৯৩৸/১০

৩। প্রিন্টিং চার্জ বাবৎ বাহির হইতে আয়—৪৫৬৵০

৪। তর্জুমানে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন হইতে আয়— ৯৫৲

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৫। তর্জুমানের নগদ বিক্রয়— ... ৫৪৷৹

৬। তর্জুমানুল হাদিছের গ্রাহক চাঁদা...৩১৬৬৷/০

৭। বিভিন্ন আয় ২৮৯৸৵০ আছবাব বিক্রয় ৪২৲
টাইপ-- ২৪৬৸/০
ফ্ল্যাগ— ১৸১০
পুস্তক— ।১০

মোট জমা এগার হাজার নয়শত নব্বুই টাকা তিন আনা মাত্র।

খরচের বিবরণ—

১। টাইপ, ব্লক ও লেড ঢালাই— ১৩৮৪৸/০

২। প্রেস মেরামৎ— ১০৪/০

৩। প্রেস গৃহের উপকরণ— ২৫১৷৵০

৪। আছবাব— ১১২৸৵০

৫। কাগজ— ১৮৩২৶১০

৬। কালি— ১১২৷১০

৭। মেশিনের তৈল সোডা প্রভৃতি— ৮৭৷৶১৫

৮। প্রেস কর্ম্মীদের বেতন— ২৬০১/০

৯। ডাক খরচ— ২৬৯৵৫

১০। পুস্তক, সংবাদপত্র ও ষ্টেসনারী— ১১২৶০

১১। ম্যানেজার ছাহেবের কয়েক দফা বাড়ী যাতায়াৎ— ২৩৯৲

১২। প্রেসের দ্বারোদঘাটন এবং অন্যান্য সভাসমিতি ও বিবিধ বাবৎ— ৫৭০৲

মোট খরচ সাত হাজার ছয়শত সাতাত্তর টাকা চারি আনা মাত্র।

২৯শে মাঘ ১৩৫৬ সাল পর্য্যন্ত উদ্বৃত্ত তহবিল চারি হাজার তিনশত বার টাকা পনের আনা মাত্র।

এম. মওলা বখ্শ নদ্‌ভী—
ম্যানেজার, আল্‌হাদিছ প্রিন্টিং এণ্ড
পাব্‌লিশিং হাউস,—পাবনা।

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী
আল্‌কোরায়শী

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদিছ।

জমা খরচের হিসাব

পহেলা মার্চ্চ ১৯৪৯ (১৭ই ফাল্গুন) হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ (৩রা ফাল্গুন) পর্য্যন্ত।

		যাকাৎ ও উশর	ফিৎরা	কোরবানি	এককালীন	মাসিক-চাঁদা	বিভিন্ন	মোট
১। পাবনা যিলার	৮৮ গ্রাম	৬৬৩/১৫	১২৮৮৸৵১০	১৮৪৶১৫	২৫৮৵১৫	৫৭৯৷৹	৯৲	২৯৮২৸৵১৫
২। রাজশাহী	১২২	৮১৲	৮৩২৷/০	১৩২৶০	১৪৪/০	×	২৲	১১৯১৷/০
৩। ময়মনসিংহ	৭৩	৩৫৷৵০	৭৫৫৲১০	১০২৷০	৯৪৷/০	×	×	৯৮৭৶১০
৪। রংপুর	৫২	৫৲	৫৫৫৸৶০	৭২৲	৩২৲	×	২২/০	৬৮৭৲
৫। মুর্শিদাবাদ	২২	১১০৲	২৬৬৲	×	২৫৯৷০	×	×	৬৩৫৷০
৬। দিনাজপুর	২৮	১৬৲	৩৪০/১০	×	১১৯৲	৯০৲	×	৫৬৫/১০
৭। বগুড়া	৩৫	২৸৵	২১৯৷০	১২৲	৩৪৷/০	×	×	২৬৮৷৶০
৮। কামরূপ	১৫	১৫৲	১৫৪৲	১৯৲	×	×	×	১৮৮৲
৯। কুষ্টিয়া	৬	১৫৲	৮৮৲	১৪৲	৫৲	×	×	১২২৲

www.ahlehadeethbd.org

		গ্রাম	যাকাৎ ও উশর	ফিৎরা	কোরবানি	এককালীন	মাসিক চাঁদা	বিভিন্ন	মোট
১০ ।	ফরিদপুর	১১	×	৯১৷৵১০	×	১২৲	×	×	১০৩৷৵১০
১১ ।	খুলনা	৯	×	৭৪৵০	×	১০০	×	×	৮৪।৵০
১২ ।	২৪ পরগণা	৪	×	৪০৲	×	১১৷০	×	×	৫১৷০
১৩ ।	ঢাকা	৩	×	৩০,০	×	২৲	×	×	৩২০
১৪ ।	গোয়ালপাড়া	২	১৭৲	৭৲	৪৸৵০	২৲	×	×	৩০৸৵০
১৫ ।	হুগলী	২	×	২০৲	×	৫৲	×	×	২৫৲
১৬ ।	যশোহর	২	×	১০	×	১০৲	×	×	২০৲
১৭ ।	বাকেরগঞ্জ	১	১০৲	×	×		×	×	১০৲
১৮ ।	কাছাড়	১	×	×	২৲		×	×	২৲

১৯ । বিভিন্ন ... ... পুস্তক বিক্রয় ৩১৸/১০, রাজশাহী কন্‌ফারেন্সকমিটী হইতে ফেরৎ ১৮৩৸, বেণারস যাতায়াতের খরচ হইতে—ফেরৎ—২৫৲, ঋণ শোধ বাবৎ—৬৫৲ ... ৩০৫৷/১০

মোট জমা— ৮২৯৩৶/১৫

২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯ তারিখের উদ্বৃত্ত তহ্‌বিল— ... ... ২৯২৯।৵

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ সাল, তারিখের মোট জমা— ... ১১২২২৷/১৫

এগার হাজার দুইশত বাইশ টাকা নয় আনা তিন পয়সা মাত্র।

১লা মার্চ্চ ১৯৪৯ হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ পর্য্যন্ত খরচের বিবরণ—

সেক্রেটারী ও প্রচারকগণের ওযিফা—	৩৫২৫৷৵০
আদায়ী খরচ—	৭৫।/০
রাহা খরচ—	৩১০ ৶৫
খাতা ও কাগজ—	৩১০ ৶৫
ডাক টিকিট—	২২৩৸৶০
পত্রিকা—	৯২৸/১০
অফিস খরচ—	১২২৷/১৫
ঋণ শোধ—	২০০৲
সাধারণ সভার খরচ—	২০০৲
প্রেস ফণ্ড ও গৃহ নির্ম্মাণ খাতে—	১১৭৯৵১০
অন্যান্য—	১২১।৵১০
মোট খরচ—	৬৩৬১।১৫

মোট ছয় হাজার তিন শত একষট্টি টাকা চারি আনা তিন পয়সা মাত্র।

মোট আয়— ১১২২২৷/১৫

মোট ব্যয়— ... ... ৬৩৬১।১৫

উদ্বৃত্ত— ... ... ৪৮৬১।/

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ তারিখের মোট উদ্বৃত্ত চারি হাজার আটশত একষট্টি টাকা পাঁচ আনা মাত্র।

মোহাম্মদ আব্‌দুর রহমান,
সেক্রেটারী,
নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে
আহ্‌লেহাদিছ।

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী
আল্‌কোরায়শী

www.ahlehadeethbd.org

অজীর্ণ রোগী কখনও সুস্থ ও শক্তিশালী হইতে পারেনা। অথচ আজ পাকিস্তানের উন্নতি ও স্থায়িত্বের জন্য প্রত্যেকটি গরিককে শক্তিমান হইতেই হইবে।

হিপাটোন (লিভার টনিক)

যকৃতের যাবতীয় পীড়ায় অব্যর্থ মহৌষধ। যত পুরাতন এবং দুরারোগ্য অজীর্ণ রোগ হউক না কেন, ইহা সেবনে আরোগ্য হইবে, ইনশা আল্লাহ। বয়স্ক এবং শিশু, প্রত্যেকেরই যকৃত সংক্রান্ত যাবতীয় রোগের নির্ভরযোগ্য ঔষধ।

ইষ্ট-পাকিস্তান ড্রাগস্ এণ্ড কেমিক্যালস্,
পাবনা।

কবি আবুল হাশেম সাহেবের কয়েকখানি ভাল বই—

কথিকা—ইসলামী ভাবধারাপুর্ণ অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ। দাম ১৷৷০

মাষ্টার সাহেব—এদেশের শিক্ষা সমস্যা সংক্রান্ত **নাটক**। এ বইখানি প্রত্যেকের পড়া উচিত। আমাদের দায়িত্ব কি? দাম ১৷০

পাহাড়ের বন্দী—কিশোর উপন্যাস। দাম ১৷০

বন্দিনী—অভিনব কাব্যনাটিকা (যন্ত্রস্থ)

প্রাপ্তিস্থান—**বেগম আতিকা খাতুন,**
হাশেমাবাদ, পোঃ বনওয়ারীনগর, পাবনা।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুলহাদিছ

(মাসিক)

আহলে হাদিছ আন্দোলনের মুখপত্র

সম্পাদক : **মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী।**

প্রকৃত ইছলামি ভাবধারার সাহিত্যিকগণ কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট।

নিয়মাবলী—

১। তর্জুমানুলহাদিছ প্রতি চান্দ্রমাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়।

২। বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷৷০, ভি, পিতে ৬৸০।

৩। গ্রাহক নম্বর উল্লেখ না করিলে এবং রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকেট না পাঠাইলে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না।

৫। গ্রাহকগণকে বৎসরের প্রথম মাস হইতে কাগজ লইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

৬। শরিআৎ বিগর্হিত কোন বিষয় বা বস্তুর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে না।

৭। কভারের দ্বিতীয় বা তৃতীয় পৃষ্ঠা···মাসিক ১০০৲

" " " পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক " ৬০৲

" " " পৃষ্ঠার চতুর্থাংশ " ৩৫৲

" চতুর্থ পৃষ্ঠা মাসিক ১২৫৲

" " পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক " ৭০৲

" " " একচতুর্থাংশ " ৪০৲

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা——মাসিক———— ৬৪৲

" এক কলাম—— " ———— ৩৫৲

" অর্দ্ধ " —— " ———— ২০৲

" প্রতি বর্গ ইঞ্চি " ———— ২৷৷০

৮। বিজ্ঞাপনের খরচ অগ্রিম জমা দিতে হইবে।

৯। মনি অর্ডার, ভিঃ পিঃ ও বিজ্ঞাপনের অর্ডার ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে।

লেখকগণের জ্ঞাতব্য

১০। তর্জুমানুল হাদিছের অবলম্বিত নীতির প্রতিকূল প্রবন্ধ গৃহীত হইবে না।

১১। তর্জুমানে প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ ও আলোচনা গৃহীত হইবে।

১২। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক।

১৩। অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ও কবিতা ফেরৎ লইতে হইলে রেজেষ্টারী খরচের ডাক টিকিট পাঠাইতে হইবে।

১৪। পরিশ্রমের সহিত লিখিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য প্রতি কলাম তিন টাকা হিসাবে ওযিফা দেওয়া হইবে।

১৫। সকল প্রকার রচনা সম্বন্ধে সম্পাদকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে।

১৬। প্রবন্ধ ও রচনাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিনীত—

ম্যানেজার,

আল্‌হাদিছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস।

পোঃ ও যিলা পাবনা, পাক-বাঙ্গালা

আল্‌ হাদিছ পাবলিশিং হাউস

কয়েক খানি উপাদেয় পুস্তিকা

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্ কোরায়শী প্রণীত

১। বাঙ্গলা ভাষায় কোর্‌আনি রাজনীতির শ্রেষ্ঠ অবদান

ইছলামি শাসনতন্ত্রের সূত্র।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

২। ইছলামের মূলমন্ত্র কলেমায় তৈয়েবার বিস্তৃত কোর্‌আনি ব্যাখ্যা। ইছলামি আকিদা, আদর্শ ও কর্ম্মযোগের বিশ্লেষণ—

কলেমায় তৈয়েবা।

মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

৩। মওলানা আবু সাইদ মোহাম্মদ কৃত—

মুছলিম সমাজে প্রচলিত কবর পূজার খণ্ডন ও যিয়ারতে কবুরের মছনুন তরিকার বর্ণনা—

গোর যিয়ারৎ।

মূল্য ছয় আনা মাত্র।

ম্যানেজার,

আল্ হাদিছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস

পাবনা, পাক-বাঙ্গালা।

——০:০——

www.ahlehadeethbd.org

Printed & Published by M. A. Kafee al Quraishee at Al-Hadeeth Printing and Publishing House from the